বিজ্ঞপ্তি।

নানক প্রকাশের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে মহাত্মা শ্রীমন্নানকের সমগ্র জীবন ও পরিশিষ্টাকারে পরবর্ত্তী নয় জন গুরুর বৃত্তান্ত বাহির হইল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশকের পীড়া নিবন্ধন (১) শিখধর্ম্মের বিশেষ মত ও বিশ্বাস, (২) শিখধর্ম্মের ইতিবৃত্ত, এবং উহার উত্থানও উন্নতি, এবং (৩) শিখধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা প্রকাশিত হইতে পারিল না। প্রকাশক ভরসা করেন, ইতঃপর এই সমুদার ঈশ্বরকৃপায় দ্বিতীয় পরিশিষ্টাকারে বাহির হইবে।

সূচীপত্র।

নানক প্রকাশ।

দ্বিতীয় ভাগ।

বিদেশে প্রচারযাত্রা।

শ্রীবাবা নানক সংসার পরিত্যাগ করিয়া জীবের দুঃখে দুঃখী ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। তিনি উদাসীর বেশ ধারণ করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদাসীর মত তাঁহার বেশ ছিল না। উহা সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের ছিল। তাঁহার পরিচ্ছদের বিষয় একটু চিন্তা করিলেই তাঁহার ধর্ম্মের ভাব কিরূপ ছিল তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির সন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদ তাঁহার পরিচ্ছদে সন্নিবিষ্ট ছিল। তাঁহার কটিদেশে ডোর কৌপীন, অঙ্গে গৈরিক রঙ্গের আলখেল্লা গলদেশ হইতে ঝুলিয়া প্রায় পদমূল স্পর্শ করিত, শিখাযুক্ত মস্তকে টুপি ও অঙ্গে গৈরিক চাদর থাকিত। কিন্তু সময়ে সময়ে আপনাকে অবস্থা এবং দেশ ও কালের উপযোগী করিবার জন্য তিনি স্বীয় পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিয়া উদারতার পরিচয় দিতেন। তিনি যোগী সন্ন্যাসীদিগের নিকট যোগী সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিতেন, মুসলমানদিগের নিকট গমন করিবার সময় মুসলমান সাধুদিগের বেশ করিতেন। যখন গৃহে বাস করিতেন, তখন গৃহস্থের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন, এবং কখন কখন শুভ্র বস্ত্র ও গৈরিক উত্তরীয় ধারণ করিতেন। তাঁহার এক পদে খড়ম ও অপর পদে পাদুকা এবং গলদেশে হাড়ের মালাও থাকিত। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ মুসলমান বলিত এবং কেহ হিন্দু অনুমান করিত। হিন্দুগণ আসিয়া তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করিলে তাঁহাদিগের নিকট তিনি হিন্দু শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়া হিন্দুর মত উত্তর দিতেন, এবং মুসলমান ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণ আসিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদিগের জন্য মুসলমান শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করিয়া মুসলমানের

মত উত্তর দান করিতেন। কখন কখন মুসলমান মুল্লাদিগের নিকট যাইতে হইলে ফকিরের বেশ করিতেন, এবং হিন্দু সাধুর নিকট গমন করিবার সময় সন্ন্যাসীর বেশে যাইতেন। তিনি যেখানে যাইতেন, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম ও বিশ্বাস প্রভৃতি সত্য প্রচার করিয়া জীবের উপকার করিতেন। তিনি জীবের দুঃখে সর্ব্বদাই কাতর থাকিতেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এ কথা তিনি যতই ভাবিতেন, ততই তাঁহার প্রাণ আকুল হইত এবং সময়ে সময়ে অজস্র অশ্রুপাত করিতেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে এমনি প্রেমের জ্যোতি বহির্গত হইত যে,প্রেমিকগন তাঁহাকে 'কমলনয়ন' বলিয়া ডাকিত। তিনি যে দিকে গমন করিতেন, সেই দিকের জীবের দুঃখ দূর ও মঙ্গলবারিবৃষ্টি হইত। যে তাঁহার শরণাগত হইত, তাহারই অপার সুখ শান্তি হইত। তিনি সর্ব্বত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের নামই প্রচার করিয়া জীবদিগকে তাঁহার পদতলে আনয়ন করিতেন। ভাই বালা ও ভাই মর্দ্দানা তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিতেন। ভাই বালা বাবা নানকের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং ভাই মর্দ্দানা রবাব যন্ত্র সহকারে সুমিষ্ট সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিতেন।

নানক যখন ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন,তখন ভারতে ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল। দেশের প্রায় সকল স্থানেই ধর্ম্মের সাধন ভজন আরম্ভ হইয়াছিল। রামানন্দ, কবীর এবং অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ অন্যান্য প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া লোকের মন ভক্তির দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পঞ্জাব দেশে গুরু গোরখ নাথ যোগধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকদিগকে যোগের পথে আনয়ন করিয়াছিলেন। হিমালয় পর্ব্বত আবার যোগীদের আলয় হইয়াছিল। লোকে সংসার ছাড়িয়া তথায় গিয়া হঠযোগ প্রভৃতি পুরাতন যোগ সাধন আরম্ভ করিয়াছিল। লোকের মনে যোগের জন্য তৃষ্ণা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, বেদী বংশের দিবাকর বাবা নানক অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়া শেষে সেই প্রদেশে উপনীত হইলেন যথা যোগী সাধুদিগের প্রতি অত্যন্ত সমাদর। এই স্থানে ভর্ত্তরি * নামে এক জন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যোগী

* ভর্ত্তরি যদি ভর্তৃহরি হন, তবে প্রাচীন ভর্তৃহরি নহেন, কেন না তিনি বাবা নানকের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যোগিমণ্ডলীমধ্যে বাস করিতেন। ভর্ত্তরিসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে; তিনি প্রথমে এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, পরে গুরু গোরখের উপদেশে তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া যোগপথাবলম্বী হন। অত্যন্ত সাধন ভজন ও ত্যাগ স্বীকার জন্য ভর্ত্তরির প্রশংসা ও যশে চারিদিক পূর্ণ ছিল। বাবা এই ভর্ত্তরি যোগীর আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি বাবার অপূর্ব্ব রূপ ও কান্তি দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হে সন্ত মহাশয়, আপনি কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন, এবং কত দূর গমন করিবেন, এবং আপনার নামই বা কি? এই সমস্ত বিষয়ের পরিচয় দিয়া আমাকে পবিত্র করুন।" নানক নীরব হইয়া রহিলেন; ভাই বালা গুরুর ভাব ও অভিপ্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "পঞ্জাব দেশের 'ধরিত্রী' হইতে আমরা আসিতেছি, ইঁহার নাম নানক নিরাকারী, আমি ইঁহার সেবক, দেশ পর্য্যটন জন্য আমরা কয় জন বহির্গত হইয়াছি।" ভাই বালার কথা শুনিবা মাত্র ভর্ত্তরি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিনয় সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সাধু মহাত্মার যশের অনেক কথা শুনিয়াছি; তাঁহার দর্শনের আশয়ে অনেক দিন হইতে অপেক্ষা করিতেছি, আজ তাঁহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া আমার জন্ম সার্থক ও গৃহ পবিত্র হইল।" গুরু নানক ভর্ত্তরিকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে অনুমতি করিলেন। তিনি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "হে গুরুজী, আমি মনকে নির্ম্মল করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইবার আশায় হঠযোগ সাধন করিয়া থাকি, অনেক বিধি রীতি ব্যবস্থা ও প্রকরণ অবলম্বন করিয়া মনকে বশ করিতে চেষ্টা করি, সময়ে সময়ে বিধি অনুসারে সুরাপাত্র পান দ্বারাও মনকে মত্ত করিয়া মনের বিক্ষিপ্ততা নিবারণ করিয়া থাকি। একান্তমনা হইয়া অনাহত শব্দ শুনিবার চেষ্টা করি, কিন্তু হে সদ্গুরু, তাহাতে আমার মনের প্রকৃত অভাব দূর হয় না। আমার গভীর দুঃখ ও মলিনতার মোচন হয় না, আমি মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি না, ভক্তি বিনা আমার মন শুষ্ক হইয়া বড় কষ্টভোগ করে, এ সকল সাধন ভজন সকলি অসার বোধ হয়। আমার মনে বৈরাগ্যও সুদৃঢ় হইতেছে না, প্রকৃত বৈরাগ্য না হইলে অন্তরে প্রেমও হয় না; আপনি এক্ষণে আমাকে এই সমস্ত গভীর বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়া আমার সংশয় দূর করুন।" গুরু নানক ভর্ত্তরির সরল ভাব

ও অকৃত্রিম ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে ভর্তরি, তুমি খুব চতুর সাধক, তাহা না হইলে এই সমস্ত গভীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে না। যোগ বিনা মন কখন শুদ্ধ বা সুখী হয় না; কিন্তু আমি তোমাকে এই গূঢ় কথা কহিতেছি, জীবকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ভগবান্ এই কলি-যুগে ভক্তিযোগ প্রেরণ করিয়াছেন, এখন এই যুগে যে ব্যক্তি মুক্তির জন্য প্রকৃত মুমুক্ষু হইবেন, তাঁহারই এই ভক্তিযোগপথাবলম্বী হইতে হইবে।" এই সময় গুরু নানক যে শব্দটি * উচ্চারণ করিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ, "সদ্‌গুরুর বাণীই এখন মনের মুদ্রা †, বাহিরে এখন আর কর্ণে মুদ্রা পরিধানের কোন প্রয়োজন নাই। ক্ষমাই পুরাতন কন্থা, নিজ ইচ্ছাবিনাশপূর্ব্বক ভগবান্ যাহা করেন তাহাই উৎকৃষ্ট বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সহজ যোগে যোগী হইলে পরম তত্ত্ব লাভ হইবে। অমৃতস্বরূপ সেই নিরঞ্জননাম প্রাপ্ত হইয়া তুমি তোমার জ্ঞানরূপ শরীরের রস ভোগ কর এবং শিবনগরী অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলনিকেতনে আসন গ্রহণ করিয়া সকল প্রকার কল্পনাকে চির অবরুদ্ধ কর। অনাহত শব্দই শিঙ্গার শব্দের ন্যায় নিরন্তর শ্রবণ করিবে, তোমার মতিই দণ্ড হইবে, হরিকীর্ত্তনই একমাত্র উপাসনা, ইহাই সদ্‌গুরুপ্রদর্শিত অপূর্ব্ব পন্থা। সকল প্রকারের জ্যোতি ও নানা প্রকার বর্ণ আমার সম্প্রদায়। নানক কহেন, ভর্তরি যোগী, পরব্রহ্মের এইরূপ একমাত্র যোগ।" বিকৃত যোগের জন্য ভর্তরিকে ভৎর্সনা করিলেন এবং যোগসাধনোদ্দেশে সুরাপান অত্যন্ত নিন্দনীয় এই বলিয়া গুরু নানক আরও বলিলেন, "হে যোগি-বর, তুমি যে সুরারূপ অমৃতপাত্রপানের কথা বলিলে তৎসম্বন্ধে শ্রবণ কর ‡। "জ্ঞানকে গুড় ও ধ্যানকে ফুল কর, সৎকর্ম্মরূপ জল দিয়া প্রেম ও ভক্তিরূপ ভাঁটিতে নিরন্তর তাহা হইতে অমৃত চুয়াইতে থাক। হে বাবা, আমার মন আনন্দস্বরূপের আনন্দরস পান সহকারে মত্ত হইয়া সহজে যোগযুক্ত হইতেছে। দিবানিশি প্রেমযোগে মগ্ন হইয়া অনাহত শব্দ শ্রবণ করিতেছি। সেই ব্যক্তিই

* গুরুকা শব্দ মনহিমহ মুদ্রা—ইত্যাদি—আশা মহল্লা ১।

† গুরু গোরখ নাথের শিষ্যেরা কর্ণে মুদ্রা পরিধান করেন। মুদ্রা ইহারই চিহ্ন যে যোগীর কর্ণ অসার কথাসম্বন্ধে বধির।

‡ গুড় করি গিয়ান ধিয়ান করি ধাবৈ ইত্যাদি—আশা মহল্লা ১।

সত্যের পূর্ণ পাত্র পান করিতেছেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি যাঁহার উপর পতিত হইতেছে। এখন আমি অমৃতের মহাজন হইয়াছি, এখন লঘু এবং তরল ভাবের রাজ্য আমি অতিক্রম করিয়াছি। পরম গুরুর সাক্ষাৎকারে তাঁহার বাণীরূপ অমৃত পান করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি। তাঁহার দর্শনেরই জন্য আমি তৃষিত হইয়াছি, এখন তাঁহার দর্শনে বৈকুণ্ঠ বা মুক্তি আমার নিকট তুই নহে। সদা তাঁহার উপাসনা সহকারে সংসারে চিরবৈরাগী হইয়াছি, আমার জন্ম স্বার্থক হইয়াছে। নানক কহেন, শুন হে ভর্ত্তরি যোগী, এইরূপ অমৃত পান করিয়া আমি পাগল হইয়াছি।" ভর্ত্তরি যোগী শ্রীগুরু নানকের প্রেমোন্মত্তভাব ও দুর্জ্জয় ভক্তিপূর্ণ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি করযোড়ে শ্রীগুরুজীর চরণে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার চিত্ত ক্রমে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। গুরু নানক এই সময় ভর্ত্তরি যোগীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভর্ত্তরি তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে অবস্থিতি করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নানক কহিলেন, "হে ভর্ত্তরিজী, আমি এখন তোমার নিকট আর থাকিব না, ইহার পর আমার সহিত তোমার অনেক বার সাক্ষাৎ হইবে।" ভাই বালা ও ভাই মর্দ্দানা সহ গুরু নানক সেই স্থান ত্যাগ করিয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পথে গুরু নানক সহচরদিগের সহিত অনেক প্রকার রসপ্রসঙ্গ করিতে করিতে গমন করিলেন।

ভাই মর্দ্দানার পরীক্ষা।

এই সময় ভাই মর্দ্দানা একটী ভয়ানক পরীক্ষায় পতিত হইলেন। মর্দ্দনার মনে আবার বিকার উপস্থিত হইল। সামান্যদর্শী দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যদিগের মনের অবিশ্বাস সহজে তিরোহিত হইবার নহে, তাহারা বিধানের অপূর্ব্ব বল বার বার দেখিয়া অবাক্ হয় বটে, কিন্তু বার বার তাহা বিস্মৃত হইয়া অবিশ্বাস, সংসারাসক্তি ও পাপে পতিত হয়। সংসারাসক্ত মর্দ্দানা এত দূর অগ্রসর হইয়াও এক দিন শ্রীগুরু নানকের সম্মুখে উপনীত হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "হে গুরুজী, আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি

গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া আপনার সহিত এরূপে যাইতে আর ইচ্ছা করি না, আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি গৃহে প্রত্যাগমন করি।” যদিও মর্দ্দানার মন সংসারাসক্তি দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছিল, অবিশ্বাস নিরাশা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তথাপি তিনি বিধানের অঙ্গীভূত হইয়া বড়শীবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের বাসনা সংসারে প্রবল বেগে ধাবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি গূঢ় যোগে শ্রীগুরুজীর চরণে আবদ্ধ ছিল, তিনি আর আপনি আপনার প্রভু ছিলেন না, গুরুজীর আদেশ ব্যতীত তিনি কোথাও একপদও নিক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তিনি সংসারী ও পাপাসক্ত হইবার উদ্দেশে গৃহে যাইবার জন্য বার বার আপনার নেতার নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রেমের সাগর শ্রীগুরু নানক মর্দ্দানার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত অন্তরে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে অনেক বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “মর্দ্দানা এখান হইতে তুমি যাইও না, চারিদিকে ভয়ানক প্রলোভন, তুমি জান না অত্যন্ত বিপদ তোমাকে পথে প্রতীক্ষা করিতেছে। তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।” মর্দ্দানার মন একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কোন সদুপদেশই তাঁহার মনে প্রবিষ্ট হইল না। ভাই বালাও তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রবোধ দিলেন, কিন্তু তিনি কাহার কথা শুনিবার নহেন। মর্দ্দানার ভাব দেখিয়া গুরু নানক অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

ভাই মর্দ্দানা গুরু নানকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে দুই দিন পর গুরু নানকের মন অকস্মাৎ মর্দ্দানার জন্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রিয়তম শিষ্যের অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রেমের গূঢ় নিয়ম সকল কে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয়? বিদেশস্থ প্রিয়তম পুত্রের অথবা হৃদয় বন্ধুর কোন বিঘ্ন বিপদ বা মৃত্যু উপস্থিত হইলে, কত মাতার অথবা বন্ধুর প্রাণ আপনাপনি যেরূপ ভয়ানক উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া উঠে, তাহা আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গুরু নানক ভাই বালাকে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, “বালা, আমার নির্ব্বোধ মর্দ্দনা ভীষণ শত্রুর হস্তে নিশ্চয়ই পতিত হইয়াছে,

তাহার প্রাণসংশয় হইয়া উঠিয়াছে, এখন অনবরত সে আমাকে ডাকিতেছে।" ভাই বালার মনে মর্দ্দানার প্রতি তাদৃশ প্রেম ছিল না। তৎপ্রতি সময়ে সময়ে হয়তো সহযোগী জ্ঞানে তিনি ঈর্ষান্বিত হইতেন; তাহার উপর আবার মর্দ্দানা গুরুর প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, গুরুর কথায় বালার মনে মর্দ্দনার প্রতি সহানুভূতি বা করুণরসের উদয় না হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজী মর্দ্দনার জন্য আমরা এখন আর কি করিতে পারি? সে আপনার অবাধ্য হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আপনার সহিত যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" মর্দ্দানার সহিত গুরুনানকের অন্য প্রকার সম্বন্ধ ছিল। পতিত মানবের সহিত স্বয়ং ভগবান্ যেরূপ অপরাজেয় প্রেমে আবদ্ধ, সহস্র পাপ ও বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার প্রেমেকে পরিশ্রান্ত বা অধীর করিতে সক্ষম হয় না, শ্রীগুরু নানকের মনে তাঁহার শিষ্য মর্দ্দানার প্রতি সেইরূপ প্রগাঢ় প্রেম, এবং তাঁহার সহিত মর্দ্দানার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশু বিপদে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলে জননীর মন যেরূপ আকুল হইয়া পড়ে, মর্দ্দানার বিপদ বুঝিয়া গুরু নানকের মন তদ্রূপ অধীর হইয়া উঠিল। নানক মর্দ্দানার মূল্য বুঝিতেন, তিনি দেখিলেন যে, বালার সহিত সেই স্বর্গের গূঢ় প্রেমবন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়া অধিক বাক্যব্যয় বৃথা। তিনি এই বলিয়া একেবারে গাত্রোত্থান করিলেন, "ভাই বালা, মর্দ্দানাকে লইয়া আমার এখন অনেক কার্য্য করিতে হইবে, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য এখনই যাইতে হইবে।"

কথিত আছে, গুরু নানক মুহূর্ত্তের মধ্যে মর্দ্দনার নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, কোতা নামক রাক্ষসীর হস্তে মর্দ্দনা পতিত হইয়াছেন। মর্দ্দনা কোতার হস্তগত হইয়া অবধি নিরন্তর গুরু নানকের নাম লইয়া অনেক ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখ পীঙ্গলবর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছিল। কোতা প্রাতঃকালে মর্দ্দানার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিত। তাঁহাকে সে তপ্ততৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়াছিল। মর্দ্দনা ও কোতার যে উপাখ্যান জন্মসাক্ষী গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে তাহা কত দূর সত্য তাহা

পাঠকগণ বিচার করিবেন, তাহা এখানকার আলোচ্য বিষয় নহে *। গুরু নানক বালা সহ পরীক্ষাস্থলে উপনীত হইলেন। মর্দ্দানা ও গুরু নানকের ভাব দেখিয়া কোতা রাক্ষসী বুঝিল যে, তাঁহাদিগের এবং মর্দ্দানার মধ্যে কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। মর্দ্দানাকে তপ্ততৈলকটাহে নিক্ষেপ করিয়াও কেন তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে সে পারে নাই, তাহার কারণ সে নানককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি একটি শব্দের † দ্বারা এইরূপ বলিলেন যে, "পরমগুরুর নামে মায়া ও ভ্রমস্বরূপ ডিম্ব ভাঙ্গিয়া যায়, কারাবদ্ধ ব্যক্তি মুক্ত হয়, তাঁহারই নামের গুণে তপ্ত-তৈল কটাহ শীতল হইয়া গিয়াছে।" নানকের অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া ও অমৃতপূর্ণ কথা শুনিয়া কোতার মায়াজাল দূর হইল। সে গুরুজীর চরণ ধরিয়া আপন পাপের জন্য অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল। কোতার ধর্ম্মপথের কণ্টক কি তাহা নানক বুঝিতেন। সে মর্দ্দানার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার ও শত্রুতা করিয়াছিল। সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মের অধিকারী হইলেও সে ভক্ত মর্দ্দা-নার ক্ষমা পাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত না হইলে তাহার সম্বন্ধে স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবরুদ্ধ। তিনি কোতাকে মর্দ্দানার পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে আদেশ করিলেন। কোতার মন ঈশ্বরকৃপায় প্রস্তুত হইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, গুরুজী কেবল ভক্ত মর্দ্দানার কেন, যদি তোমার আদেশ হয়, তবে সমস্ত পৃথিবীর লোকের চরণ মস্তকে ধারণ করিতে পারি। ক্রমে কোতার মনে ঈশ্বরজ্যোতি প্রকাশিত হইল, তাহার রাক্ষসভাব চলিয়া গেল। এই পৃথিবীতে রাক্ষসেরাই ‡ চিরকাল ভক্ত ও দেবতাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে। কোতা সে স্বভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া

---

* সম্ভবতঃ একটী দুরন্ত মায়াবিনী নারী প্রথমতঃ মর্দ্দানাকে প্রলোভনে নিক্ষেপ করিয়া পরিশেষে তৎপ্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ধনস্বভাব নারীগণের এইরূপ প্রকৃতি যে, তাহারা প্রথমতঃ একবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া শেষে দাসবৎ আত্মবশে রাখিবার জন্য তৎপ্রতি যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিয়া থাকে।

† ফুটে আণ্ডা ভরমকা ইত্যাদি—রাগ মারু মহল্লা। ১।

‡ ভক্তগণের পতন বা অনিষ্টের কারণ যাহারা হইত তাহাদিগকে দৈত্য ও রাক্ষস বলা প্রাচীন রীতি। এ আখ্যায়িকা মধ্যে আমরা তাহাই দেখিতেছি।

দেবীভাবলাভে দেববলে মিশিয়া দেবতাদিগের মধ্যে এক জন হইলেন এবং এই ভূমণ্ডলে শ্রীহরি ও তাঁহার দাস শ্রীগুরু নানকের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া রহিলেন।

গুরু নানক ও সালস রায় বণিক।

গুরু নানক বিশ্বম্ভরপুর নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পথকষ্টে মর্দ্দানা অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষুধিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি আর চলিতে পারিতেছিলেন না। গুরু নানক কহিলেন, ভাই মর্দ্দানা সম্মুখে একটি প্রসিদ্ধ নগর দেখা যাইতেছে, তথায় সমস্ত ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, একটু ধৈর্য্য ধারণ কর। ক্রমে তাঁহারা বিশ্বম্ভরপুরের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন। কথিত আছে, এই সময়ে গুরু নানক আপন পদ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একখণ্ড হীরক বাহির হইয়া পড়িল। বাবা নানক সেই হীরক খণ্ড লইয়া মর্দ্দানাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, এই বহুমূল্য হীরক বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া যাও। মর্দ্দানা তাহা লইয়া সালস রায় নামক জনৈক বণিকসদনে উপনীত হইলেন। হীরক এমনি উৎকৃষ্ট ও জ্যোতিষ্মান্ ছিল যে, বণিক হীরক দেখিবামাত্র মর্দ্দানাকে দর্শনী শত মুদ্রা প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে তাহার মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিলেন। মর্দ্দানা কহিলেন, ইহার মূল্যের বিষয় আমি অবগত নহি, আমার প্রভু তাহা জানেন। মর্দ্দানা নানকের নিকট শত মুদ্রা লইয়া হীরকখণ্ডের মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। নানক কহিলেন, এই হীরক অমূল্য, ইহার মূল্য সালস রায় প্রদান করিতে অশক্ত। তুমি তাঁহার এই শত মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া আইস। মর্দ্দানা গুরুর অভিপ্রায়ানুসারে সালস রায় বণিকের গৃহে পুনর্ব্বার গমন করিলেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত করায় সালস রায় কহিলেন, আপনি এ হীরক বিক্রয় করুন বা না করুন; আমি এ শত মুদ্রা পুনর্গ্রহণ করিব না, ইহা আপনারই। এই হীরকের মর্য্যাদার জন্য আমি এই অর্থ আপনাকে প্রদান করিয়াছি। মর্দ্দানা সে মুদ্রা গ্রহণ করিবেন না, সালস রায়ও তাহা ফিরাইয়া লইবেন না। এইরূপে অনেক ক্ষণ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। অবশেষে মর্দ্দানা সেই মুদ্রা তাঁহার গৃহে রাখিয়া চলিয়া আসিলেন।

সালস রায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এত টাকা এরূপ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যায়, এ প্রকার লোকতো সামান্য নয়, এ নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থ বৈরাগী। ইহার প্রভু কিরূপ লোক, তাহা ভাল করিয়া অবগত হইতে হইবে। আমি ঐ বণিকের প্রভুকে স্বয়ং গিয়া দর্শন করিব। বণিক সালস রায় অধরকা নামক আপন দাসকে আদেশ করিলেন, তুমি ঐ শত মুদ্রা ও উত্তম মিষ্টান্ন ও উৎকৃষ্ট ফল (মেওয়া) প্রভৃতি ভক্ষ্য বস্তু উপঢৌকন-স্বরূপ লইয়া আমার সমভিব্যাহারে চল, আমরা ঐ অপূর্ব্ব ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া আসিব। সালস রায় আপন দাস সহ গুরু নানকের নিকট আসিয়া দেখিলেন, এক জন অপরূপরূপধারী স্বর্গীয় জ্যোতিতে পরিপূর্ণ যোগী যোগে নিমগ্ন আছেন এবং তাঁহার নিকট ভাই মর্দ্দানা অপূর্ব্ব হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন; ভক্ত ভাই বালা অলৌকিক ভক্তিভাব ও বিনয়ের অবতাররূপে তথায় শোভা বিস্তার করিতেছেন। স্থানটি দর্শন করিবামাত্র সালস রায়ের মনে যেন স্বর্গের শোভার আভাস প্রতিবিম্বিত হইল। তিনি চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার চিত্ত ভাবান্তরিত হইল। তিনি দূর হইতে সেই সন্তদিগকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। উপঢৌকনসামগ্রী সকল তথায় স্থাপিত করিয়া বাবা নানককে সম্বোধন করত জোড়হস্তে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে সন্ত মহাশয়, দুঃখীর বন্ধু, এই শত মুদ্রা আপনার, আমি অতি ভ্রান্তজীব, পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই যে, এই হীরকের বণিক আপনি, আমাকে ক্ষমা করুন।" গুরু নানক সালস রায়ের ভাব দেখিয়া একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন। তাহার এইরূপ অর্থ, "হে সালস রায়, সেই স্বর্গের মাণিক এই মাণিক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং সেই মাণিক এই মাণিককে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহার নেত্র সেই মাণিকময় হইয়াছে, তিনি আর দুই বস্তুকে জানেন না। হে সালস রায়, তুমি আপনার মাণিককে জান; মিথ্যা মাণিক আর কেন বস্ত্রে বন্ধন করিবে? আপনার প্রভুকে অবগত হও। কাঁকর ও প্রস্তরের মধ্য হইতে সেই মাণিকের নামের গুণে অসার সংসারে কত মাণিক উৎপন্ন হয়, সদ্গুরু ব্যতীত কে আর এই অজ্ঞতা দূর করিবে; কেন আর বৃথা মায়ামোহে আবদ্ধ

*লালো লালু উপাইয়া লালো লালু বিসন ইত্যাদি—মাজ মহল্লা ১।

থাক। সেই একেরই আরাধনা কর, দুঃখ আর তোমাকে সন্তাপ দিবে না।" সালস রায় এই বচন শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে মহাপুরুষ, আপনার আশীর্ব্বাদ আমাকে প্রদান করুন। আমি অনেক সাধু সন্ত দেখিয়াছি, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার যেরূপ চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে, এমন আর কখন কাহাকেও দেখিয়া হয় নাই। আমার প্রাণ মুগ্ধ হইতেছে।" নানক উত্তর করিলেন, "আমার নাম নানক নিরাকারী। আমি নিরাকার পুরুষেরই লোক, সেই নিরাকার দেশ হইতে আসিয়াছি, আমার ভেকও নিরাকারের ভেক।" সালস রায় এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে সন্তজী, আপনি কি সেই নিরাকার পুরুষকে জানেন? আপনি কি তাঁহাকে কখন দর্শন করিয়াছেন?" গুরু নানক আর একটি শব্দ * দ্বারা এই প্রকার বলিলেন, "বিমল সরোবরে নির্ম্মল জল মধ্যে পদ্ম ও শৈবাল একত্র বাস করে। শৈবালের সঙ্গদোষে পদ্মের কোন অনিষ্ট হয় না। ভেক তোমার এরূপ প্রকৃতি কেন? তুমি নির্ম্মল জলে বাস কর, কিন্তু কর্দ্দম তোমার আহার। পদ্মের মধুর প্রতি কেন লক্ষ কর না? অলি-কুল জলে কখন বাস করে না, কিন্তু তাহারা সেই পদ্মের মধু ব্যতীত আর কিছু আহার করে না। চন্দ্র কুমুদিনী হইতে কত দূরে অবস্থিতি করে, তাহার এমনি আকর্ষণ ও অনুভবশক্তি যে, সেই দূরতা হইতেও কুমুদিনীর প্রতি এত আসক্ত। কুকুরের পুচ্ছ যেরূপ কিছুতেই সরল হয় না, আপনার প্রকৃতি তদ্রূপ কেহ কখন পরিত্যাগ করে না। নিন্দুক আপনার কুস্বভাব পরিহার করিতে পারে না, মূর্খগণ পণ্ডিতের সঙ্গে অনেক শাস্ত্র শ্রবণ করিলেও মূর্খতা ত্যাগ করে না" †।

সালস রায় মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি আহার্য্যসামগ্রী লইয়া করযোড়ে গুরু নানককে সে সমস্ত গ্রহণ জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

---

* বিমল মঝার বাসান নিরমল জল ইত্যাদি—মাঝ মহল্লা ১।

† এই শ্লোকের দ্বারা গুরু নানক এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন যে, ভেক যেরূপ পদ্মের নিকট থাকিয়াও পদ্মের মধুপান হইতে বঞ্চিত থাকে, মূঢ় মনুষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াও ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে না, কেবল সংসারের অসার বিষয়ে লিপ্ত থাকে। ভ্রমরের কি সুন্দর দৃষ্টান্ত! পদ্ম হইতে উহা বহু দূরে থাকিয়াও অনুরাগ বশতঃ পদ্মের মধু ব্যতীত আর কিছুই পান করে না। মনুষ্যের প্রকৃতি বিকৃত হইয়াছে; কুকুরের পুচ্ছ যেরূপ কিছুতেই সরল হয় না মনুষ্যের মনও তদ্রূপ।

নানক আর একটি শব্দ * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "প্রীতিরূপ অন্ন, শ্রদ্ধারূপ লুচি রসনায় প্রদানপূর্ব্বক অহর্নিশি তাঁহার রস আমি আস্বাদন করিতেছি। হে সালস রায়, তুমি আপনাকে প্রথমে জ্ঞাত হও, ভগবান্ স্বয়ং তোমাতে, তাহা জানিলে তুমি পরম পদ প্রাপ্ত হইবে।" সালস রায়ের দাস অধরকা এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া গুরু নানকের পদতলে পতিত হইলেন। নানাক তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত ও বিশ্বাসী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। সালস রায়ও অধরকার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া নানকের পদতলে পড়িলেন এবং সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বাবা নানক বিনীত অধরকাকে শ্রেষ্ঠতর ভক্ত বলিয়া জানিলেন। ধনিসন্তান অভিমানী সালস রায় যে তাঁহাকে নীচ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। যত ক্ষণ সালস রায়ের মন হইতে এ অভিমান দূর হইয়া তিনি ভক্ত অধরকার বিনীত ভক্ত না হন, তত ক্ষণ তাঁহার অন্য কোন উপায়ে সদ্গতি হইবে না, ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সালস রায়, তুমি তোমার ঐ দাসের পদতলে পতিত হও, উহার পদধূলিই তোমার মোক্ষের একমাত্র উপায়।" ভগবান্ সালস রায়ের চিত্তক্ষেত্রের কর্ষণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহার শুভদিন সমাগত হইয়াছিল; তিনিও করজোড়ে বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "হে গুরুজী, অধরকাতো এখন সাধু হইয়াছে; তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য্য। যদি আপনার আদেশ হয়, তবে আমি পৃথিবীর পাপী তাপী ও নীচতম সকল লোকেরই পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতে পারি।" গুরু নানক সালস রায়ের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আপনার গাত্রমার্জ্জনী তাঁহাকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে তৎপ্রদেশে আপনার প্রতিনিধি রূপে বরণ করিলেন এবং বলিলেন, "হে সালস, তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে এ প্রদেশের ভক্তমণ্ডলীর নেতা থাকিবে, তৎপর অধরকা তোমার পদে অভিষিক্ত হইবেন।" গুরু নানক অপর একটি শব্দ † দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "সদ্গুরু স্বয়ং ভগবান্,

* "প্রীতিপকবান সো ভোজন করীয়ে লূচী" ইত্যাদি—রাগ মারু মহল্লা ১।

† "সৎ গুরু দাতা নামকা দীনে খোল কপাট।"—ইত্যাদি। (এই শব্দটির কি রাগ তাহার কোন উল্লেখ নাই)।

তাঁহার নাম দান করিয়া জীবের হৃদয় দ্বার খুলিয়া দেন। একবার এই অমূল্য ধন ক্রয় করিলে জীবের আর অন্য কোন অভাব থাকে না, অন্তরের নেত্র খুলিয়া যায় এবং অনন্ত আগম নিগম সমস্তই তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। সমস্ত জগতে পণ্যদ্রব্য অবস্থিতি করিতেছে, এক ভগবানই ধনী, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তাঁহার নামই আমার মূলধন, অষ্ট প্রহর সেই নামের ধ্বনি আলাপনই আমার একমাত্র কার্য্য। হে সালস, তুমি নিয়ত প্রার্থনা কর, তোমার অন্তরের কাঁচা রং চলিয়া যাইবে এবং উহা অপূর্ব্ব রঙ্গের আধার হইবে।" গুরুনানক অপর একটি শব্দ * উচ্চারণ দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "গুরুর শব্দ অনন্ত ধ্বনি-বিশেষ, অল্প লোক ইহাকে চিনিয়া থাকে। বেদ ইহার অন্ত জানে না, অসহায় পণ্ডিত পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হরির নামই একমাত্র নৌকাস্বরূপ, তদ্দ্বারা তুমি ভবপারে গমন কর।" কথিত আছে, গুরুনানক বিশম্ভরপুরে একটী ভক্তমণ্ডলী স্থাপন করত দুই বৎসর সাত মাস তথায় অবস্থিতি করিলেন, এই কালমধ্যে সালস রায় পরলোক প্রাপ্ত হন। গুরু নানক দাস অধরকাকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া বিশম্ভরপুর পরিত্যাগ করিলেন।

কলির সহিত নানকের প্রথম সংগ্রাম।

কলির সহিত নানকের সংগ্রাম ও তাহার উপর জয়লাভের প্রসঙ্গ গভীর অর্থপূর্ণ। কোন বিধান পৃথিবীতে জয়লাভ করিতে পারে না, যদি সেই বিধানপ্রবর্ত্তক কলি, যম অথবা সয়তানকে দমন করিতে না পারেন। শ্রীশাক্যের জীবনে মারের সহিত সংগ্রাম ও তদুপরি জয়লাভের কথা বিশেষ ঘটনা বলিয়া বর্ণিত আছে। সয়তান কর্ত্তৃক ঈশাকে প্রলোভন প্রদর্শন এবং তাহার পরাভব এবং ক্রুশোপরি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সয়তানের মস্তকে পদাঘাত দ্বারা তাহাকে দমন, এই সমস্ত ঘটনাই ঈশার বিধানে মনুষ্যের পক্ষে আশাজনক ব্যাপার। সয়তান বা কলির অর্থ সংসার ও পাপ যাহা মনুষ্যদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিধানপ্রবর্ত্তকগণ নিজ জীবনে বিধানের

* গুরুকা শব্দ নিধান হৈ ইত্যাদি—রাগ বিলাবল মহলা। ১।

বলে তাহাকে প্রথমে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে এই আশা প্রদান করেন যে, যাঁহারা সেই মহাপুরুষদিগের পথাবলম্বী হইবেন, তাঁহাদের আর তাহার ভয় থাকিবে না। মহাজনগণ আপনারা সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া ঈদৃশ পন্থা মনুষ্যদিগের জন্য প্রদর্শন করিয়া যান এবং আপনাদিগের দৃষ্টান্ত এমনি একটি আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে পৃথিবীতে রাখিয়া যান যে, তাহা অবলম্বন করিয়া অসংখ্য নরনারী অনায়াসে ভবসাগর অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। কি খ্রীষ্টের শয়তানের উপর জয়লাভ, কি বুদ্ধের মারের সহিত সংগ্রাম, কি নানকের কলির উপর জয়লাভ, ইহার একটিও বাহ্য ব্যাপার নহে, এ সমস্তই আধ্যাত্মিক আন্তরিক ঘটনা। এরূপ প্রায় সকল বিধানেই দেখা যায় যে, বিধানপ্রবর্ত্তকদিগকে সয়তানের সহিত দুইবার সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম বারের সংগ্রাম প্রায়ই বিধানসম্বন্ধীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে হইয়া থাকে; এ সংগ্রামে শত্রু নিরস্ত হয়, কিন্তু বিধান লীলা শেষ করিবার পূর্ব্বে যে সংগ্রাম হয়, তাহা অতীব ঘোরতর, তাহাতে শত্রু একেবারে পরাজিত হইয়া থাকে এবং এই পরাজয়ে পৃথিবীর আশা উদ্দীপ্ত হয় এবং ইহার পরিত্রাণ নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। গুরু নানকের জীবনেও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। নিম্নে কলির সহিত প্রথম সংগ্রামের কথা উল্লিখিত হইতেছে, ইহার পর কলিপরাজয়ের বিষয় উল্লিখিত হইবে। পাঠকগণ এই দুইটি বৃত্তান্ত তুলনা করিলে এ উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

জন্মসাক্ষিগ্রন্থে লিখিত আছে, বিশম্ভরপুর হইতে ভাই বালা ও মর্দ্দানা রবাবীসহ গুরু নানক বিষহরী দেশে যাত্রা করিলেন। বিষহরীদেশ সমুদ্রমধ্যস্থিত। তিন জন যখন সমুদ্রতটে উপনীত হইলেন, তখন সমুদ্র অত্যন্ত তরঙ্গায়িত হইতেছিল। ভাই মর্দ্দানা স্বভাবতই ত্রস্তচিত্ত, তাঁহার মন সর্ব্বদাই সংসারের অধীন হইত, তিনি তরঙ্গ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজী, সমুদ্রে অত্যন্ত তরঙ্গ হইতেছে, একখানিও পোত নিকটে নাই, এখন আমাদিগের উপায় কি হইবে?" ভাই বালা মর্দ্দানার সংশয় দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "মর্দ্দানা, তুমি এখনও কথা কহিতেছ? গলবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া থাক। তুমি এত আশ্চর্য্য

ব্যাপার দেখিলে তথাপি তোমার বিশ্বাস হইল না? তুমি নিস্তব্ধ থাক।" গুরু নানক কহিলেন "ভাই, তোমরা আমার পথ ঠিক অনুসরণ কর, আমার সঙ্গ ছাড়িও না।" অগ্রে অগ্রে গুরু নানক এবং তাঁহার ঠিক পশ্চাতে ভাই বালা ও মর্দ্দানা অগ্রসর হইয়া সমুদ্র পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সমুদ্র কি? এ সমুদ্র সংসারসাগর ব্যতীত আমরা আর কিছু মনে করিতে পারি না। মর্দ্দানা অল্পবিশ্বাসী ভীরুস্বভাব লোক ছিলেন। এই ভবসাগরের কর্ণধার হইয়া যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াও তিনি নির্ভয় ও নিরাপদ হইতে পারেন নাই। বার বার মর্দ্দানা অত্যন্ত ভীত হইয়া গুরু নানককে মনের কাতরতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। গুরু নানক বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে সাহস ও সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গুরু নানকের মুখের অলৌকিক আশ্বাসজনক কথা যখন তিনি শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসরূপ শুষ্ক তরু মুকুলিত হইয়া উঠিল এবং প্রশস্ত রাজপথ দিয়া লোক যেরূপ চলিয়া যায়, তাঁহারা তদ্রূপ সাগরের জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন মর্দ্দানা বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজী, এখন বুঝিলাম তোমার সহিত ঈশ্বরের কোন প্রভেদ নাই।" গুরুনানক মর্দ্দানার চিত্তের লঘুতার প্রতি ভৎসনা করিয়া বলিলেন, "মর্দ্দানা, তোমার কোন কথা কহিতে হইবে না, তুমি নীরব হইয়া থাক।" মর্দ্দানা তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুজী, এখন কি আমাদিগের সম্মুখে অন্য কোন বিভীষিকা আছে?" গুরু নানক উত্তর করিলেন, "ভাই, সম্মুখে বিষম শত্রু আসিতেছে।" মর্দ্দানা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেন আপনি আর অগ্রে যাইতেছেন?" নানক উত্তর "করিলেন, পশ্চাদ্গমনেরও আর উপায় নাই, পশ্চাতে অবস্থিতির স্থান নাই।"

কথিত আছে, এইরূপ পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি তাঁহারা সমুদ্রের উপর দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, কলি একেবারে সম্মুখে উপনীত। কলি স্ত্রীরূপধারী, অত্যন্ত বিকট তাহার রূপ, তাহার দন্ত গুলি অতি ভীষণ, প্রসারিত মুখ, আলুলায়িত কেশ, তাহার গলদেশে নরহস্ত ও নর অস্থির মালা, নররক্তে শরীর ভূষিত, নেত্রদ্বয় ও সমস্ত ভাব ভঙ্গী এরূপ যে, তাহাকে দেখিলে মনুষ্যের মহাভয় উপস্থিত হয়। কলি গুরু নানকের নিকট উপ-

স্থিত হইল। গুরু নানক ইহাকে দর্শন করিবামাত্র তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া অভূতপূর্ব্ব বল, উদ্যম ও তেজ সহকারে একেবারে রাক্ষসীর কেশাকর্ষণ করিলেন এবং হস্তস্থিত দণ্ড তাহার প্রসারিত মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কলি নানকের হস্তে নিতান্ত প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। সে প্রাণপণে নানা প্রকার বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। কলি প্রাণভয়ে কাতর হইল। যখন কলি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল, অমনি নারদ গোস্বামী দেবতাদিগের সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নানকের বহু স্তুতিবাদ ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নারদ বলিতে লাগিলেন, "হে গুরু নানক, জীব উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে যেরূপ অবতারগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদশাস্ত্র প্রকট করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ এক জন। এই কলিকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনিস্তারের উপায় করিয়া দিতেছ। তুমি যে শাস্ত্র প্রকাশ করিতেছ, তাহা দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের মধ্যে প্রচার হইবে, এবং তদ্দ্বারা জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।" নারদ গুরুজীকে নমস্কার করিলেন। যখনই সাধু কর্তৃক কলি সংহার হয়, তখনই যে কেবল ঈশ্বর প্রসন্ন হন তাহা নয়। স্বর্গের দেবতারাও আনন্দধ্বনি করেন এবং তাঁহাদের আত্মা মহাপুরুষদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার অভিবাদন ও বন্দনা করেন। শাক্যের জয়লাভের পর দেবগণ আসিয়া তাঁহার কত স্তব বন্দনা করিয়াছিলেন। ঈশার নিকট মুসা ও ইলায়স প্রকাশিত হইয়াছিলেন। নানকের জয়লাভে নারদ গোস্বামী দেবতাগণ সহ প্রকটিত হইয়া তাঁহার বহুবিধ স্তুতিবাদ ও প্রশংসা করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। নারদ কলিকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কলি, সাধুদিগের নিকট অগ্রসর হইবার তোমার প্রতি আদেশ নাই। তুমি গুরু নানকের নিকট কেন অগ্রসর হইলে?" কলি উত্তর করিল, "আমি সমস্ত সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকি, ব্যক্তিবিশেষের কোন বিচার করি না।" নানক কলিকে সংসার হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে কলি উত্তর করিল, "হে মহাতপস্বী, তুমি আমাকে সমস্ত সংসার হইতে কেন বিদায় করিয়া দিবার কথা কহিতেছ? সংসার তো আমারই

রাজ্য। আমি তোমার নিকট পরাস্ত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এখন হইতে তোমার ত্রিসীমায় আমি অগ্রসর হইব না, এবং যে সমস্ত লোক তোমার নাম লইবেন, বা তোমার পন্থা অবলম্বন করিবেন এবং তোমার উপদেশ গ্রহণে সংসারের অতীত হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমি রাজ্যবিস্তারের প্রয়াস পাইব না।" এই কথা কলি বলিলে, গুরুনানক কলিকে পরিত্যাগ করিলেন, কলি সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া নানকের নিকট দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। নারদ গোস্বামী ও দেবগণ নানক নিরাকারীর মহিমা বার বার গান ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

গুরুনানকের পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ।

দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া গিরিশিখর আরোহণ করিবার পূর্ব্বে গুরুনানক কয়েকটি দেশে গমন করেন। এ সমস্ত দেশ এখন কি নামে আখ্যাত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, কিন্তু জন্মসাক্ষী গ্রন্থে তাহাদিগের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা অবিকল এই গ্রন্থে উল্লেখ করা গেল। গুরু নানক বিষহরী নামক দ্বীপে উপনীত হইলেন। রাজা সুদর্শন এখানকার অধিপতি ছিলেন। এই রাজার ভাগিনেয় ইন্দ্রসেন এবং ঝণ্ডা বাধি নামক জনৈক সূত্রধর এই দেশে ধর্ম্মভীত লোক ছিলেন। গুরুনানক নগরের বাহিরে একটি উদ্যানে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মর্দ্দানা নগর মধ্যে গমন করিলেন, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় তাঁহার প্রমুখাৎ নানকের কথা শ্রবণ করিয়া দর্শন জন্য তাঁহার সহিত নানকের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নানকের অলৌকিক ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নানক একটি শব্দ * দ্বারা বলিলেন, "কাষ্ঠের মধ্যে যেরূপ অগ্নি অবস্থিতি করে, অথচ কাষ্ঠ হইতে অগ্নি স্বতন্ত্র ও সুদূরে; সমুদায় পৃথিবী জলে যেরূপ পরিবেষ্টিত, অথচ পৃথিবী হইতে জল ভিন্ন; নিম্নে মৃত্তিকা তাহার উপরে যেরূপ আকাশ, ঘটের মধ্যে সিন্দূর যেরূপ অবস্থিত, তদ্রূপ মহাশক্তিরূপে প্রভুজীর নাম সমস্ত চরাচরে বিদ্যমান রহিয়াছে; অথচ

* ইন্ধন বৈসন্তর ভাগে ইত্যাদি—রাগ রামকেলি মহলা। ১।

তিনি সমস্ত চরাচর হইতে স্বতন্ত্র। হে মন, অষ্ট প্রহর তুমি তাঁহার ধ্যান কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ঝাণ্ডা বাঢ়ি কহিল, "হে দুঃখীর বন্ধু, আমি দীন সূত্রধর, সর্ব্বদা ঈশ্বরের ভজনা করিলে আমার স্ত্রী পুত্র পরিবারকে কিরূপে ভরণ পোষণ করিব?" গুরুনানক উত্তর করিলেন, "মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যে প্রভু মাতৃস্তনে দুগ্ধের সৃষ্টি করিয়া রাখেন, এবং সে জন্ম গ্রহণ করিলে অজস্র পোষণীশক্তিরূপে তাঁহাকে পরিপোষণ করেন, তিনিই তোমার সমস্ত বিধান করিবেন, তুমি নির্ভর হইয়া অবস্থিতি কর।" ঝাণ্ডা বলিলেন, "গুরুজী, আমি নিগূঢ় কথা সকল কি প্রকারে জানিব, সেই সমস্ত গুপ্ত কথা কে আমাকে বলিয়া দিবে?" নানক উত্তর করিলেন, "প্রাণ অদৃশ্য পদার্থ, শরীর দৃষ্ট পদার্থ। জগদীশ্বর সকল জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। সাধুসঙ্গ করিলে সেই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব শীঘ্র প্রকাশ পাইবে। কিন্তু শাস্ত্র, স্মৃতি ও বেদ অধ্যয়ন দ্বারা অতি গৌণে তাঁহাকে জানা যায়।" ঝাণ্ডা বলিলেন, "হে গুরু, সেই পরমাত্মাকে যে দেখা যায় না, এ সমস্ত জড় পদার্থ দেখা যায়, আমি কি করিব?" নানক উত্তর করিলেন, "প্রকৃত দৃশ্যমান যে চিন্ময় পদার্থ ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাকে অদৃশ্য কহিতেছে এবং সৃষ্ট পদার্থের স্থূল দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দৃশ্যমান ও জগৎকে অসৎ বলিয়া জানে, এ সংসারে কেবল তাঁহারই পরম গতি লাভ হয়।" নানকের কথা সকল দিধার অসি সম তীক্ষ্ণ ছিল, যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত সংপ্রসঙ্গ করিত, তাহার অন্তরের মায়া ও পাপজাল অচিরাৎ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইত। কথিত আছে, এই সমস্ত সংপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে ঝাণ্ডা সূত্রধরের দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল, এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, গুরুনানক অতি যত্ন ও স্নেহে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ঝাণ্ডার চৈতন্য হইলে আবার সংপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। গুরুনানক বলিলেন, "আমি ঝাণ্ডাকে ঐ প্রদেশের আচার্য্য নিযুক্ত করিলাম, তাঁহার অধীনে আমার এ রাজ্য অবস্থিতি করিবে।" সমস্ত রজনী গভীর সংপ্রসঙ্গ হইল; সংপ্রসঙ্গের জমাটের মধ্যে নানক, "বলিয়া উঠিলেন, আমি ঝাণ্ডাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের রাজা নিযুক্ত করিলাম।" এই সমস্ত কথা প্রসঙ্গে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে সুদর্শন রাজার

নিকট নানকযোগীর আগমনবার্ত্তা ও তাঁহার আশ্চর্য্যকার্য্যসম্বন্ধীয় সংবাদ পৌছিল। তিনি নানকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আসিয়া দেখিল, নানক, ভাই বালা ও মর্দানা হরিনাম কীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছেন, রাও বাকি ও ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য সকলে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। অবশেষে রাজা স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া গুরু নানকের শিষ্য হইলেন।

এই স্থান হইতে গুরুনানক ব্রহ্মপুর নামক দেশে উপনীত হইলেন। মধুরবাণী নামে এখানকার রাজা ছিলেন। যথারীতি নানক নগরের প্রান্তস্থিত এক উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজা তথায় তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া বলিলেন, "হে তপস্বী, আপনি এই স্থান হইতে আমার রাজভবনে চলুন, তথায় আমার ভাণ্ডার হইতে আপনার সকল অভাব মোচন করিয়া দিব।" নানক এই কথা শুনিয়া এক শব্দ * দ্বারা উত্তর করিলেন, "এক ভাণ্ডার হরিনামের আছে, যাহা হইতে সকল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সকল দূর করিয়া আমাকে প্রভু আপনার লোক করিয়া লইয়াছেন। এই হরিনাম কখন ছাড়িও না, উহা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে। হরি আমার এমনি বন্ধু যে আমাকে তিনি সকল দান করেন, কিন্তু কখন কোন হিসাব চান না। সাধুদিগের প্রসাদ আমি উত্তম ভোজন করিয়াছি। শীতল জলপানে হৃদয় শান্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরূপ বস্ত্র আমি চিনিয়াছি, নিরন্তর তাহা আমার শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। নানক কহেন, দৃশ্যমান এই যাহা কিছু সকলি বিনাশ পাইবে, এক ব্রহ্মই নিত্য পদার্থ।" রাজা মধুরবাণী এই শব্দ শুনিয়া গুরুর শিষ্য হইলেন, এবং সেইখানে তাঁহাকে রাখিয়া সেবা করিবেন বলিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন। নানক কহিলেন, "তুমি এই স্থানে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ কর; ক্ষুধিত তৃষিতেরা অন্ন জল পাইবে, বস্ত্রহীনেরা বস্ত্র পাইবে এবং তথায় ধর্ম্ম ও সৎপ্রসঙ্গ এবং গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন হইবে। লোকেরা তথায় গিয়া পরলোকের সম্বল করিবে।" এই বলিয়া গুরুজী রাজা মধুরবাণীর রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন।

ব্রহ্মপুর হইতে গুরু নানক পর্ব্বতোপরি এক দেশে গমন করিলেন।

---

* এক ভাণ্ডারা নামকা ইত্যাদি—রাগ বিলাবল মহলা। ১।

ইহা রাক্ষসের রাজ্য। লোক সকল এমনি অজ্ঞান পশুসম রাক্ষসপ্রকৃতি যে, তাহাদিগকে দেখিলে বিষম ভয় হয়। নগরবাসী ও তাহাদের রাজা প্রথমে সশিষ্য গুরু নানককে দেখিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু ক্রমে তাহাদিগের এমনি পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, তাহাদিগের রাজা এবং অপরাপর অনেকে হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিল, ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া গেল, তাহাদিগের রাক্ষসস্বভাব ও হিংসাপ্রবৃত্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল, তাহারা দেবতাসম হইয়া উঠিল। মর্দ্দানা এই ব্যাপার দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজী, এখানে একি অপূর্ব্ব ও অলৌকিক ব্যাপার হইল? ইহা যে কল্পনার অতীত, এ যে বনের পশু ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ দেবতা হইয়া গেল।" নানক উত্তর করিলেন, "মর্দ্দানা, তুমি চুপ করিয়া প্রভুর লীলা দেখ, তিনি কি করেন তাহার সাক্ষী হও।"

গুরুনানক এই পর্ব্বতের উপর ক্রমে আরোহণ করিলেন.এই পর্ব্বত সম্ভবতঃ হিমাচল হইবে। তিনি এরূপ একটি স্থানে উপনীত হইলেন,যথায় তপস্বীদিগের একটী মণ্ডলী মধ্যে তপস্বীগণ তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। যে সময়ে গুরুনানক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ধরাতলে প্রকৃত ধর্ম্ম ও ভক্তির এরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল যে, যাঁহারা উচ্চতম সাধক বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারাও কল্পিত ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রোল্লিখিত নির্জ্জীব বিধিসকলের অনুসরণ দ্বারা বিপথগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উচ্চতম ধর্ম্মসাধনাও অসার বালকত্বে পরিণত হইয়াছিল। এই পর্ব্বতবাসী সাধুমণ্ডলীর আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তার প্রতি দৃষ্টি করিলে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা নানককে দেখিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ কি আরম্ভ করিবেন? তাঁহারা যোগ ভক্তি প্রভৃতি গম্ভীর তত্ত্বের কথা কিরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন? সে সমস্ত বিষয়ের সহিত তাঁহাদের কিছু মাত্র পরিচয় ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত অসার অলিক বিষয়কে তাঁহারা উচ্চ ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন, তৎসম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আবরণ কি? আকাশের চাবি কোথায়? তারাগণ পদার্থ কি? আকাশের মধ্যে যে সকল দেবতা বাস করেন, তাঁহাদের সংখ্যা কত? ইত্যাদি প্রকার প্রসঙ্গ তাঁহারা আরম্ভ করিলেন। ধৌতি, নেতি, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, এই সমস্ত মন্ত্রসাধনেই তাঁহারা সময়ক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা কেহ জড়ের ন্যায় একস্থানে পড়িয়া থাকিতেন, কেহ

জলস্পর্শপূর্ব্বক গাত্রধৌতকরণকে পাষণ্ডতা জ্ঞান করিতেন এবং শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন ও অলৌকিক শক্তিলাভ মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় মনে করিতেন। ঈশ্বরনাথ, সিদ্ধনাথ, গোপীনাথ, চর্পটনাথ, ভঙ্গহরি, এই কয়জনের সহিত নানকের কথোপকথন হইয়াছিল। সিদ্ধনাথ ইহঁাদিগের মধ্যে প্রধান। তিনি নানককে বলিলেন, "হে বালক, তুমি অল্প বয়সে কেন গৃহত্যাগী হইয়াছ? তুমি এই সময়ে আমাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর, এবং আমাদিগেরই অধীন সেবক হইয়া থাক। আমাদিগের মধ্যে কাহাকে তুমি মনোনীত কর?" নানক উত্তর করিলেন, "হে তপস্বী, তোমাদের সকলকেই সাতটি করিয়া প্রেত ঘুরাইতেছে। যত ক্ষণ তোমরা এই প্রেতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইবে, বৃথা ধর্ম্মের ভাণ করিও না।" সিদ্ধনাথ অনেক ধন রত্ন নানকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। নানক তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। জন্মসাক্ষী গ্রন্থে এই স্থলে অনেক গুলি অলৌকিক ঘটনার বিষয় বর্ণনা আছে।

গুরু নানক বালা ও মর্দানা সহ ক্রমে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে গিয়া তাঁহারা দেখেন, একদল যোগী সাধন করিতেছেন। গুরু গোরখ নাথ এই দলের নেতা। কথিত আছে, নানক এই স্থানে একটি শুষ্ক বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন, তিনি বসিবামাত্র শুষ্ক বৃক্ষ হরিদ্বর্ণ হইয়া ও ফলফুলে শোভিত হইয়া উঠিল। গোরখ নাথ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "হে বালক, তোমার রূপ মনোহর ও তোমার স্বভাব দেখিতেছি দয়াতে পরিপূর্ণ। তুমি এই অল্প বয়সে কি দুঃখে সংসার ছাড়িয়াছ, তোমার গুরু কে? যদি সংসার বৈরাগ্য সহকারে পরিত্যাগ করিয়াছ, তবে এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া যোগ সাধন কর; মুদ্রা পরিধান কর। তোমার কি কোন প্রকার অলৌকিক শক্তি আছে? যোগ সাধন করিলে শরীর স্থির হয়, নব নিধি ও অষ্টাদশ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যখন যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই করিতে পারিবে, সমস্ত প্রকৃতি তোমার বশীভূত হইবে।" নানক উত্তর করিলেন, "হে নাথজী, আমি গরিব, কোন প্রকার অলৌকিক শক্তি ধারণ করি না, সকল শক্তি ঈশ্বরের। শরীরকে বশ করিলে এবং সিদ্ধি লাভ করিলে কি

উপকার হইবে? যিনি দেবতরুসদৃশ গুরু, সেই ব্রহ্ম নিরন্তর কৃপা করিয়া আমার হৃদয়ে জাগিতেছেন, আমার মন তাঁহার চরণামৃতপানে মত্ত হইতেছে, মনুষ্যের নিকট পূজা পাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।" যোগী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "হে বালক, তোমার যোগীর বেশ ধারণ না করিলে কিছুই হইবে না। অঙ্গে ভস্ম লেপন এবং ছিন্ন কন্থা ধারণ, মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি যে সমস্ত রীতি পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে, সে সমস্ত তোমায় অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা তুমি কি প্রকারে যোগী হইবে?" নানক একটি শব্দ * দ্বারা উত্তর করিলেন যে, "ছিন্ন কন্থায় যোগ হয় না, দণ্ডধারণেও যোগ হয় না, শরীরে ভস্ম লেপন করিলেও যোগ হয় না, মস্তকমুণ্ডনেও যোগ হয় না, শিঙ্গা বাজাইলেও যোগ হয় না। এই পাপপূর্ণ সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিলেই যোগী হওয়া যায়। অনেক বাক্য বলিলে যোগ হয় না, সংসারে সমুদায় যিনি সমদৃষ্টিতে দেখেন তাঁহাকেই যোগী কহা যায়। বাহিরে মশান বা সমাধিস্থানে নিমীলিত নেত্রে বসিলে যোগ হয় না, দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিলেও যোগ হয় না, তীর্থপর্য্যটনেও যোগ হয় না, কেবল এই পাপপূর্ণ সংসারে নিষ্পাপ থাকিলেই যোগ হয়। সদ্‌গুরু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইলে সহজে যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্তরের নির্ঝর সহজে ঝরিতে থাকে এবং মনের ভিতর ধূনি আপনাপনি জ্বলিতে থাকে। নানক কহেন, হে যোগী, এমনি সাধন করিবে যে সংসারে জীবিত মৃতের-ন্যায় অবস্থিতি করা যায়। না বাজাইলেও যে শিঙ্গা নিরন্তর বাজে তাহার শব্দ অন্তরে শুনিয়া নির্ভয় হইবে। এই পাপপূর্ণ সংসারে নির্লিপ্ত থাকিলে যোগ প্রাপ্ত হইবে।" গোরখ নাথ কহিলেন, "তুমি যদি যোগী হইয়াছ তবে সংসারীর মত কেন সংসারে অবস্থিতি করিতেছ?" নানক উত্তর করিলেন, "পানিকৌড়ী পক্ষী যেরূপ জলমধ্যে বাস করে, অথচ জল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। আমি সংসারে আছি বটে, কিন্তু সংসার আমাকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে না।" কথিত আছে, এই সময়ে নানকের বিশেষ প্রত্যাদেশ হইল। তিনি এই বাণী শ্রবণ করিলেন যে, "নানক, তুমি চিন্তা করিও না, তোমার রসনায় আমি অবতীর্ণ

* যোগ না খিন্থা যোগ না ডাণ্ডা—ইত্যাদি, রাগ সুহী মহাল্লা ১।

হইয়া যাহা সত্য ও আমার ইচ্ছাসঙ্গত তাহাই বলিয়া দিব, তোমার রসনায় আমি আবির্ভূত থাকিব।" গোরখ নাথ নানকের সহিত প্রসঙ্গ করিতে চাহিলে খুব সৎ প্রসঙ্গ হইল। গুরু গোরখ নাথ নানকের সহিত এই সময় যে প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগোষ্ঠনামক গ্রন্থ মধ্যে তাহা উল্লিখিত আছে। সিদ্ধগোষ্ঠ আদি গ্রন্থের অন্তর্গত, শিখগণ ইহা অতি ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

মর্দ্দানার দ্বিতীয়বার পরীক্ষা।

নানক উক্ত যোগিমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে মহাভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মর্দ্দানার আবার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত ক্রোধ, নিরাশা ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া নানককে কহিলেন যে, "আপনি আমাকে এ কোথায় আনিলেন, এখানে জনমানবের গন্ধমাত্র নাই। বন্য জন্তু ও পশু-পক্ষীও বিরল। আমাকে কি আপনি প্রাণে বধ করিবেন? এখানে আহার্য্য সামগ্রী নাই, আত্মীয়বর্গ নাই, আমি আপনার সহিত আর অগ্রসর হইব না, এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।" নানক বলিলেন, "মর্দ্দানা, প্রভু স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া যাইতেছেন, তুমি কি তাহা দেখিতেছ না? তুমি বার বার ওরূপ চঞ্চল হইও না, স্থির হইয়া চল এখানে পশ্চাদ্গমনেরও আর উপায় নাই। পশ্চাতে মহারাক্ষস বাস করে, তোমাকে এখনি গ্রাস করিয়া ফেলিবে।" মর্দ্দানার মন একেবারে বিকৃত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি গুরুর একান্ত নিষেধ বাক্য না শুনিয়া গুরুবিমুখ হইয়া অল্প দূর আসিতে না আসিতে এক প্রকাণ্ড রাক্ষস নয়নপথে পতিত হইল। রাক্ষসের আকার প্রকার অতি ভয়ানক। দুই ক্রোশ ব্যাপী তাহার শরীর এবং তদনুরূপ হস্ত ও পদ; মস্তক ও মুখ করাল। রাক্ষস মর্দ্দানাকে দেখিবামাত্র উদরসাৎ করিল।* জন্মসাক্ষীতে লিখিত আছে যে, অপরাপর যে সমস্ত মনুষ্য জীব জন্তু রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহারা তাহার ভীষণ উদরে প্রবিষ্ট হইতে না হইতে পরিপাক হইয়াছিল, কিন্তু মর্দ্দানাকে উদরস্থ করিয়া রাক্ষস তাঁহাকে

পরিপাক করিয়া উঠিতে পারিল না। মর্দ্দানা নানকের চিরদাস, রাক্ষসের উদররূপ মহাবিপদে পড়িয়া তাঁহার চিত্তবিকার চলিয়া গেল, সেই সঙ্কট অবস্থা হইতে মর্দ্দানা গুরুকে প্রাণপণে স্মরণ এবং অত্যন্ত অনুতাপ ও ব্যাকুলতা সহকারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোথায় গুরু বিপৎকালে রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি নানকের নিকট উপস্থিত হইল। নানক বালাকে বলিলেন, "বালা, আবার মর্দ্দানা বিপদে পড়িয়া আমাকে ডাকিতেছে, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, সে নিশ্চয়ই সেই রাক্ষস দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আমি আর এখানে থাকিতে পারি না।" এই বলিয়া নানক একেবারে আপন ভক্তের নিকট সেই রাক্ষসের উদর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নানক রাক্ষসের উদরে প্রবেশ করিলে রাক্ষস আর তাঁহার ভার সহ্য করিতে পারিল না, সে কাতর হইয়া উঠিল, এবং দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। নানক আপন ভক্ত মর্দ্দানাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন। মর্দ্দানার চৈতন্য হইল এবং বার বার নানকের পদতলে পতিত হইয়া আপনার অসারতা স্বীকারপূর্ব্বক গুরুর অপূর্ব্ব শক্তির স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা এই ঘটনাটী অবিকল ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, আমরা তাঁহাদিগকে অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না, আমাদিগের নিকট ইহা একটী অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা বলিয়া বোধ হয়। মর্দ্দানা নিশ্চয় পথে কোন প্রলোভনের পদার্থ দেখিয়া ওরূপ একেবারে বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। পথে আসিতে আসিতে কোন নরনারীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। অমনি যখন আসিয়াই বনই তিনি অরণ্যেজনশূন্য গম্ভীর নিস্তব্ধতা মধ্যে পতিত হইলেন এবং তন্মধ্যস্থিত বন্য জন্তুর ভয়ে ভীত হইতে লাগিলেন, তত্রই তাঁহার মন বিকল হইয়া উঠিল। তিনি সেই প্রলোভনের বস্তুর সেবায় সুখসম্ভোগ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন আর কাহার কথা না শুনিয়া প্রবলবেগে সেই প্রলোভনের বস্তু সম্ভোগের জন্য সেই দিকে ধাবিত হইল। ঈশ্বরের পথ হইতে মনুষ্যকে যাহা বিচ্যুত করে, যে সমস্ত নর বা নারী ধর্ম্মের বিরোধী, তাহারাই হিন্দুশাস্ত্রে রাক্ষস বলিয়া উল্লিখিত এবং যত দূর সম্ভব তাহার আকার প্রকার ভীষণ

বলিয়া বর্ণিত। মর্দ্দানা পশ্চাদ্গমন করিয়া যখনই সেই রাক্ষসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন, তখনই তাহার উদরসাৎ হইলেন। যাঁহারা পূর্ব্ব জীবনে এক বার ধর্ম্ম ও পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পাপ প্রলোভনের হস্তে পতিত হওয়া ও অন্য লোকের তাহাতে আসক্ত হওয়া, এ দুইয়েতে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীর লোকেরা পাপ প্রলোভনে পতিত হইয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করত কালাতিপাত করে, কিন্তু যাহাদের পূর্ব্ব জীবনে পুণ্য ও ধর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহারা অল্পক্ষণ পরেই চৈতন্য লাভ করিয়া সে পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিরে আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা সে রাক্ষসের উদরে পরিপাক পায় না, অল্প ক্ষণ পরেই তাহাদিগের সঞ্চিত গূঢ় পুণ্য অনুতাপ আনয়ন করে। মর্দ্দানা এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি রাক্ষসের উদরে প্রবিষ্ট হইয়াও পরিপাক হইবার নহেন। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের পুণ্য শান্তির কথা যতই স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল, ততই তিনি অত্যন্ত অনুতাপ সহকারে প্রবলবেগে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত গুরু নানক দেশকালের অতীত ; উহা সেই চিন্ময় শক্তি—সেই ব্রহ্মখণ্ড, যাহা বিধানশক্তি—প্রেমপুণ্যশক্তি—স্বরূপে পঞ্জাব প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া সহস্র সহস্র জীবকে পাপ ও মৃত্যু হইতে পুণ্য ও অমৃতেতে লইয়া গিয়াছে। মর্দ্দানার মন যখনই বিকল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই তাহা এই শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল ; কিন্তু রাক্ষসের উদরে থাকিয়া যখনই অনুতাপ ও ক্রন্দন সহকারে প্রবলবেগে প্রার্থনা করিতে লাগিল, অমনি তন্মধ্যে আবার এক মাত্র আশা ভরসা জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শান্তির আকর নানকশক্তি তাড়িতশক্তির ন্যায় আসিয়া আবির্ভূত হইল। যখন মর্দ্দানা এই স্বর্গীয় শক্তিপূর্ণ হইয়া আবার গুরুর সহিত যোগযুক্ত হইলেন, তখন সাধ্য কি যে সেই রাক্ষসের উদর সেই অদ্ভুত শক্তির ভার এক মুহূর্ত্ত বহন করিয়া রাখিতে পারে? রাক্ষস কাতর হইয়া উঠিল। যে শক্তি প্রভাবে কালীয়দমন হইয়াছিল, শয়তানের মস্তক চূর্ণ হইয়াছিল, মার রাক্ষস পরাস্ত হইয়াছিল, সেই শক্তির প্রভাবে উদ্বিগ্নচিত্ত রাক্ষস ভক্ত মর্দ্দানাকে গ্রাস করিতে গিয়া নিজে পরাস্ত ও নিহত হইল।

গুরু নানকের মক্কা ভ্রমণ।

গুরু নানক, মর্দ্দানা ও ভাই বালা ক্রমে সমুদ্র পার হইয়া একটি দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম সুবর্ণপুর। এই স্থানের মৃত্তিকা, অট্টালিকা, মনুষ্যদিগের ব্যবহারের সামগ্রী সমস্ত স্বর্ণময়। সমস্ত পদার্থ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত। এখানে অতিথি উপস্থিত হইলে নগরবাসীরা তাঁহাকে যত্নের সহিত আহার পান করান, কিন্তু কেহ কাহার নিকট কোন বস্তুর মূল্য গ্রহণ করেন না। সকলে পরস্পরের সেবা করে, পরস্পরের অভাব মোচন করে, প্রেমই এই স্থানের রাজা, প্রেমেতেই সমস্ত ব্যাপার চলিয়া থাকে। কমল-নয়ন এখানকার রাজার নাম। মর্দ্দানা এই গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গ্রামবাসীরা তাঁহাকে উত্তমরূপ আহার করাইল। গুরু নানক ও ভাই বালা প্রান্তরে অবস্থিতি করিলেন। এই গ্রামে কিছু কাল তাঁহাদের অবস্থিতি হইল। কথিত আছে, বায়ুভরে আকাশমার্গে তাঁহারা সেথানে গমনাগমন করিতেন *।

এই স্থান হইতে তাঁহারা মক্কাধামে উপনীত হইলেন। মক্কাধাম মুসলমানদিগের মহাতীর্থ। মর্দ্দানা মুসলমানবংশোদ্ভব, স্বভাবতই তাঁহার মক্কার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কাবা মন্দির দর্শন করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। নানক মর্দ্দানাকে কহিলেন, "মর্দ্দানা কি দেখিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ। এখানে সকলি ভস্মসদৃশ অসার ব্যাপার। ধর্ম্ম ভক্তি প্রভৃতি কিছুই এখানে নাই। ইহা পৌত্তলিকতার নিগড় হইয়া উঠিয়াছে।" মর্দ্দানা তথাচ ব্যাকুল হইয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কথিত আছে যে, মুসলমানগণ ইহার মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তরের পূজা ও বন্দনা করিয়া থাকে, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া নিরাশ চিত্তে গুরু

---

* গুরু নানক কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছিলেন তাহা এখন ঠিক অবধারণ করা অত্যন্ত কঠিন ; কিন্তু এইরূপ অনুমান হয় যে, হিমাচলস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশ দিয়া তিনি একেবারে আরবসাগরের উপকূলে উত্তীর্ণ হন। সাগরপারে সুবর্ণপুরী, ইহা এ দেশে তৎকালে লোকদিগের মধ্যে বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস অনুসারে সুবর্ণপুরের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঘটনাগুলি কাল সম্বন্ধে পর পর লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

নানককে অবগত করিলেন। নানক কহিলেন, "তীর্থস্থান ধর্ম্মহীন নির্জ্জীব হইলে তাহা পৌত্তলিকতার আধার হইয়া পড়ে।" এই মক্কায় অনেক মুসলমানের সহিত নানকের ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদিগের যেরূপ কুসংস্কার, পৌরোহিত্যের দম্ভ এবং ধর্ম্মান্ধতা তাহাতে তাঁহার কথা তাহাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।

মক্কা হইতে তাঁহারা মুসলমানদিগের অপর মহাতীর্থ মদিনায় গমন করিলেন। মদিনায়ও ধর্ম্মান্ধতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই স্থানে মোহম্মদের সমাধি আছে। গুরু নানক একেবারে সেই সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং সমাধির দিকে পদদ্বয় রাখিয়া রজনীতে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। রজনী কিয়ৎকাল গত হইতে না হইতে কয়েক জন মুসলমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইল, এবং পবিত্র সমাধির প্রতি নানকের ঈদৃশ অবজ্ঞার ভাব দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই কোথাকার কাফের, তুই আসিয়া এই পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করিতেছিস?" কেহ বলিতে লাগিল, উহাকে এখনই মারিয়া ফেল, কেহ বা সক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, উহাকে এখনই দূর করিয়া দেও, কেহ বা নানকের পদদ্বয় কাটিয়া দিবার পরামর্শ দিতে লাগিল। গুরু নানক তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে মুল্লা, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। ঈশ্বরের পবিত্র আবাসের দিকে আমি পদদ্বয় রাখিয়া অপরাধী হইয়াছি তোমরা বলিতেছ। আমার একটী কথা শ্রবণ কর, যে দিকে ঈশ্বরের আবাস নাই সেই দিকে আমার পদদ্বয় রক্ষা কর।" এই কথা শুনিবামাত্র মুল্লাগণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোন কোন জন্মসাক্ষী গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, মুল্লাগণ নানকের পদদ্বয় লইয়া যে দিকে ঘুরাইয়া দিল, সেই দিকেই সেই সমাধি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া তাহারা পদদ্বয় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে তাহারা বলিল, "এ পবিত্র স্থান তুমি কি জান না? তুমি এখান হইতে দূর হও।"

নানক একটি শব্দ দ্বারা * উত্তর করিলেন "মনুষ্যগণ অনেক প্রকার

---

* মোকাম কর ঘর বৈসনা ইত্যাদি। শ্রীরাগ মহল্লা ১।

পবিত্র স্থান কল্পনা করিয়া বসিয়া থাকে। যোগী আসন করে, মুল্লা মোসদ নির্ম্মাণ করে, পুথি লইয়া পণ্ডিত পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করে; এবং সিদ্ধ, পীর, পবিত্র স্থান সকলেই মানিয়া থাকে। কিন্তু, হে মুল্লা, তুমি নিশ্চয় জানিও যে পবিত্র স্থান কেবল একটি আছে। যেখানে ভগবানের আবির্ভাব হয় তাহাই পবিত্র স্থান। তুমি সেই রূপ পবিত্র স্থানে সন্তোষ সহ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক। তাহাই পবিত্র তীর্থ, তোমার সমস্ত দুঃখ সেখানে দূর হইবে। জল স্থল ও অন্তরীক্ষে সেই ভগবান্ বাস করেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হন। তিনিই আল্লা, তিনিই অসীম, তিনিই অগম্য, তিনিই দয়াময়। সমস্ত জগৎ সেই দয়াময়েরই তীর্থ স্থান, পৃথিবী ও স্বর্গ তাঁহারই আদেশ বহন করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, লক্ষ লক্ষ তারকা ও আর আর সকলে নিশি দিন তাঁহার আদেশে চলিতেছে, কেবল সেই সত্যস্বরূপেরই আবির্ভাবে স্থান সকল পবিত্র হয়।" এই কথা শুনিবামাত্র মুল্লাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি কাফের তুই আল্লাকে জানিস না, তাহার রসুলকে মানিস না, নমাজ, রোজা করিস্ না? তুই এখনই এ স্থান হইতে চলিয়া যা, নতুবা তোকে আমরা এখনই বধ করিব।" নানক উত্তর করিলেন, * "সেই অগম্য আল্লা খোদার দাস হও, সংসারের চিন্তা ত্যাগ কর, বিশ্বাসকে নমাজের আসন কর। দেহকে মসজিদ এবং মনকে মৌলানা কর, ঈশ্বরের আদেশই তোমার ধর্ম্মনীতি হউক, কোরাণ তোমার মনের মধ্যেই অবতীর্ণ হউক, ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত কর। মনের মধ্যে স্বর্গ, পীর ও ঈশ্বরের বাণী জাগ্রৎ কর। যে সত্যকে উপার্জ্জন করে সেই কাজি, হৃদয়কে যে পবিত্র করে সেই হাজি, প্রভুর আদেশ যে পালন করে, সেই মুল্লা।" গুরু নানক এই রূপ প্রসঙ্গ করিলে মুল্লাদিগের মধ্যে কাহার কাহার হৃদয়ে জ্ঞানের উদয় হইল।

মক্কা হইতে প্রত্যাগত হইয়া গুরু নানক মর্দ্দানা ও বালা সহ তলবতী আসিয়া উপনীত হইলেন। নানকের ভগিনী নানকী গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তুলসীনামক দাস দূর হইতে নানককে দেখিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া নানকীকে সংবাদ দিল। নানকী অত্যন্ত ব্যস্ত ও আনন্দিত হইয়া ভ্রাতাকে

* আল্লা অগম খুদাই বান্দ ইত্যাদি,—মারু রাগ, মহল্লা। ১।

দর্শন করিয়া একেবারে তাঁহার পদতলে অবলুণ্ঠিত হইলেন, এবং আনন্দে কথা কহিতে অসক্ত হইলেন। নানক গৃহের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, নানকী নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া নানককে বার বার দেখাইতে লাগিলেন, চারিদিকে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। অল্প ক্ষণ পরেই নানক বলিলেন, ভগিনী আমি আর তোমার গৃহে অধিক ক্ষণ থাকিব না, আমি এখনই বিদায় হইব। নানকী এবং গৃহের অপরাপর সকলে এই কথায় অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভগ্নহৃদয় হইয়া গেলেন, এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, এত দিনের পর এক বার যদি দিগ্‌দিগন্তর হইতে আসিয়া দেখা দিলে, তবে এত শীঘ্র বিদায় লইবার প্রস্তাব অপেক্ষা আর নিদারুণ কথা কি হইতে পারে? নানক উত্তর করিলেন, "প্রভুর এখন এই রূপই ইচ্ছা জানিবে, আমি আর কি করিতে পারি।" নানকী নানকের নিতান্ত বিশ্বাসী ভগিনী ছিলেন, তিনি এ কথা শুনিয়া আর উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু চিরবিশ্বাসী দাস বালা উত্তর করিলেন, "গুরুজী, এ বাস্তবিকই নিদারুণ কথা। এত শীঘ্র যাইবার প্রস্তাব করায় আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি, আমার কোন ক্রমে ইহাঁদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, আপনি অন্ততঃ এই রাত্রিটা এখানে অবস্থিতি করিয়া সকলের আনন্দ বৰ্দ্ধন করুন, ইহাই আমার নিবেদন।" গুরু নানক অবশেষে বালার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন। তিনি নানকীকে বলিলেন, "ভগিনী, তোমার সস্নেহ রন্ধনের কোন আহার্য্য সামগ্রী কি গৃহে প্রস্তুত আছে? তুমি কিছু মর্দ্দানাকে আহার করিতে দেও, সে ক্ষুধা সংবরণ করিতে একেবারে পারে না।" নানকী অবিলম্বে কিছু মিষ্টান্ন ও আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করিলেন, তিন জনে তাহা ভোজন করিয়া পরম সুখে বিশ্বাসী ভগিনীর স্নেহসুখ অনুভব করিতে করিতে সে রজনী তথায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আবার গমন করিলেন।

গুরু নানকের যোগীদিগের সহিত সৎপ্রসঙ্গ ও ব্রহ্মদর্শন।

গুরু নানক তলবন্তী হইতে আবার পার্ব্বতীয় প্রদেশে গমন করিলেন। যোগী সাধক ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের পক্ষে পর্ব্বত অত্যন্ত আকর্ষণের স্থান। এখানে যোগী ও তপস্বিমণ্ডলী বাস করেন এবং নিয়ত সৎপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মসাধন হইয়া থাকে। তিনি ক্রমে পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কত স্থানে কত যোগি যোগবৈরাগ্যসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুমেরুনামক পর্ব্বতশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।' এখানে একটী প্রকাণ্ড যোগিমণ্ডলী অবস্থিতি করিত। গোরখনাথ ইহার নেতা। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক, যেরূপ ব্যাস এক জন ঋষি বুঝায় না, অনেক ঋষিই ব্যাসনামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ গোরখনাথনামে অনেক সিদ্ধ যোগী আখ্যাত হইতেন। বোধ হয় যোগীদিগের মধ্যে যিনি উচ্চ ভাবাপন্ন হইতেন, তিনিই গোরখনাথ বলিয়া পরিচিত হইতেন। গুরু নানক এই যোগিদলে আসিয়া এক এক করিয়া সকল যোগীদিগের সহিত বিচার ও প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সকলে নিরস্ত হইলে যোগীদিগের দলপতি গোরখ আসিয়া নানকের সহিত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তিনি নানকের অসাধারণ ভাব ও শক্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, "হে বালক, তুমি আমার শিষ্যত্ব স্বীকার কর, মুদ্রা পরিধান কর, কন্থা ধারণ করিয়া বৈরাগী হও, বিভূতি অঙ্গে মাখ, দণ্ড ধারণ কর, এবং এ পথের অপরাপর বিধি পালন কর, তোমার যেরূপ স্বাভাবিক শক্তি, তাহাতে তুমি শীঘ্রই অপরাপর সকল যোগীর নেতা হইবে, ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করিয়া যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই করিতে পারিবে।" নানক জপজীর প্রসিদ্ধ একটি শ্লোক * দ্বারা বলিলেন, "হে নাথজী, সন্তোষই আমার মুদ্রা, লজ্জা আমার ঝুলি, ধ্যানই আমার বিভূতি। কালের কন্থা আমার যে কায়া, আমি তাহাই বহন করিয়া থাকি, বিশ্বাসই আমার দণ্ড। সেই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় যাহার অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়

* মুন্দা সন্তোখ ইত্যাদি—

এবং মনকে জয় করিলেই জগৎকে জয় করা যায়। নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার, তিনি আদি, তিনি অনন্ত, তিনি অনাদি, যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ। জ্ঞানই তোমা বস্তু, দয়াই আমার নিকট সদাব্রত, আমি ঘটে ঘটে ব্রহ্মনাদ শুনিতেছি। তাঁহাকে কেহ দেখে না, তিনি সকলকে দেখেন ইহাই আশ্চর্য্য কথা।" এই কথা গুরু নানক বলিলে গোরখনাথ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

নানক তথা হইতে বিহারশৃঙ্গে উপনীত হইলেন। এখানে দত্তাত্রেয় নামক পরমযোগী বাস করিতেন। কথিত আছে, দত্তাত্রেয়কে পর্ব্বতস্থ যোগিগণ গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। তিনি অজাগরের ন্যায় দিবানিশি শয়ন করিয়াই থাকিতেন, সর্ব্বদাই একান্তচিত্তে অবস্থিতি করিতেন। নানক আসিয়া ইঁহার সহিত অনেক প্রসঙ্গ করিলেন। অবশেষে দত্তাত্রেয় বলিলেন, "নানক তপস্বী, তুমি যে নিরঞ্জন পুরুষের কথা বলিতেছ, তিনি কিরূপ তাঁহার রূপ কেমন? তুমি কি তাঁহাকে কখন দেখিয়াছ? তুমি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ, বেদ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার কথা বলে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।" নানক উত্তর করিলেন, "তাঁহার রূপের কথা কি বলিব তাহা বর্ণনাতীত। অসংখ্য লাল রঙ্গ একত্র করিলে তাঁহার মূর্ত্তির লাল রঙ্গের সহিত তুলনা হয় না, অসংখ্য সবুজ বর্ণ একত্র হইলে তাঁহার তণুঁ রঙ্গের মত হয় না। সে রূপ সহস্র সুবর্ণের রূপকে পরাস্ত করে। অসংখ্য হীরক ও মুক্তা তাঁহার চরণে এবং অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্যসম তাঁহার দুই চক্ষু, তাঁহার দন্তের শোভা অসংখ্য মণিমাণিক্যকে পরাস্ত করে, তাঁহাকে দর্শন করিলে মন চমকিত হইয়া যায়। নানক কহেন, সেই নিরঞ্জন পুরুষ সর্ব্বদা আমার নিকটে, দিবা নিশি আমি তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি।" দত্তাত্রেয় নানকের জীবন্ত বাক্য শুনিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।

যোগিমণ্ডলীর সহিত একত্র হইয়া গুরু নানক প্রহ্লাদলোকে এবং তৎপরে ধ্রুবলোকে গমন করিয়া প্রহ্লাদ ও ধ্রুব ভক্তের সহিত সমাগম করেন। এসমস্ত বৃত্তান্ত অনেকে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত আছে, তাহার আলোকে সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ইহার এক প্রকার আশ্চর্য্য অর্থ আবিষ্কৃত হয়। যোগিমণ্ডলীর সহিত সৎপ্রসঙ্গে নানকের মনে যোগের ভাব অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি

পরলোকগত যোগীদিগের সহিত সমাগম করিবার জন্য আপনাপনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সাধুসমাগম একটী অপূর্ব্ব সাধনপ্রণালী। ইহা অবলম্বন করিলে মন আর স্থির থাকে না। যেমন যোগ ও ভক্তিসাধনে মত্ততার উদয় হয়, মত্ত হইয়া যোগ ভক্তির উচ্চ হইতে উচ্চতম সাধনে মন আপনাপনি গমন করে; সাধুসমাগমেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। এ পথের পথিক একেবারে আত্মহারা হইয়া সাধুদিগের আকর্ষণরূপ অমৃতপানে মত্ত হন এবং সেই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইয়া ইহলোক ও পরলোকের যোগী ও সিদ্ধগণকে এক করিয়া থাকেন। ক্রমে এক একটি করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবাপন্ন সাধুর সহিত সমাগম না করিয়া সাধক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে এই সমস্ত বৃত্তান্ত মধ্যে উপরিউক্ত গভীর সত্য উপলব্ধি হয়।

জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লিখিত আছে, সাধুসমাগম দ্বারা সতেজ ভাব ও সাধুতা লাভ করিয়া, গুরু নানক সত্যস্বরূপের শ্রীদরবারে একেবারে উপনীত হইলেন। এখানে স্বয়ং নিরাকার অনন্তদেব সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। কোটি কোটি ভক্ত এবং অবতার তাঁহার চতুর্দ্দিকে যোড় হস্তে দণ্ডায়মান, তাঁহারা নিরন্তর স্তব স্তুতি করিতেছেন। গুরু নানক এই অপূর্ব্ব স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি সেই সাধুদলে মিশিয়া সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। সত্যস্বরূপ নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নানক, তুমি আমার অমৃত নাম জগতে কত দূর প্রচার করিলে?" নানক উত্তর করিলেন, "হে প্রভু, তোমার আদেশে যত দূর পারিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া যত দূর করাইয়াছ, তত দূর তাহা প্রচারিত হইয়াছে।" গুরু নানক এই সময়ে সোদর নামক শব্দ * দ্বারা ভগবানের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "সে দ্বার কোথায়, সে ঘরই বা কোথায়, সর্ব্বাধার পরমেশ্বর যাহাতে বাস করিতে পারেন। অনেক তাঁহার মহিমার বাদ্য বাজিতেছে, অসংখ্য বাদ্যকর বাজাইতেছে। কত রাগে গীত হইতেছে, কত গায়ক গাইতেছে। তোমার মহিমা বায়ু জল ঋতুসকল এবং ধর্ম্মরাজ সকলে গান করিতেছেন। দেব দেবীগণও ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাসনে বসিয়া ইন্দ্র তোমার স্তব করিতেছেন। সাধুগণ

* সোদর কেহা সোঘর কেহা ইত্যাদি—আশা মহল্লা। ১।

এবং সিদ্ধগণ সমাধিমধ্যে বসিয়া তোমার মহিমা গাইতেছেন। যতী, সতী, ও সন্তোষিগণ বীরের ন্যায় তোমার নাম গান করিতেছেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্র পাঠদ্বারা এবং ঋষিগণ বেদ পাঠ করিয়া তোমার নাম গাইতেছেন। স্বর্গের দেবীগণ অপরূপ মনোমোহনরূপে তোমার নাম গাইতেছেন। আটষট্টি তীর্থ তোমার নাম গাইতেছে। মহাযোদ্ধা ও বীরগণ অপূর্ব্ব পরাক্রম ও রাজ্য বিস্তার করিয়া তোমারই মহিমা গান করিতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জ্যোতির্ম্ময় লোক সকল তোমারই মহিমা গাইতেছে। তিনিই তোমার নাম প্রকৃতরূপে গাইতেছেন, যিনি তোমায় ভক্তি করেন, এবং তোমার ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া থাকেন। আর কত লোকে তোমাকে গাইতেছেন আমার চিত্ত তাহা অনুভব করিতেও পারে না, গরিব নানক তাহার কি বিচার করিবে।" কথিত আছে, পরব্রহ্ম গুরু নানকের স্তুতিবাদ শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত বলিলেন, "নানক, আমি পৃথিবীতে চারি বেদ পাঠাইয়াছি, এক্ষণে আমি তোমার দ্বারা পঞ্জাবদেশে পঞ্চম বেদ প্রেরণ করিতেছি। যে ব্যক্তি তাহা ভক্তির সহিত পাঠ করিবে, সে উদ্ধার হইবে।" গুরু নানক নিরাকার ব্রহ্মকে প্রণাম করিলেন, এবং অবশেষে সেই সত্যস্বরূপের গৃহ হইতে বিদায় লইয়া আসিলেন।

গুরু নানকের সিংহলদ্বীপে প্রচার।

হিমাচল বিহার এবং নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া চারি দিকে ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অবশেষে তিনি কর্ত্তারপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার জন্য গৃহ অট্টালিকা প্রস্তুত ছিল, এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে, এই স্থানে তাঁহার পত্নী, সন্তানদ্বয় ও পরিবারবর্গ আনীত হইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার আর সন্ন্যাসী ফকীরের বেশ ছিল না। সংসার না ছাড়িলে অরণ্যবাসী হইয়া অঙ্গে ভস্ম না মাখিলে, ধর্ম্ম লাভ হয় না, সর্ব্বত্রই ইহা হিন্দু-জাতীয় সংস্কার, হিন্দুশাস্ত্রেও এইরূপ শিক্ষা ভূরি ভূরি দেখা যায়। জনক অম্বরিষ প্রভৃতি রাজাগণ, এবং অনেক সাধক সিদ্ধগণ সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্তের কথা শাস্ত্রে

এবং লোকপরম্পরা শুনা যায় বটে, কিন্তু সংসার ছাড়িয়া বনবাসী না হইলে উচ্চতম ধর্ম্মসাধন যে হয় না, ইহা হিন্দুজাতির বদ্ধমূল সংস্কার। এ দেশের অধিকাংশ ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করাচার্য্য; কবীর, রামানন্দ, গোরখনাথ এবং বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত সংসারত্যাগীর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। সংসারে থাকিলে যে, ধর্ম্মের উচ্চতম সাধন হয় না তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে লোকের মনে ইহাই প্রতীতি হইয়াছে। সমাজে থাকিয়া উহার সংস্কারের কার্য্য এবং উচ্চতম ধর্ম্ম একত্র সম্পন্ন হয় না, ইহা হিন্দুজাতির পুরাতন সংস্কার। গুরু নানক পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকদের ভাবের পূর্ণাবয়বতা নিষ্পাদন করিয়া ধর্ম্মের নামে কেবল একটি সামান্য পরিবার স্থাপন নহে, কিন্তু একটি বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার জীবনের গতি যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধক ও মহাজনগণ হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি সংসারে থাকিয়া পারিবারিক কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক ভারতবর্ষে একটি অভিনব ধর্ম্মপথ প্রবর্ত্তিত করিলেন। অগ্নি বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকিবার নহে। যদিও নানক গৃহ পরিবার মধ্যে বাস করিতেন, তথাচ তাঁহার অন্তরস্থিত ধর্ম্মভাব আপনাপনি লোকদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

কর্ত্তারপুরে নানকের অবস্থিতিকালে ধর্ম্মের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, ধর্ম্মপিপাসু লোক সকল দলে দলে তথায় আসিয়া একত্রিত হইল। সৎপ্রসঙ্গ হরিগুণ কীর্ত্তন নিরন্তর চলিল। কত কঠোর কুটিল পাপী উদ্ধার হইয়া গেল। আকাশবিহারী পক্ষী একটি সামান্য পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবে কেন? বিস্তীর্ণ পৃথিবীর জন্য নানক আহূত ছিলেন, অল্প দিন কর্ত্তারপুরে থাকিয়া আবার ভগবানের উত্তেজনায় তিনি বালা ও মর্দ্দানাকে লইয়া প্রচার-যাত্রায় বহির্গত হইলেন। জন্মসাক্ষিগ্রন্থে যেরূপে লিখিত আছে তাহাতে সকল সময়ে ইহার ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধে সত্যতার স্থিরনিশ্চয় হওয়া সুকঠিন। কথিত আছে, এই সময় গুরু নানক লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। যত গুলি নানকের জীবনবৃত্তান্ত গ্রন্থ আছে, উহারা সকলেই যে কেবল একবাক্য হইয়া উপরিউক্ত ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহা নহে, শিখদিগের ইহা বদ্ধমূল সংস্কার যে তাহাদিগের গুরু লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম্মের বিজয়নিশান উড়াইয়া আসিয়াছেন। কথিত আছে যে, বালা সমুদ্রতটে আসিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ

দেখিয়া ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, "গুরুজী, কি প্রকারে এ তরঙ্গপূর্ণসাগর আমরা উত্তীর্ণ হইব?" নানক উত্তর করিলেন, 'বালা, ভীত হইও না। ভগবানের সত্যনামরূপ মহামন্ত্র ভক্তির সহিত উচ্চারণ কর। এ তো সামান্য সমুদ্র, এ মন্ত্র উচ্চারণে ভয়ানক ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" তাঁহারা এই নাম উচ্চারণ করিয়া সমুদ্রপারে গমন করিলেন।

কি প্রকারে গুরু নানক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন তাহার বিশেষ বিবরণ বুঝা সুকঠিন। জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লিখিত আছে, যোগপ্রভাবে নানকের আকাশমার্গে গমনাগমনের ক্ষমতা হইয়াছিল, তিনি বালা ও মর্দানা সমভিব্যাহারে আকাশ দিয়া লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। যখন নানক লঙ্কায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, তখন শিবনাভ নামে তথায় রাজা ছিলেন। লঙ্কায় এরূপ একটি প্রকাণ্ড উদ্যান ছিল, যাহার বৃক্ষ সকল বার বৎসর হইল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, গুরু নানক এই উদ্যানে আসিয়া উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে, তিনি পদার্পণ করিবামাত্র সেই নিতান্ত শুষ্ক উদ্যান হরিদ্বর্ণ ও সরস হইয়া গেল, বৃক্ষ লতা সমস্তই ফল ফুলে ভূষিত হইয়া যেন হাসিতে লাগিল,চারি দিকে আশ্চর্য্য শোভা হইয়া উঠিল। নিকটস্থ লোক সকল এই অলৌকিক ব্যাপারে অবাক্ হইয়া উদ্যানাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। উদ্যানাধ্যক্ষ এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে বিমোহিত হইল, এবং যে সাধু সন্তের কৃপায় এ অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দৌড়িয়া রাজার নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল।

রাজা প্রথমে সংবাদ পাইয়া কয়েক জন যুবতী সুন্দরী বারাঙ্গনাকে সাধুর নিকট পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠাইলেন। বারবনিতাগণ অত্যন্ত রূপবতী ও সুসজ্জিতা ছিল, তাহারা বিবিধ উপায়ে নানককে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। নানক তাহাদিগকে পবিত্র সদয়নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের অঙ্গভঙ্গী এবং অন্তরের ভয়ানক দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দয়া হইল, তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। তাহারাও নানকের পবিত্র সুকোমল দৃষ্টিজালে জড়িত হইয়া পড়িল। তাহাদিগের চিত্ত নরক হইতে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট হইল। শিখধর্ম্মশাস্ত্রে সাধুদর্শনের ফল এইরূপ ব্যাখ্যাত আছে যে;

সাধুদর্শনে মহাপাপী তরিয়া যায়, সাধুর দৃষ্টিতে অমৃত বৃষ্টি হয়, সাধুর কৃপায় ভগবৎকৃপা লাভ হয়। বর্ত্তমান ঘটনায় ঐ বাক্যই সপ্রমাণিত হইল, কেন না উপরিউক্ত বারবিলাসিনীগণ নানকের অলৌকিক ভাব দেখিয়া এবং সুকোমল কথা শুনিয়া পরাস্ত হইয়া পড়িল। অনুতাপে ও ভয়ে তাহারা কাঁদিতে লাগিল এবং অঙ্গের অলঙ্কারগুলি এবং উজ্জ্বল পরিচ্ছদ খুলিয়া নানকের হস্তে সমর্পণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল "হে সন্ত, এ ভূষণে আমাদের আর প্রয়োজন নাই, আপনি ইহা অন্য কাহাকেও বিতরণ করুণ, নতুবা আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। আমাদিগের এ সমস্তে কোন প্রয়োজন নাই। এই সময় গুরুনানক এই শব্দ * দ্বারা এইরূপ কহিলেন, "মন তোমাদিগের মুক্তাসদৃশ হউক; ক্ষমারূপ অলঙ্কারে সর্ব্বদা ভূষিত হইয়া পবিত্র ও সুন্দর রূপ ধারণ কর। হরিনামের হার কণ্ঠে পরিধান কর, দামোদরনামরূপ দণ্ড ধারণ কর, পবিত্র কর্ম্ম তোমাদের চিরুণীস্বরূপ হইয়া তোমাদের চিত্ত আকর্ষণ করুক। মধুসূদন নাম তোমাদের কুন্তল হউক, এবং পরমেশ্বর নাম তোমাদের পট্টবস্ত্র হউক। মনোরূপ মন্দিরে জ্ঞানের আলোক সর্ব্বদা প্রজ্বলিত করিয়া রাখ। এইরূপ অলঙ্কার ও বস্ত্র তোমরা সম্ভোগ করিয়া চিরসুখী হও।" এই সকল কথা শুনিয়া বারাঙ্গনাদিগের অন্তরে সান্ত্বনা আসিল, তাহারা অনুতাপ, বিনয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া নানকের শরণাপন্ন হইল। তাহাদিগের পাপ অধিক হইলেও ভগবানের কৃপায় তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় আছে, ইহা বার বার তিনি বলিয়াছিলেন। সন্তকৃপায় তাহারা ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইল। তাহারা রাজা শিবনাভের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল।

রাজা সেই চঞ্চলস্বভাবা বারাঙ্গনাদিগের ভাবের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক্ হইলেন। সাধু মহাপুরুষ দর্শনে প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া তিনি নিজে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পাদুকাশূন্যপদে আগ্রহের সহিত দৌড়িয়া গুরু নানকের নিকট উপনীত হইলেন। অনেকক্ষণ নানকের সহিত সংপ্রসঙ্গ করিয়া এবং তাঁহার অপরূপ ভাব দেখিয়া

---

* অনুমতি রো গহিনা হোবহি—ইত্যাদি রাগ আশা মহলা ১।

রাজার কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল, তাঁহার অন্তরে হরিপ্রেমের উদয় হইল ও তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। রাজা নানকের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানক তাঁহাকে বলিলেন, আমার জন্য আর তুমি কি করিবে, তুমি আপনার নগরমধ্যে ধর্ম্মশালা সকল প্রস্তুত করিয়া দেও। এই সমস্ত ধর্ম্মশালায় গ্রন্থ পাঠ, কথা, কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গ হইবে এবং দুঃখী অনাথ এবং সাধুসন্ত আসিয়া অন্ন বস্ত্র লাভ করিবেন। রাজা শিবনাভ এই আদেশ পাইয়া নগরমধ্যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গুরু নানকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভো, এখন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া আসিয়াছি, কৃপা করিয়া আপনাকে এখন এ দাসের গৃহে একবার পদধূলি দিতে হইবে, আপনার পদধূলি ব্যতীত আমার গৃহ পবিত্র হইবে না।" নানক ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অশ্ব, রথ, হস্তি প্রভৃতি অন্য যানে গুরুকে আনিলেন না, তিনি নিজ পৃষ্ঠোপরি অতি ভক্তির সহিত তাঁহাকে বসাইয়া রাজভবনে লইয়া গেলেন। নগরে লোকেরা রাজার ব্যবহার দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের রাজা উন্মাদ হইয়াছেন। তিনি নানককে নিজ গৃহে আনিয়া রাণী চন্দ্রকলার সহিত একত্র হইয়া নানা প্রকার ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানক সিংহল দ্বীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া ভগবানের নাম প্রচার করেন। তথায় অনেকে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করি— — অনেকগুলি ধর্ম্মশালাও প্রতিষ্ঠিত হইল।

গুরু নানকের বঙ্গদেশে ভ্রমণ।

গুরু নানক বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন। জন্মসাক্ষী গ্রন্থে বঙ্গদেশের নাম কারুদেশ বলিয়া বর্ণিত আছে। বোধ হয় কারু দেশ আসামস্থ কামরূপ হইবে। ঐ গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে এবং শিখদিগের মনে ইহা দৃঢ় সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, এ দেশের লোকেরা, বিশেষতঃ তত্রস্থ স্ত্রীলোকেরা যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত সুনিপুণ। বিদেশস্থ লোক তথায় গমন করিলে তত্রত্য

সুন্দরী নারীগণ তাহাকে মেষ করিয়া রাখে। এ সংস্কার শিখদিগের মনে এত প্রবল যে, পল্লীগ্রামবাসী সরলস্বভাব শিখগণ এখনও বঙ্গদেশের নামে ভয় পায়। বঙ্গদেশেও অশিক্ষিতগণ মধ্যে এ সংস্কার আছে যে, কামরূপের স্ত্রীগণ পরমা সুন্দরী এবং তাহারা যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত সুনিপুণা, পুরুষ দেখিলেই তাহাকে মেষ করিয়া ফেলে। এ সংস্কারের মূল যাহাই হউক, এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, কারুদেশ কামরূপের অপভ্রংশ নাম। কথিত আছে, গুরু নানক এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে ভাই বালা ও ভাই মর্দ্দানা অবস্থিতি করিতেছিলেন। মর্দ্দানার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় তিনি গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া এক গৃহস্থের বাটী গিয়া উপস্থিত হইলেন ঐ গৃহে তিনটী সুন্দরী স্ত্রী ছিল। মর্দ্দানা চিত্ত দৌর্ব্বল্যের বার বার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহারা মর্দ্দানার প্রতি কটাক্ষপাত করিবামাত্র যাদুমন্ত্রবলে মর্দ্দানা মেষ হইয়া গেলেন; তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি সকলি অন্তর্হিত হইল এবং নারীগণ তাঁহার গলদেশে রজ্জু দিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এ দিকে মর্দ্দানার প্রত্যাগমনে অত্যন্ত বিলম্ব হওয়ায় গুরু নানক তাঁহার জন্য চিন্তান্বিত হইলেন এবং তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। নানক ক্রমে সন্ধান পাইয়া উক্ত গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। নানককে দেখিবামাত্র মর্দ্দানা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নারীগণ নানককে দেখিয়া তাঁহার রূপান্তরের জন্য অনেক যাদুমন্ত্র চালনা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি নিষ্ফল হইল। গুরু নানক অত্যন্ত তেজ ও পরাক্রম সহকারে সেই নারীদিগকেই অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলেন। কথিত আছে তাহাদের মধ্যে এক জন কুকুর, অপর জন মেষ হইল, তৃতীয়া নারী মস্তকে কলস করিয়া জল আনিতেছিল, তাহার মস্তকের কলস মস্তকেই দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া গেল, অনেক চেষ্টায় তাহা স্থানান্তরিত হইল না। ক্রমে সেই গৃহের পুরুষগণ আসিয়া দেখে আপনাদিগের স্ত্রীগণ ভয়ানক দুর্দ্দশায় পতিত। তাহারা সকলেই যাদুমন্ত্র জানিত, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা বিশেষরূপে চেষ্টা করিল। যাদুমন্ত্রে যে ব্যক্তি তাহাদিগের গুরু সে আসিয়া অনেক বিদ্যা বুদ্ধি ব্যয় করিল, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়া গেল। গুরু নানক মর্দ্দানাকে রবাব বাজাইতে আদেশ করিলেন। মর্দ্দানা রবাব বাজাইলে তিনি এই স্থলে তিন

কয়েকটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন। এই সমস্ত শব্দ শুনিয়া সকলে অনুতপ্ত হইল এবং গুরুচরণে পতিত হইয়া তাহাদিগের গৃহে স্ত্রীলোকের যত মূল্যবান্ অলঙ্কার ও অর্থ ছিল সকলি অর্পণ করিল এবং সকলে শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। নানক তখন সকলকে শিষ্য করিয়া লইলেন, 'বাগুরুমন্ত্র' জপ করিতে শিক্ষা দিলেন। তিনি সেই সমস্ত রূপান্তরিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। তিনি আদেশ করিলেন যে, সেই সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ দ্বারা তথায় একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করা হয়; এই ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মকথা, কীর্ত্তনাদি এবং অতিথি, ক্ষুধিত সাধু সন্ত উপস্থিত হইলে তাহাদিগের সেবার উপায় হইবে। এইরূপ অলৌকিক কার্য্য ও আদেশ করিয়া তিনি স্থানান্তরে গমন করিলেন।

উপরি উক্ত কথা সকলের ঐতিহাসিক সত্যতা যে কত দূর আছে, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তন্মধ্যে নৈতিক সত্য যে যথেষ্ট বিদ্যমান তাহাতে সন্দেহ কি? মর্দ্দানা চিরজীবন আপনার চিত্তদৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। তিনি দুর্ব্বলচিত্ত। তত্রত্য সুন্দরী নারীদিগকে দেখিবামাত্র মর্দ্দানা আপন জ্ঞান বুদ্ধি হারা হইয়া মেষবৎ তাহাদিগের গৃহে আবদ্ধ হইলেন। গুরুনানকের দর্শনে মর্দ্দানার প্রকৃতিস্থ হওয়ার অর্থ এই, আপন চিরজীবনের গুরু ও প্রভুর প্রভাব তাঁহার অস্থি মাংসের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাহা কখন তিরোহিত হইবার নয়। সেই দুর্দ্দশার মধ্যেও যখনই তাঁহার নয়নদ্বয় গুরুর নেত্রদ্বয়ের পবিত্র জ্যোতির তাড়িত শক্তি অনুভব করিল, তখনি তাঁহার সকল মোহ, সকল আসক্তি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন তিরোহিত হয়, তদ্রূপ চলিয়া গেল, মর্দ্দানা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বারাঙ্গনাদিগের উক্তরূপ অবস্থা হওয়ার অর্থ এইমাত্র বুঝা যায় যে, গুরু নানকের প্রভাবে তাহাদিগের অন্তরে অনুতাপের অগ্নি প্রদীপ্ত হইল, এবং সেই অগ্নিতে তাহারা আপনাদিগের কুকুরত্ব মেষত্বাদি পশুস্বভাব এবং জড়ত্ব অনুভব করিল এবং গুরুনানকের উপদেশে সকলেরই সদ্গতি হইল।

---

* গুণ বন্তি সছু রাখিয়া ইত্যাদি—রাগ বড় হংস মহলা ১।
মনু কুনজীয়া মানব ইত্যাদি—রাগ সুহী মহলা ১।
তাল মদিরে ঘটকে ঘাট ইত্যাদি—রাগ আশা মহলা ১।

গুরুনানকের সহিত কলির দ্বিতীয়বার সংগ্রাম।

কলির সহিত নানকের সংগ্রাম ও তাহার উপর জয়লাভের প্রসঙ্গ জন্মসাক্ষী গ্রন্থে দুই বার দুই প্রকার লিখিত আছে। কথিত আছে যে, গুরুনানক যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর * গমন করিয়াছিলেন, সমুদ্রতীরে কলি মহাভয়ানক বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, এবং চারি দিকে মহা ঝড় বৃষ্টি, বজ্রধ্বনি, প্রস্তর ও অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কলিযুগ পর্ব্বতসম করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইল। মর্দানা কলির ভয়ঙ্কররূপে ভীত হইলেন। গুরুনানক তাঁহাকে অন্যকথা ও চিন্তা ত্যাগ করিয়া পরম গুরুর নাম জপ করিয়া নির্ভয় হইতে উপদেশ দিলেন, এবং নিজে কলিযুগের জিহ্বা আকর্ষণ ও দণ্ডদ্বারা প্রহার করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন। তখন সে নানকের সমীপে আপন লক্ষণ এইরূপ বলিতে লাগিল;—"কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড় রিপু, আলস্য, জুয়াখেলা, মদ্যপান, দুরাচার, সংসারাসক্তি ও পরধন অপহরণ আমার চতুরঙ্গ সেনা এবং অহঙ্কার আমার সেনাপতি। আমার রাজ্যে গুরুগণ শিষ্যদিগের অর্থ শোষণ করেন, কিছুমাত্র সত্য উপদেশ প্রদান করেন না। শাস্ত্র বেদ বিধি কেহ মান্য করে না, সকলেই স্বেচ্ছানুসারে আপন আপন পথে চলে। যাহারা বিচারপতি কাজি তাহারা মালা জপ করিয়া মুখে "ঈশ্বর ঈশ্বর" বলে বটে, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করে। হিন্দুগণ ধর্ম্মের নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর করে, বিভূতি মাখিয়া যোগিবেশ ধারণ করে, এবং কপট ভাবে নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ করে, কিন্তু তাহারা অন্তরের দিকে দৃষ্টি করে না, সংসারাসক্ত হইয়া নানা প্রকার পাপে লিপ্ত থাকে।" কলিযুগ গুরুনানককে আরও বলিল, "হে নানক, আমার নিকট মুক্তা হীরক স্বর্ণ রূপা এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। পৃথিবীর সকল রাজ্য আমার, অগণ্য পরমাসুন্দরী মনোমোহিনী আমার নিকট অবস্থিতি করে, নব নিধি অষ্টাদশ সিদ্ধি অর্থাৎ নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করাইবার ক্ষমতার উপর আমার আধিপত্য। যদি আপনি এক বার সম্মতি দেন, সমস্ত আপনার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া গুরু নানক কলির প্রতি

---

* বোধ হয় সিংহল যাত্রার সময় ইহা হইয়াছিল।

কোন উত্তর না করিয়া যে শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহা এইরূপ। তিনি আপনার প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে নানক, যদি মুক্তা মাণিক-খচিত অট্টালিকা তোমার হয়, তাহাতে কস্তুরী, কাঞ্চন, অগুরু চন্দনের সুগন্ধ প্রলেপ থাকে, এবং যদি সত্য নাম তোমার চিত্তে না থাকে এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না। যদি সমস্ত পৃথিবীর হীরক এবং বহুমূল্য প্রস্তরে জড়িত বস্তু তোমার হয়, এবং নিরন্তর চিত্তমোহিনী সুন্দরী কামিনীগণ তোমাকে সুখ প্রদানে যত্ন করে, আর যদি সত্য নাম তোমার চিত্তে না থাকে, এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না। যদি ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিবার ক্ষমতা হয়, গুপ্ত বিষয় সকল প্রকট করিবার অধিকার লাভ কর এবং সকল লোক সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তোমার যশ গান করে কিন্তু যদি তোমার চিত্তে সত্য নমে না থাকে, এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না। যদি দিকৃপাল সম্রাট হইয়া রাজ সিংহাসনে পদদ্বয় সংরক্ষা কর, সকল অশ্ব গজ লোক জন তোমার হয়, সকলে তোমার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত হয় কিন্তু যদি তোমার চিত্তে সত্য নাম না থাকে, এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না।" কথিত আছে, কলিযুগ এই সমস্ত কথায় পরাস্ত হইয়া গুরু নানকের শরণাপন্ন হইল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "হে প্রভু, আমার এত ঐশ্বর্য্য এত অশ্ব, এত হস্তী, এত মুক্তা, এত সম্পদ, এ সমস্ত স্পর্শ করিয়া আমাকে আপনার উদ্ধার করিতে হইবে। নতুবা আমার গতি কি হইবে;" গুরু নানক তখন কলির প্রতি আদেশ করিলেন "হে কলি, আমি বৈরাগ্য দ্বারা সকল পাপ ও সংসারাসক্তি ধ্বংস করিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছি, আমি তোমার ঐ সমস্ত পদার্থ স্পর্শ করিতে পারি না। কিন্তু নিরাশ হইও না, তোমার প্রদত্ত পদার্থ সকল এক সময়ে আমি গ্রহণ করিব। যথা সময়ে আমি দশম অবতার হইয়া যখন আবার আসিব তখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। এই ভবীষ্যদ্বাণী দ্বারা শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শিখদিগের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহাদের যে দশ জন গুরু হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গুরুনানকের ভাবের অবতার। নানকই দশ বার দশ জন গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কারণে গুরু গোবিন্দ

* মোতি মন্দির উপরি ইত্যাদি—শ্রীরাগ মহলা ১।

সিংহকে দশম অবতার রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনেকে বলেন এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রক্ষিপ্ত। গুরু গোবিন্দ সিংহের পরলোক গমন ও মহাযুদ্ধ দ্বারা শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জন্মসাক্ষী গ্রন্থে ইহা সংযুক্ত করা হইয়াছে। শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং তদনুবর্ত্তীগণ যে ধন, ঐশ্বর্য্য, অস্ত্র, সস্ত্র, অশ্ব, গজ গ্রহণ এবং শারীরিক পরাক্রম ও বীর্য্য দ্বারা শিখ সাম্রাজ্য স্থাপন ও শিখধর্ম্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তাহারই উল্লেখ হইয়াছে।

কথিত আছে, কলিযুগ আশস্ত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "হে মহারাজ, আমার রাজ্যে অন্নাভাব, জলাভাব হইবে, অনেকে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবে, উহা আলস্য, ধৃষ্টতা, দুরাচার, চুরী, সংসারাসক্তি ও অপরাপর মহাপাপের আলয় হইবে। ইহার মধ্যে গুণবানেরা নিন্দনীয় হইবে, সত্যবাদীদিগকে লোকে মূর্খ বলিবে, হৃদয়শূন্য বাচালগণ গুণবান্ পুরুষ বলিয়া সমাদৃত হইবে, নির্গুণ মূর্খেরা রাজদ্বারে সম্রান্ত হইবে, কৃপণতা ধর্ম্মনামে অভিহিত হইবে, ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ না করিয়া কৃষিকার্য্য করিবে ; রাজাগণ প্রজার অর্থশোষণ করিবে, বেশধারী সন্ন্যাসিগণ বিপুল ধনের অধিকারী হইবে ; গৃহস্থদিগের অন্নবস্ত্রের অত্যন্ত অভাব হইবে এবং সত্য, ধর্ম্ম, ব্রত, জপ ও উপাসনা সকল বিলুপ্ত হইবে। অতএব হে মহাপুরুষ, আমার রাজ্যের কি গতি হইবে ? গুরুনানক উত্তর করিলেন, "হে কলিযুগ, শস্তসমাজে তোমার অত্যন্ত দুর্নাম, তোমাকে সকলেই ঘৃণা করে। তোমার মধ্যে দুরাচারের সীমা নাই ; কিন্তু তথাপি আমি বলিতেছি নিরাশ হইও না, অশ্রু বর্ষণ করিও না। সকল যুগ অপেক্ষা তোমার অধিকতর গৌরব ও সৌভাগ্য হইবে। তোমার রাজ্যে মনুষ্যগণ অত্যন্ত পাপী হইলেও অল্পকাল মাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইবার জন্য ব্যাকুলভাবে তাঁহার নাম জপ করিলে তাহাদের অশেষ ফল লাভ হইবে। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে শত শত বৎসর সাধন করিলে যে ফল না হইত, তোমার রাজ্যের লোকেরা অতি অল্প আয়াস ও অল্প সাধন করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল পাইবে, তোমার রাজ্যের লোকেরা অধিকতর দুঃখী ও পাপী বলিয়া ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কলিযুগ অত্যন্ত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইল। নানক বলিলেন, "হে কলিযুগ, তুমি সাবধানে থাকিবে। আমার যাহারা

শিষ্য হইবে, যাহারা পরমেশ্বরের দাস হইবে, তাহাদিগের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকিবে না। যেখানে শিখগণ একত্রিত হইয়া কথা, কীর্ত্তন, পাঠ ও সৎসঙ্গ করিবে, তোমার তথায় যাইবার অধিকার থাকিবে না। তুমি তাহার বাহিরে বসিয়া থাকিবে।" কলি উত্তর করিল, "যাহারা প্রাণ মন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তোমার দাস হইবে, তাহাদিগের উপর আমার কিছু অধিকার থাকিবে না, আমি তাহাদিগের ত্রিসীমায় যাইব না। শিখগণ যখন একত্র হইয়া মন দিয়া সাধন ভজন করিবে, কীর্ত্তন পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করিবে, সেস্থানেও আমি অগ্রসর হইব না, এ সমস্ত কথা আমি মান্য করিলাম, কিন্তু যখন সৎপ্রসঙ্গান্তে কড়া প্রসাদ * বিতরিত হইবে, শিখগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা লইতে যাইবে। তখন আমি তাহাদিগের উপর আপন পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিব, তাহাতে আপনি আপত্তি করিবেন না।" গুরুনানক কলির কথায় তথাস্তু বলিলেন এবং কলি তাঁহার নিকট প্রণাম করিয়া তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

নানক ও বাবর সম্রাট।

জন্মসাক্ষী গ্রন্থে নানকের জীবন বৃত্তান্ত ব্যতীত অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাই এই সমস্তের উদ্দেশ্য, নানকের জীবনের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সমস্ত বিষয় পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে জন্মসাক্ষী গ্রন্থ নানকের পরলোক গমনের অনেক বৎসর পরে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। লেখকগণ তৎকালীন ভাব, বিশ্বাস ও মত গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়া প্রকৃত জীবন বৃত্তান্তের সহিত অবান্তরিক বিষয় ও কুসংস্কার পূর্ণ জনপ্রবাদ সকল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে সে সকল যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। অলৌকিক ঘটনা, সদুপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা

* শিখদিগের মধ্যে এরূপ রীতি আছে যে, তাহারা তাহাদের ধর্ম্মশালায় একত্র সৎপ্রসঙ্গ ও ভজনাদি করিবার পর "কড়াপ্রসাদ" অর্থাৎ মোহনভোগ মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়া তাহা বিতরণ করিয়া থাকে। এই মোহনভোগ আনিলে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই প্রসাদ লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ শ্লোক এবং নানা প্রকারের কল্পিত বিষয় লইয়া গ্রন্থকারেরা আপনাদিগের গ্রন্থকে সজ্জিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ হইতে নানকের প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত স্থির নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ।

কথিত আছে, নানক নানা দেশ দর্শন করিয়া কাবুল দেশে উপনীত হইলেন। তিনি কাবুলের একটি মস্‌জিদে আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার নূতন প্রকারের বেশ দেখিবার জন্য ও নূতন নূতন কথা শুনিবার জন্য চারিদিকে লোক একত্রিত হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে "এ হিন্দু, এ ব্যক্তি কেন মুসলমানের মস্‌জিদে আসিয়া এস্থানকে অপবিত্র করিতেছে? কাজি সাহেবকে এখনই সংবাদ দেও, তিনি আসিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।" এই কথা শুনিয়া নানক একটি শব্দ * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "হে মুল্লা, আপনার মনের ভিতর গিয়া অনুসন্ধান কর, তথায় তোমার প্রাণের পতিকে দেখিতে পাইবে। তোমার জপমালা, তীর্থ, দান, হোসেন হাসেন, ফতেমা, মুল্লাগণ তথায় অবস্থিতি করিতেছে। সৎপ্রসঙ্গ, জ্ঞান, পূজা, সাধু মহাজন, যোগী সকলই সেই স্থানে বর্ত্তমান। প্রকৃত রূপে অনুসন্ধান কর, সমস্ত স্বর্গ আপন অন্তরে দেখিতে পাইবে।" কথিত আছে, কাবুলে তিনি অনেকগুলি অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (এই সময় গুরু নানক ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা কত দিন মুসলমান রাজ্য কাবুলে থাকিবে তাহা ব্যক্ত করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের জয়ের কথা এবং তাঁহার শিষ্যগণ গুরু নানকের নাম লইয়া যে প্রবল রাজ্য স্থাপন করিবে, মুসলমানদিগের বলক্ষয় হইবে এবং অবশেষে শিখদিগেরই রাজ্য হইবে এ সমস্ত বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ব্যক্ত করেন। এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে সেগুলি আধুনিক রচনা, শিখ ধর্ম্মকে মহিমান্বিত করিবার উদ্দেশে শিখগণ তাহা জন্মসাক্ষী গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে।

গুরু নানক, ভাই বালা ও মর্দ্দানা সমভিব্যাহারে, কাবুল হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তিনি সৈদপুর গ্রামে লালু নামক জনৈক শিষ্যের গৃহে উপনীত হইলেন। লালু গুরুকে পাইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন এবং ভক্তির সহিত বিবিধ প্রকারে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। নানক

* মুল্লা মিল্ল মিউ মিলহি।

লালুকে বলিলেন, "লালু, তুমি সাবধান হও, এখনি দুরন্ত বাবর সম্রাট্ তাহার অগণ্য সৈন্য লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সম্রাট্ কাবুল হইতে আসিতেছেন। যেখানে উপনীত হইতেছেন তথায় মহা উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিতেছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মস্তক ছেদন করিতেছেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছেন। এইরূপে সকল দেশকে আপনার অধীন করিয়া লইতেছেন। লালু, তুমি এখনই সাবধান হও, নতুবা সপরিবারে আজ প্রাণ হারাইবে।" গুরুর কথা শুনিয়া পরিবার সহ লালু, গুরু নানক ভাই বালা ও মর্দ্দানাকে লইয়া একটি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় মিরখা নামক বাবরের জনৈক মোগল সৈনিকপুরুষ আসিয়া তথায় উপনীত হইল। মিরখা নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া, ভাই বালা, ভাই মর্দ্দানা, গুরু নানক এবং তথায় অন্যান্য যত লোক ছিল সকলকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পথিমধ্যে অন্যান্য বন্দিগণ ভয়ে দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু মর্দ্দানা গুরুর আদেশে রবাব বাজাইতে বাজাইতে অগ্রে অগ্রে এবং তৎপশ্চাতে গুরু নানক হরিনামগানে মত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বন্দদীগের দ্বারা মিরখা আপন প্রভুর দ্রব্যাদির মোট বহন করাইয়া লইয়া যাইতেছিল। সকলেই সেই মোটের ভারে অবনত হইয়া চলিতেছিল, কিন্তু নানকের মস্তকে যে মোট ছিল তাহা তাঁহার মস্তককে স্পর্শও করে নাই, তাঁহার মস্তকের এক হস্ত উর্দ্ধে শূন্যে আপনাপনি তাঁহার সহিত চলিতেছিল। তাহার ভার ভগবান্ স্বয়ং বহিতেছিলেন। সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলে মিরখা বাবর সম্রাটের আদেশানুসারে বন্দীদিগকে পেষণী যন্ত্রযোগে চনক চূর্ণ করিতে দিয়াছিল। চারিদিকে সৈনিকপুরুষগণ সমধিক কার্য্য করাইয়া লইবার জন্য বন্দীদিগকে পীড়ন করিতে-ছিল। তাহারা কায়মনযত্নে ও একান্ত পরিশ্রমে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ভাই মর্দ্দানা ও বালা অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতেছিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে নানক তাঁহার পেষণী যন্ত্রের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পেষণী যন্ত্র আপনাপনি দ্রুতবেগে ঘুরিতেছিল। তাঁহার কার্য্য এক অদৃশ্য শক্তি সম্পন্ন করিতেছিল।

মিরখা মোগল বন্দীদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিয়াই বাদসাহের নিকট

গিয়া যথারীতি সম্ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিল, "প্রভু, যে সমস্ত লোককে অদ্য আপনার বন্দী করিয়া আনিয়াছি তাহাদিগের মধ্যে এক জন অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দর্শন করিলাম। সন্ন্যাসী বন্দী হইলে অণুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আনন্দমনে ভগবানের নামগানে মত্ত হইয়া উঠিল, সকল বন্দীর মস্তক বোঝার ভারে অবনত হইল, কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর মোট তাঁহার মস্তককে স্পর্শও করিল না।" বাবর এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলযুক্ত হইলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মিরখা তাঁহাকে নানকের নিকট লইয়া আসিল। সকলে আসিয়া দেখিল যে নানকের পেষণী যন্ত্র আপনাপনি ঘুরিয়া চনক চূর্ণ করিতেছে। নানক সম্রাটকে দেখিয়া একটি শব্দ * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "হায়, অদ্য অনেক স্ত্রীর অকারণ শিরশ্ছেদন হইয়াছে, অনেক রূপবতী নারী অশেষ লজ্জা ও দুঃখ সহিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। হায়, অনেক জীবের দশাও ঠিক এইরূপ হইবে। যাহারা এই অমূল্য মানবজীবন পাইয়া ভগবানের আরাধনা ও সেবা করিল না, সত্য, ন্যায়,দয়া ও ধর্ম্মের পথে চলিল না,কেবলই অন্যায় দুষ্কর্ম্ম ও ভগবানের সহিত শত্রুতা করিয়া জীবন শেষ করিল তাহাদেরও দশা ঐরূপ হইবে, তাহাদের ভয়ানকরূপে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হইবে এবং অবশেষে অত্যন্ত দুর্দ্দশা ও শাস্তি পাইতে হইবে।"

বাবর বাদসাহের মনে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল, সন্ন্যাসী ফকীরদিগের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল, তিনি নানকের ভাব ও সাহস দেখিয়া ও কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি নানককে কোন অলৌকিক কার্য্য করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে বলিলেন। নানক উত্তর করিলেন, "হে বাদসাহ, আশ্চর্য্য কার্য্য বিষতুল্য ; তাহা করিলে বা দর্শন করিতে চাহিলে লোকের প্রকৃত জীবন বিনষ্ট হয়।" নানকের কথা শুনিয়া আপনাপনি বাবর বলিলেন, "দেখ কি আশ্চর্য্য, এই সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া স্বর্গের তেজ বহির্গত হইতেছে এবং তাঁহার মুখমণ্ডল কেমন স্বর্গীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে।" তিনি নানকের ভাবে আকৃষ্ট হইয়া আরও বলিলেন, "হে সন্ন্যাসী,

---

* জিনি সির সোহিন পটিয়া ইত্যাদি—আসা মহল্লা ১।

আমি তোমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি কিছু দান স্বীকার কর।" নানক এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি অন্য কোন দান চাহি না, পূর্ব্বে মীর বাবর নামক যে সম্রাট্ ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়া থাকিতেন, তিনি সমস্ত দিন সাম্রাজ্যের কার্য্য করিতেন, এবং সমস্ত রাত্রি উর্দ্ধপদ হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতেন, তৎপর নমাজ করিতেন এবং প্রাতে তিন সেপারা কোরাণ পাঠ করিয়া আবার রাজকার্য্য আরম্ভ করিতেন। তিনিই ধন্য, আপনি তাঁহার অনুকরণ করিয়া সুখী হউন।"

এই সময় গুরুনানক দয়ার্দ্র চিত্তে চারি দিকের বন্দীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। সেই দুঃখীরা যে গৃহ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনাহারে অশেষ দুঃখ কষ্টে ওরূপ পরিশ্রম করিতেছে তাহা দেখিয়া দয়াবান নানকের চিত্ত বিগলিত হইল; তিনি বলিলেন, "হে সম্রাট মহাশয়, আপনি তুর্কিস্থান হইতে ভারতে সমাগত হইয়া ইহাকে পরাজয় করিয়াছেন। বাস্তবিক এই ঘটনা দ্বারা ভারতরূপ নববধূর সহিত তুরস্কবরের বিবাহ হইয়াছে। যিনি সকল জগতের অধিপতি, যাঁহার বিচিত্র শক্তিতে কিছুই অসম্পন্ন থাকে না, তাঁহারই ইচ্ছায় এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। নববধূর প্রতি অত্যাচার কে করিয়া থাকে? ভগবানের ইচ্ছাই সর্ব্বস্ব, এই ঘটনায় কাহার কোন দম্ভ বা অহঙ্কার করিবার কারণ নাই। সকলি অনিত্য, কেবল সেই প্রভুর নামই সত্য।" এই কথা শুনিয়া বাবর সম্রাটের চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হইল, তিনি নানককে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নানক নিকটে উপস্থিত হইলে বলিলেন, "হে সন্ন্যাসী, তোমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, তুমি কিছু সিদ্ধি পান কর।" নানক সর্ব্বত্যাগী সন্নাসী হইলেও তাঁহার অন্তর রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। রাজাকে কিরূপ সম্ভ্রম করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "হে রাজা মহাশয়, আমি এ মাদক দ্রব্য পান করি না, এমন মাদক দ্রব্য আমি নিরন্তর সেবন করিয়া থাকি যাহার মাদকতা কখন বিলুপ্ত হয় না।" বাবর উত্তর করিলেন, "হে সন্ন্যাসী, সেই মাদক দ্রব্য কি যাহার মাদকতা নিত্যকাল স্থায়ী?" নানক উত্তর * করিলেন, "ঈশ্বরের

* ভাওভেরা ভাঙ্গ ইত্যাদি—তিলঙ্গ মহল্লা ১।

ভক্তিই সিদ্ধি, আমার চিত্ত থলস্বরূপ হইয়াছে। আমি তাঁহার দর্শন জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি। কুসুম্ভ রং, কস্তুরী, মৃগছাল এ সমস্ত পবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য, ঘৃতের যে ভাণ্ড তাহাও শুদ্ধ সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু হরিনাম সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র। হে রাজ্যেশ্বর, এ সংসারে কাহার অচল রাজ্য নাই, কিন্তু তুমি এই হরিনাম জপ করিলে সহস্র সম্রাটের সম্রাট্ হইবে কিন্তু অন্যায় অবিচার ও পরপীড়ন করিলে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।"

এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাবর বিনীত মনে আরও কিছু উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। নানক দয়া ধর্ম্ম ন্যায়পরতা সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং সম্রাটের যে সমস্ত বন্দী তথায় অবস্থিতি করিতেছিল তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিতে লাগিলেন। তিনি তখনই গভীর সমাধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নিরাকার শ্রীপরমেশ্বরের নিকট উপনীত হইয়া অত্যন্ত দয়ার্দ্র চিত্তে বন্দীদিগের দুঃখের কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের দুঃখ দূর হয় এ জন্য বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "অচিরাৎ দুঃখী বন্দীদিগের দুঃখ দূর হইবে" নানক তাঁহার নিরাকার প্রভুর নিকট এই বাণী শ্রবণ করিলেন। নানকের সমাধির অবস্থা দেখিয়া বাবর সম্রাট্ বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং নিকটস্থ লোকদিগকে এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে বলিয়া উঠিল, এই সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রেমিক ও ঈশ্বরভক্ত, ইনি আপনার বন্দীদিগের দুঃখে কাতর হইয়া ওরূপ অচেতন হইয়াছেন। কথিত আছে, এই সময়ে ঈশ্বরের সহবাস ও প্রত্যাদেশ লাভে নানকের মুখ দিয়া যেন কোটি সূর্য্যের প্রভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য হইয়া উঠিল। বাবর বাদসাহ নানকের রূপ দেখিয়া ও লোকদিগের কথা শুনিয়া আস্তেব্যস্তে বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলেন এবং নানকের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। তাঁহার জীবনে যে অলৌকিক শক্তি ছিল এবং তাঁহার মুখের আশীর্ব্বাদে যে লোকের মঙ্গল হইত তাহাতে তাঁহার প্রতীতি হইল। তিনি নানককে বলিলেন, হে সাধু, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার বংশ হইতে সাম্রাজ্য কখন বিলুপ্ত না হয়। নানক উত্তর করিলেন, "হে সম্রাট্, ভগবানের ইচ্ছা এইরূপ, যত দিন তোমার বংশের মধ্যে দয়া ও ধর্ম্ম থাকিবে, ন্যায় বিচারের উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

থাকিবে, তত দিন তোমাদের বংশে উহা অচল থাকিবে। অন্যথা উহা হস্তান্তর হইবে।” বাবর সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে গুরু নানক তাঁহার নিকট তিন দিন অবস্থিতি করিলেন, তাহার পর সৈদপুর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গুরুনানকের কাশ্মীরে গমন।

গুরুনানক সৈদপুর পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পথে যাইতে যাইতে মর্দ্দানা গুরুনানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সদ্‌গুরু, এত লোক কি কারণে বাবর কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? কাহার পাপে এ সমস্ত নরনারী অকালে প্রাণ হারাইল? সত্য বটে দেশের দুই এক জন লোক সম্রাটের বিরোধী হইয়াছিল, কিন্তু দুই এক জনের জন্য এত নির্দ্দোষী নরনারী বালক বালিকা কেন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল?” গুরু নানক মর্দ্দানার কথা শুনিয়া বলিলেন, “মর্দ্দানা, ঐ যে প্রান্তরমধ্যে বৃক্ষটি দেখিতেছ, তুমি ঐ স্থানে গিয়া ক্ষণকাল শয়ন কর, তাহার পর আমার নিকট আসিলে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।” মর্দ্দানা গুরুর আদেশ মত সেই বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করিলেন, বৃক্ষতলে পিপীলিকাদিগের বাসস্থান ছিল। মর্দ্দানা শয়ন করিবামাত্র পিপীলিকাগণ তাঁহার চারি দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল, কতকগুলি তাঁহার গাত্রে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং দুই চারিটি তাঁহাকে দংশন করিল। মর্দ্দানা দংশনে বিরক্ত ও অস্থির হইয়া হস্ত দ্বারা পিপীলিকাদলকে মর্দ্দন করিয়া মারিয়া ফেলিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মর্দ্দানা, বৃক্ষতলে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে তো?” মর্দ্দানা তথায় পিপীলিকার দৌরাত্ম্যের সমস্ত কথা বর্ণন করিলেন। নানক বলিলেন, “তুমি পিপীলিকাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে?” মর্দ্দানা উত্তর করিলেন, “হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া আমি তাহাদের যত গুলিকে পাইয়াছি মারিয়াছি।” নানক বলিলেন, “দুই একটী পিপীলিকা তোমাকে দংশন করিয়াছিল, কিন্তু তুমি সে জন্য নিরপরাধী পিপীলিকার দলকে কেন বিনাশ করিলে? এখন বল দেখি নির্দ্দোষী পিপী-

লিকাগণ কাহার পাপে মরিল?" মর্দ্দানা নিরুত্তর হইলেন। নানক বলিলেন, "এ সংসারের গতিই এইরূপ জানিবে। এইরূপ কারণ হইতেই বাবর সম্রাট্ সে দিন এত গুলি নির্দ্দোষ নরনারী বালকবালিকার প্রাণ অকারণ নষ্ট করিলেন। জরা মৃত্যু এ সংসারে কাহারও পাপে বিচরণ করে না। তুমি পিপীলিকা অপেক্ষা প্রবল, তোমার কোপাগ্নিতে সেই সকল দুর্ব্বল জীব আহুতিরূপে অর্পিত হইল। সম্রাট্গণ সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর সবল, তাঁহাদিগের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অকারণে শত শত নির্দ্দোষী ব্যক্তি অকালে বিদগ্ধ হইয়া যায়।" মর্দ্দানা গুরুর কথায় সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া গেলেন।

গুরু নানক কাশ্মীর নগরে গিয়া উপনীত হইলেন। কথিত আছে, কাশ্মীর নগর কশ্যপমুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত,কাশী কাঞ্চির ন্যায় অতি পুরাতন নগর, এখানকার লোকগণ অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই বেদাদিশাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত, দয়া ধর্ম্ম সকল ঘরেই বিরাজিত। ব্যবসায় বাণিজ্যে দেশ শ্রীসম্পন্ন, রাজা প্রজা সকলেই ন্যায় সত্য সদাচারসম্পন্ন। গুরু নানক তথায় চৌদ্দদিন অবস্থিতি করিলে তাঁহার যশ চারি দিকে প্রচারিত হইল। লোক সকল দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। কয়েক জন ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "সন্ত মহাশয়, আমরা শাস্ত্রানুসারে অনেক যাগ যজ্ঞ হোমাদি করিলাম, অনেক শাস্ত্র পাঠ করিলাম, ব্রত নিয়মাদি অনেক পালন করিলাম, কিন্তু আমাদের মনের গূঢ় পাপ ও মলিনতা কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুগণের উত্তেজনা আমাদের মনের মধ্যে পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও তদ্রূপ রহিয়াছে, চিত্তশুদ্ধির উপায় কিছুই হইল না। কি করিলে আমাদের মনের গূঢ়তম প্রদেশ পরিশুদ্ধ হয় তাহার সদুপায় আপনি আমাদিগকে কিছু বলিয়া দিন।" নানক এই কথা শুনিয়া একটি শব্দ * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে যে লোভ অবস্থিতি করে তাহা কুকুরের ন্যায়, মিথ্যা কথা চণ্ডালসদৃশ, প্রবঞ্চনা শবদেহ তুল্য, পরনিন্দা বিষ্ঠাসদৃশ, এবং ক্রোধ অগ্নির ন্যায় জীবের অন্তরে, ভক্তি ও প্রীতির রস নিরন্তর শুষ্ক করিয়া দেয়। ইহাদের আধিপত্য যে অন্তরে তথায় হরিনামের

* লব কুত্তা কুড় চুহড়া ইত্যাদি—শ্রীরাগ মহল্লা ১।

রস কি প্রকারে স্থিতি করিবে? ঈদৃশ জীব যে পর্য্যন্ত সাধু সঙ্গ না করিবে সে পর্য্যন্ত তাহার চিত্ত কিছুতেই শুদ্ধ হইবে না। জগতে দুই প্রকারের রস আছে, এক সংসারের রস আর এক হরিনামের রস। যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের মনে রজত কাঞ্চন, স্ত্রী পুত্র সুখ সম্ভোগের, মান সম্ভ্রমের রস স্থিতি করিবে, সে পর্য্যন্ত হরিনামের রস তথায় কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক সাধুসঙ্গ হইলেই সংসার ও পাপের রস মন হইতে তিরোহিত হয়, এবং হরিনামের রস তথায় অধিবাস করে।" গুরু নানক সাধুসঙ্গকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, শিখধর্ম্মে সাধুসঙ্গের মহিমা যেরূপ বর্ণিত আছে এরূপ আর কোথায়ও নাই। আমরা এরূপ মতের মধ্যে ধর্ম্মবিজ্ঞান মুক্তিবিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব নিহিত দেখিতেছি। মনুষ্য নিজচেষ্টায় ধর্ম্মের বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠান কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারে, পরদ্রব্য অপহরণ, মিথ্যা কথন বা বিবাদ কলহ অথবা অন্যান্য বাহ্যিক পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার অন্তর পবিত্র হইতে পারে না। তাহার জীবনের মূলে পাপের প্রতি যে গূঢ় আসক্তি তাহা বিনষ্ট হইয়া তথায় পুণ্যের প্রতি আসক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না, এবং যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের পুণ্যের প্রতি আসক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত তাহার মুক্তির পথ প্রকাশিত হইতে পারে না। পুণ্যের প্রতি আসক্তি সঞ্চার কেবল সাধুসঙ্গে হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত সাধুর রক্ত মাংস সাধকের রক্ত মাংস না হয়, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কৃপাবলে সাধুর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিগূঢ় নিয়মে সাধুর পুণ্য প্রেম বিশ্বাস যোগ ও বৈরাগ্য সাধকের জীবনে সঞ্চারিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্ম জীবনের অধিকারী কখনই হইতে পারেন না।

ভাই মর্দ্দান[illegible]লোকগমন।

কথিত আছে, কাশ্মীর হইতে গুরু নানক ভাই বালা ও মর্দ্দানা বগদাদ দেশে গমন করেন। তথায় ধর্ম্মালাপ ও অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দরবেলা নামক সহরে উপনীত হইলেন। এই স্থানে রবাবী মর্দ্দানা আপন অন্তকাল উপস্থিত মনে মনে বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন "গুরুজী আমার শেষ

দিন নিকটবর্ত্তী বুঝিতেছি। আমার শরীর ক্রমে জীবন ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া উঠিতেছে। আমি আর চলিতে পারি না।" নানক উত্তর করিলেন "এই স্থানে তোমার বংশের আবাসস্থান হইবে, তোমার ভবিষ্যদ্বংশ এই স্থানে আসিয়া অধিবাস করিবে, তুমি আর পাঁচ দিন মাত্র এই পৃথিবীতে থাকিবে। সন্নিকটে খুর্ম্মা নামে সহর আছে তথায় তোমার দেহ ত্যাগ হইবে। খুর্ম্মা সহরে প্রচুর পরিমাণে খুর্ম্মা ফল উৎপন্ন হয়, তুমি এই কয় দিন তথায় গিয়া খুর্ম্মাফল ভোজন করিও।" পরে গুরু নানক ভাই বালা ও রবাবী মর্দ্দানা খুর্ম্মা নামক সহরে উপনীত হইলেন। পঞ্চম দিবসে অপরাহ্নে গুরু নানক মর্দ্দানাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মর্দ্দানা, এখন তোমার শরীরের সংবাদ বল," মর্দ্দানা কহিলেন "গুরুজী আমি এখন প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার এখন নাভী শ্বাস বহিতেছে, অন্তকাল একেবারে নিকটবর্ত্তী, আমি এ সংসার হইতে এখনই চলিয়া যাইব।" মর্দ্দানার পার্শ্বে ভাই বালা বসিয়া তাঁহার মুখের প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার নাভী শ্বাস স্থির হইয়া আসিল, তখন তাঁহার হিমাঙ্গ হইল। ভাই বালা হস্ত দ্বারা দেখিলেন একেবারে নিঃশ্বাস বায়ু স্থির এবং শরীর শীতল হইয়া গিয়াছে। তখন গুরু নানক বলিয়া উঠিলেন, "মর্দ্দানার জীবন শেষ হইয়া গেল।" তিনি কর্ত্তা পুরুষকে প্রণাম করিলেন, এবং ভাই বালাকে বলিলেন, "প্রভু পরমেশ্বরের রঙ্গ ও তামাসা দেখ, মর্দ্দানার প্রতি তিনি কিরূপ করুণা করিয়াছেন তাহা দেখ।" ভাই বালা বলিলেন, "ধন্য প্রভু পরমেশ্বর এবং ধন্য ভাই মর্দ্দানা যিনি আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ সংসারে এরূপ ব্যক্তি প্রভু পরমেশ্বরের অপার কৃপা প্রাপ্ত হইবে না তো কে প্রাপ্ত হইবে?" গুরু নানক বলিলেন, "ভাই বালা, শুষ্ক খোর্ম্মা কাষ্ঠ সকল একত্র করিয়া মর্দ্দানার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন কর।" তিনি আপন অঙ্গবস্ত্র বালাকে দিয়া বলিলেন, "ভাই বালা, আমার এই অঙ্গবস্ত্রে মর্দ্দানার অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দেও, এবং তোমার ঐ অঙ্গ বস্ত্র খানিতে তাঁহার শয্যা রচনা কর। শুষ্ক খোর্ম্মাকাষ্ঠে তাঁহার চিতা করিয়া তাঁহার শরীরের প্রতি তোমার শেষ কর্ত্তব্য সমাধা কর।" মর্দ্দানার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে গুরু নানক বলিলেন, "ভাই বালা, এই স্থানে মর্দ্দা-

নার সন্তান সন্ততিদিগকে আনিয়া স্থাপন করিবে।" ইহার পর গুরু নানক পঞ্জাব প্রদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি মুলতান নগরে উপনীত হইয়া তথাকার প্রসিদ্ধ পীরের সহিত ধর্ম্মালাপ করিলেন।

গুরুনানক ভাই বালাকে বলিলেন, "বালা, এক্ষণে মর্দ্দানার পুত্র সাহাজাদাদিগকে * খুর্দ্মা সহরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। খুর্দ্মা সহর তাহাদিগের শ্রীপাট হইবে।" বালা জোড়হস্তে কহিলেন, "মহারাজ সাহাজাদাগণ তলবণ্ডী রহিয়াছেন।" নানক উত্তর করিলেন, "যে প্রকারে হয় শীঘ্র তাহাদিগকে খুর্দ্মা সহরে লইয়া যাইতে হইবে।" গুরু নানক ও ভাই বালা দিল্লি নগরে উপনীত হইলেন। এখানে বাদসাহের একটি মৃত হস্তীকে অলৌকিক শক্তি সহকারে সজীব করিয়া দিয়া অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেন। এরূপ কথিত আছে, তথা হইতে তাঁহারা আপনাদিগের পৈতৃক বাসস্থান তলবণ্ডী গ্রামে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা তথায় উপনীত হইলেন তখন রাত্রি চারি দণ্ড হইয়াছিল। সিন্ধুদিগের কূপের নিকট গুরুজী গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বালাকে কহিলেন, "ভাই বালা, তুমি আর কাহাকে কোন সংবাদ দিও না, গোপনে গিয়া মর্দ্দানার পুত্রদিগকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" ভাই বালা তৎক্ষণাৎ মর্দ্দানার গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গৃহের বহির্ভাগ হইতে মর্দ্দানার পুত্রদিগকে ডাকিবামাত্র তাহারা বাহিরে আসিয়া দেখে যে, তাঁহাদিগের পিতার ধর্ম্মবন্ধু বালা আসিয়া গৃহে উপনীত। এই অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভক্তির সহিত বালাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগের পিতৃদেবের কুশল বার্ত্তা ও তিনি কোথায় তাহা ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। বালা তাঁহাদিগের কথায় কোন উত্তর না দিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, "গুরু নানক তাঁহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ডাকিবার জন্য গুরু তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।" মর্দ্দানার পুত্রগণ গুরুর নাম শুনিবামাত্র আস্তেব্যস্তে বালার সহিত নানকের নিকট উপনীত হইয়া প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গুরু নানক বলিয়া উঠিলেন, "ভগবানের শুভ ইচ্ছায় তোমাদিগের পিতা এখন কালের বন্ধন কাটিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি

---

* সাহজাদা অর্থে রাজপুত্র। শিখদিগের গুরুবংশীয়দিগকে এই রূপ সম্বোধন করা হইয়া থাকে।

এখন তোমাদিগকে পুরস্কার দিয়া সুখী করিব। মর্দ্দানার পুত্রগণ উত্তর করিলেন, "আমাদিগের পিতাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন কৃপা করিয়া আমাদিগকেও পুরস্কারস্বরূপ এখন সেই রত্ন প্রদান করুন, আমরা অন্য ধন চাহি না।" তাঁহারা আরও বলিলেন "হে গুরুজী, আমাদিগের পিতা যেখানে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন আপনি আমাদিগকে তথায় লইয়া চলুন, সে স্থান দর্শন করিলেও আমাদিগের প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইবেন।" গুরুজী বলিলেন, "এক্ষণে বৃথা কালক্ষেপণে প্রয়োজন নাই। ভাই বালা, এখনই চল আমরা সাহজাদাদিগকে খুর্ম্মা সহরে লইয়া যাই।" গুরু নানক তলবণ্ডী হইতে লাহোর নগরে উপনীত হইলেন। সেই দিন রাত্রিতে রেবতী নদীর পরপারে সাহাদারা নামক গ্রামে রাত্রি যাপন করিলেন। পরে শিয়ালকোট নগরে গমন করিলেন। তথা হইতে ক্রমে সকলে খুর্ম্মা সহরে উপনীত হইলেন। একটি বিশেষ স্থানে আসিয়া গুরু নানক মর্দ্দানার পুত্রদিগকে কহিলেন, "হে সাহাজাদাগণ, এই দেখ তোমাদিগের পরলোকগত পিতার সমাধি।" মর্দ্দানার পুত্রগণ এই সমাধি দর্শন করিলেন, অতি ভক্তির সহিত প্রণিপাত করিলেন। গুরু নানক কহিলেন, "হে সাহাজাদাগণ, তোমাদিগের পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, আমার ইচ্ছা তোমরা সপরিবারে এই স্থানে আসিয়া বাস কর, তোমাদিগের শ্রীপাট এই স্থান হইবে।" মর্দ্দানার পুত্রগণ কহিলেন, গুরুজী, আপনি কোথায় থাকিবেন? আমাদিগের আশ্রয় আপনা হইতে স্বতন্ত্র হইলে আমাদিগের গতি কি হইবে?" নানক বলিলেন, "আমি অন্য স্থানে যাইব, কিন্তু তোমরা যখনই আমাকে স্মরণ করিবে আমি তোমাদিগের অন্তরে উপস্থিত হইব। আমা হইতে তোমাদিগের স্বতন্ত্র হইতে হইবে না।" মর্দ্দানার পুত্রগণ আপনাদিগের পরিবার আত্মীয় বন্ধুদিগকে লইয়া খুর্ম্মা সহরে অধিবাস করিলেন।

তীর্থ ভ্রমণান্তর নানকের কর্ত্তারপুরে বাস।

গুরু নানক বৈরাগ্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তারপুরে সমাধির অবস্থায় প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে এক দিন তিনি নিরাকার পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, "হে

নানক, তুমি আপন শরীরকে কেন এত কষ্ট দিতেছ? আমার ইচ্ছা তোমার শরীর দ্বারা আমি আমার কার্য্য সম্পন্ন করিব। তোমার ইচ্ছামত কিছুই হইবে না। যেরূপ আমার ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন করিতে হইবে। তুমি আপন শরীরকে আর কষ্ট দিও না। তোমার যত দুঃখ ও কষ্ট তাহা আমারই দুঃখ ও কষ্ট।" এই কথা শুনিয়া বাবা নানক উত্তর করিলেন, "হে নিরাকার পরব্রহ্ম, আমি কোন্ কীটানুকীট যে আমি নিজ ইচ্ছামত চলিব।" পরমেশ্বর বলিলেন "হে নানক, তোমাতে আর আমাতে কোন প্রভেদ নাই, যাহা কিছু তুমি কর তাহা তোমার দ্বারা হয় না, আমারই দ্বারা হইয়া থাকে।" তদনন্তর পরমেশ্বর বলিলেন, "তুমি এখন সন্ন্যাসীর বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের ন্যায় বস্ত্র পরিধান কর।" গুরু নানক এই প্রত্যাদেশ পাইয়া কর্ত্তারপুরে গৃহস্থের ন্যায় পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত দিন যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরেই ভাই বালাসহ তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে তিনি কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, কাশী, গয়া, জগন্নাথ, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কাশীতে পণ্ডিতদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং অনেকে "সত্য নামে" দীক্ষিত হইয়া গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে উপনীত হইয়া এক দিন মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া আছেন এমন সময় জগন্নাথের আরতি হইতেছিল, আরতির সময় সকল লোক দণ্ডায়মান হইয়া ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল, কিন্তু নানক এক স্থানে বসিয়া সমাধিমগ্ন ছিলেন। আরতি অন্তে জগন্নাথের পাণ্ডা আসিয়া নানককে এরূপ অসম্ভ্রম প্রদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা ও তজ্জন্য ভৎর্সনা করিলেন। নানক উত্তর করিলেন "উপাস্য দেবতার দুই প্রকার আরতি হইয়া থাকে। এক প্রকার আরতি মানুষ তাঁহাকে মুখের বাক্য ও বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা করিয়া থাকে, আর এক প্রকার আরতি ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভক্ত দ্বারা করাইয়া থাকেন। কিরূপ আরতির কথা আপনি আমাকে বলিতেছেন? আপনারা যাহা করিতেছেন তাহাতে জগতের নাথ, সেই ভূমা পুরুষের আরতি হয় না।" এই সময় গুরু নানক রাগ ধনেশ্বরীতে "গগনমে থাল্ রব চন্দ দীপক বনে" আরতীর যে শব্দ আছে তাহা উচ্চারণ দ্বারা প্রকৃত জগন্নাথকে সমস্ত প্রকৃতি ও ভক্ত আত্মা কিরূপ আরতি করিয়া থাকে তাহা

বর্ণন করিলেন। গুরু নানকের কথোপকথন শুনিয়া অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া "সত্য নামে" দীক্ষিত হইলেন। গুরু নানক জগন্নাথক্ষেত্র হইতে অযোধ্যা তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। পথে ব্রাহম নামক জনৈক মোগল সাধুর সহিত তাঁহার ধর্ম্মালাপ হয়। ধর্ম্মালাপে হিন্দু ও মুসলমান যে এক, সকলেই এক ঈশ্বর পিতার সন্তান তিনি যে সকলের নিকটে সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। শেখ ব্রাহম ও তাঁহার শিষ্যগণ নানকের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গুরু নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির সাধুদিগকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন ও সমান ভাবে তাঁহাদের সকলের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেন। নানক হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের তীর্থ পর্য্যটন করিতেন। তিনি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তত্রস্থ হিন্দু সাধু ও মুসলমান পির ও ফকিরদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া অবশেষে কর্ত্তারপুরে যাত্রা করিলেন।

পরে গুরুনানক ও ভাই বালা পক্ষকারাক্কাবেনামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। পক্ষকারাক্কাবেতে নানকের শ্বশুর মুলা চোলার গৃহ। নানক একটি প্রান্তরে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। নানকের আগমনবার্ত্তা তাঁহার শ্বশুর মুলা শ্রবণ করিয়া গ্রামের ভূম্যধিকারী অজিতকে জ্ঞাপন করিলেন। অজিত কহিলেন "মুলা, অনেক দিন পরে নানক এখানে আসিয়াছেন। আমাদিগের অত্যন্ত সৌভাগ্য, তুমি উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী লইয়া গিয়া নানককে ভোজন করাইয়া এস, এবং তাঁহার বস্ত্রসম্বন্ধে সংবাদ লইও, বস্ত্র না থাকিলে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিও।" মুলা খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া নানকের নিকট লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নানককে আপন জামাতা জ্ঞান করিয়া সৌজন্য সহকারে তাঁহাকে তাহা আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। নানক তাহা ভোজন করিতে অস্বীকার করিলে মুলা অপমান বোধ করিয়া নিরাশ চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ভূম্যধিপতি অজিত নানকের বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। তিনি নানককে পরম সাধু এবং ঈশ্বরের চিহ্নিত ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন। নানককে ভক্তির চক্ষেও দর্শন করিতেন, মুলার ন্যায় তিনি তাঁহার সহিত সংসারের মায়ার সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন না। নানক তাঁহার গৃহের এত সন্নি-

কষ্ট আসিয়া যে অভুক্ত চলিয়া যাইবেন ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমি ভক্তির সহিত আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিজে মস্তকে করিয়া লইয়া গেলে ভক্তবৎসল নানক আমার ভক্তির উপহার যে অগ্রাহ্য করিবেন, আমাকে নিরাশ করিবেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি মনে করিলেন নানকের যে প্রকার স্বভাব তাহাতে তাঁহাকে নিরাশ করিবার ক্ষমতা নাই। এই ভাবের উপর নির্ভর করিয়া অজিত গৃহ হইতে উৎকৃষ্ট ভোজ্য বস্তু সকল মস্তকে বহন করিয়া লইয়া গেলেন। অজিত আহার্য্যসামগ্রী সকল ভক্তির সহিত নানকের সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইবা-মাত্র নানক তাঁহার ভাব ভক্তি দেখিয়া আগ্রহের সহিত তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে নানকের শ্বশ্রূ চন্দ্ররাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নানকের সন্ন্যাসীর বেশ ভূষা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন। গৃহে তাঁহার কন্যা যে সধবা হইয়াও বিধবার ন্যায় দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা তিনি আজীবন ভুলিতে অক্ষম ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নানক, তুমি সুখাদ্য পরদ্রব্য গুলি সুখে ভোজন করিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু তোমার পত্নী ও সন্তানগণ কি ভোজন পান করে, সে বিষয় একবারও চিন্তা করিতেছ না। পরিবারবর্গের ভার ছাড়িয়া দিয়া এ প্রকার সন্ন্যাসী হইয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে বড় সুখের কাজ। এখন আমার কন্যার ভার লইয়া গৃহে গমন কর।"

নানক চন্দ্ররাণীর কথা শ্রবণ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। এই সময় গুরুনানকের পত্নী মাতা চৌনী এবং কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাস আসিয়া নানকের পদপ্রান্তে অবলুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহাদের নেত্রজলে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আর্দ্র হইয়া গেল। মাতা চৌনী অত্যন্ত দুঃখ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "হে স্বামিন্, আমি দেখিয়াছি আপনার নিকট অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য স্থিতি করে, আমরা আপনার পরিবারবর্গ, এখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপনার সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লউন। আপনি অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, এখন ইচ্ছা হইলে গৃহে অবস্থিতি করুন। আমাদিগকে আপনার পদপ্রান্তে রক্ষা করুন।" গুরু নানক পত্নীর কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, অন্নবস্ত্রহীনতা আমার চিরসঙ্গী, যদি তুমি অন্ন বস্ত্রের আশা ছাড়িতে

পার, তবে আমার সঙ্গে থাকিতে পার।" পতির কথা শ্রবণ করিয়া চৌনী কর-যোড়ে উত্তর করিলেন, "আপনাকে পাইলে আমি ভাগ্যবতী হইয়া যাইব, আমার অন্ন বস্ত্রে প্রয়োজন কি?" এই সময়ে গুরু নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ আসিয়া নানকের নিকট প্রণিপাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "পিতৃষ্বসা নানকী এবং তাঁহার পতি জয়রাম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।" নানক উত্তর করিলেন, "এ জগৎ পান্থশালার ন্যায় অস্থির, একদিন আমাদেরও এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।"

উৎকৃষ্ট বস্ত্র লইয়া মুলা নানককে তাহা গ্রহণ করিবার জন্ম এবং ভূস্বামী অজিত অশ্ব লইয়া নানককে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগি-লেন। নানক কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছায় সেই প্রান্তরে একটী ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইল: দলে দলে লোক আসিয়া উপদেশ শ্রবণ ও সাধু দর্শন করিতে লাগিল। নানক এইস্থানে এক মাস অবস্থিতি করিয়া জীবদিগের উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গুরু নানক এক দিন ভাই বালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই বালা, কত দিন পরে আমরা আবার এই নগরে আসিলাম, তাহা কি বলিতে পার?" বালা অত্যন্ত সরলচিত্ত লোক ছিলেন, গুরু নানক ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না, তিনি বলিয়া উঠিলেন "মহারাজ, ও সমস্ত কথা আমি জানি না, আপনি বলিয়া দিন।" নানক উত্তর করিলেন, "আঠার বৎসর কাল আমরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম। আঠার বৎসর পরে আবার এদেশে আসি-য়াছি।" গুরু নানকের অভিপ্রায়ানুসারে তৎপত্নী চৌনী ঠাকুরাণী, শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস, ভাই বালা সহ কর্ত্তারপুরে আগমন করিলেন। এই স্থানে ইষ্টক-নির্ম্মিত ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইল। নানকও এই স্থানে স্ত্রী পুত্র সহ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তলবণ্ডী হইতে বৃদ্ধ পিতা কালু ও বৃদ্ধা মাতা ত্রিপতাকে আনাইবার জন্ম ভাই বালাকে প্রেরণ করিলেন। নানকের পিতা মাতা বালাকে দেখিবা মাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। একমাত্র পুত্র নানক আর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন না ভাবিয়া কত হাহুতোশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা বলিতে লাগিলেন, "বালা, আমার নানককে এক বার দেখাও, সে যে আমাদিগের বৃদ্ধবয়সের যষ্টিস্বরূপ। আমাদের সংসারে আর কে আছে?"

বালা অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনাদের পুত্র সেই অপরূপ নানক এখন কর্ত্তারপুরে আসিয়াছেন। পত্নী ও পুত্রগণকে তথায় আনাইয়াছেন, তিনি এখন গৃহবাসী হইয়াছেন, আপনাদিগকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, আপনারা অবিলম্বে যাত্রা করুন।" নানকের খুল্লতাত ভাই লালুও অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। বালার প্রমুখাৎ শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রথমে মাতা ত্রিপতা ও মহিতা কালু তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে কর্ত্তারপুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বালা বার বার অনুরোধ করায় তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন, এবং কর্ত্তারপুরে শুভযাত্রা করিলেন। তথায় আসিবামাত্র এত কালের পর নানককে দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। নানক তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহারা দুইজনেই পর্য্যায়ক্রমে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন করিলেন। নানকপত্নী চৌনী ও পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া চরণবন্দনা করিলেন। কালু ও ত্রিপতা সকলকে উপযুক্তরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। কালু কহিলেন, "বৎস নানক, তোমার আর এ প্রকার সন্ন্যসীর বেশ দেখিতে পারি না, তুমি সংসারে অন্যান্য লোকদিগের মত শুভ্র বস্ত্রাদি পরিধান কর, সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ কর, ললাটে তিলক পরিধান কর। নিকটে এক জন পীর অবস্থিতি করেন, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিয়া থাকেন,দেশ দেশান্তর হইতে লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকে; চল আমরা তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" নানক কহিলেন, "পিতা মহাশয়, হরিনাম ব্যতীত সমস্তই বৃথা।" কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারের বন্ধন কি করিলে বিনষ্ট হয়?" নানক উত্তর করিলেন, "এক সদ্‌গুরুকে দর্শন করিলেই সমস্ত সংসারের বন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায়। সদ্‌গুরু হরিনামরূপ মহারত্ন দান করেন। হরিনামে বিশ্বাস ও হরিনাম পূজা করিলে জীব শুদ্ধ হইয়া যায়।" কালু উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি কখন হরিনাম স্মরণ করে নাই, আজীবন কোন সৎকর্ম্ম করে নাই, কেবল সংসার সংসার করিয়া যাহার জীবন চলিয়া গিয়াছে, তাহার অন্তে কি অবস্থা হইবে?" নানক উত্তর করিলেন, "অন্তে তাহার মহাদুঃখ হইবে, তথায় কোন চতুরতাই কোনরূপ সহায়তা করিতে সমর্থ হইবে না।"

সেই পুরাতন সংসারাসক্ত কালুর মনে ঈশ্বর প্রসাদে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। যাঁহার পুত্রের গুণে ও অমৃতময় দৃষ্টিপ্রভাবে জগতের অসংখ্য লোকের মনের মায়া মোহ অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাঁহার মন যে চিরকালই অন্ধকারে অবস্থিতি করিবে, তাঁহার একটা কোন সদ্গতি হইবে না, তাহা কখন সম্ভবপর নহে। কালু কহিলেন, "সমস্তই সত্য কথা, তুমি মহাপুরুষ পুত্র হইয়া আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি এত দিন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। এখন, হে পুত্র, তোমার এই বৃদ্ধ পিতা মাতার কি দশা হইবে? আমরা কখন পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করি নাই।" গুরু এই কথা শুনিবামাত্র অনুরাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদিগের জন্য কোন চিন্তা নাই, আমার যে অবস্থা তোমাদেরও সেই অবস্থা হইবে।" এই অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কালুর মনের পাপ ও সংসারের ভয় ও ভার সমস্ত চলিয়া গেল। স্বর্গের জ্যোতি দিব্যজ্ঞান ও বিনয় আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। নানক যে তাঁহার পুত্র সে সাংসারিক সম্বন্ধ তৎকালে তিনি ভুলিয়া গেলেন, তিনি তাঁহার মধ্যে কেবল দেবত্বই অবলোকন করিলেন। তিনি বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সহিত নানককে প্রণিপাত করিলেন। মাতা পিতার প্রতি গুরু নানক প্রসন্ন হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বাগুরু নাম মন্ত্র দিয়া তাহা জপ করিতে বলিলেন। পিতার আদেশ পালনের জন্য সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং গৃহস্থের বেশে পরিবারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে শিষ্য সকল আসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্তারপুরে অষ্ট প্রহর পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গ হইতে লাগিল। কর্ত্তারপুর প্রকৃতরূপে পুণ্যধাম হইয়া উঠিল, এবং দলে দলে লোক সকল তথায় আসিয়া পুণ্যশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

নানক ও বাবর সম্রাট্।

গুরুনানক পুনরায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট্ বহরম খাঁ

লোদী ছিলেন। তত্রস্থ অনৈক ক্ষত্রিয় রাজকর্ম্মচারী নানকের হিন্দু-রীতিবহির্ভূত কার্য্য সকল দেখিয়া তাঁহার প্রতি হিংসাপরবশ হইয়াছিল। সেই ব্যক্তি সম্রাটের নিকট নানকের নানা প্রকার নিন্দা রটনা করিয়া নানককে বন্দী করিয়া দিল। নানক বন্দীদিগের সহিত কিছু দিন বাস করিলে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বন্দীদিগের রক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী তদ্বিষয় সম্রাট্‌কে জ্ঞাপন করেন, তাহাতে সম্রাট্ তাঁহাকে মুক্তি দেন। নানক মুক্ত হইয়াও দিল্লি পরিত্যাগ করেন নাই,তিনি তথায় সাত মাস ও সতের দিবস অবস্থিতি করিয়া বন্দীদিগের মধ্যে ও অপরাপর লোকদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই সময়ে বহরম খাঁ লোদি পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর সপ্তম দিনে বাবর সম্রাট্ দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে অত্যন্ত অনিয়ম ও লোকের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, কত নিরপরাধী ব্যক্তিকে যে অকারণে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, কত লোক যে বিনা অপরাধে ভয়ানক অত্যাচর, নিপীড়ন সহ্য করিয়াছিল তাহার গণনা নাই। এই অত্যাচারের সময়ে গুরু নানককে আবার বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। নানক বন্দীদিগের সহিত কারাগারে নীত হইলেন। ভাই বালা নানকের সহিত একত্র কারারুদ্ধ হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। নানক বালাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "দেখ বালা, প্রভুর রঙ্গ ও তামাসা। আমি যে দিন এই কারাগার হইতে বাহিরে যাইতে না যাইতেই আবার তিনি আমাকে এখানে আনিলেন।" নানকের ভাব ভঙ্গী ও জীবন দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া কারারক্ষক ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন। সাত দিন নানক কারাগারে বন্দীদিগের সহিত অবস্থিতি করিলে কারারক্ষক ও নগররক্ষক এক যোগে বাবর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত সম্ভ্রম সহকারে নিবেদন করিল, "প্রভো, যে সমস্ত বন্দীকে এ বার কারাগারে আনা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নানকনামে একজন ফকীর আসিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধী, তিনি একজন প্রকৃত বৈরাগী, তাঁহার জীবন অত্যন্ত উচ্চ, তাঁহাকে কখন বন্দীদিগের মধ্যে রাখা উচিত নহে।"

বাবর সম্রাট্ এই কথা শ্রবণ করিয়া নগররক্ষককে আদেশ করিলেন,

"তুমি এই ফকীরকে খুব সম্ভ্রম সহ লইয়া আইস।" নগররক্ষক এতদনুসারে নানকের নিকট কারাগারে গিয়া সম্ভ্রম সহ বলিলেন, "হে সত্য ফকীর, বাবর সম্রাট্ আপনাকে ডাকিয়াছেন, আপনার এখনই যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া নানক বালা সহ যাত্রা করিলেন। বাবর নানককে দেখিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নানক বলিলেন, "প্রশংসনীয় এক পরমেশ্বর, তিনি অনন্ত, কত মোহম্মদ তাঁহার দ্বারে তাঁহার অন্ত না পাইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। কেবল তিনিই পুণ্যের আকর আর সকলি অপুণ্য।" বাবর এই রূপ বলিলেন, "কি, আমাদিগের প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ কি পাপী ছিলেন?" নানক উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি পরস্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে, সে কখন পবিত্র নহে। যে ব্যক্তি কামরিপুরূপ সয়তানের বশীভূত, সে কখন সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" বাবর সম্রাট্ নানকের কথা ও ভাব দেখিয়া অবশেষে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। নানাক নিশ্চিন্ত মনে কেবল একমাত্র ঈশ্বরেরই প্রশংসা করিতে সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিলেন। বাবর বলিলেন, "পরমেশ্বর কেবল নিশ্চিন্ত ভাবে আদেশ প্রচার করেন, চিন্তাই আমাদের ধর্ম্ম।" সম্রাট্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু, তুমি কাহার শিষ্য? তোমার গুরু কে?" নানাক উত্তর করিলেন, "এক নিরাকার পরমেশ্বরই আমার সদ্গুরু, আমি যাহা কিছু শিক্ষা করি, তাঁহারই নিকট শিক্ষা করি।" সম্রাট্ নানকের কথা ও ভাবে মোহিত হইয়া বলিলেন, "হে নানক, তুমি কিছু অর্থ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করি।" নানক উত্তর করিলেন, "সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের অর্থে পরিপূর্ণ, আমি তাঁহার পুত্র, তাঁহাতে সকলি সমর্পণ করিয়া সেই সমস্ত অর্থের উত্তরাধিকারী হইয়াছি। সকলেই সেই অর্থ সম্ভোগ করিতেছে। আমার আর কোন অর্থের প্রয়োজন নাই।" এই সমস্ত কথার পর গুরু নানক বাবর সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গুরু নানকের সিন্ধুদেশ ভ্রমণ।

গুরু নানক বাবর সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে পথ মধ্যে একটি গ্রামে মালোনামক একজন সূত্রধরের গৃহে উপনীত হন। তথায় উবারা খাঁ নামে এক জন এবং অপর অনেক গুলি মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হন, গুরু নানক তথায় একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন। তিনি হিন্দুকে হিন্দুর মত এবং মুসলমানকে মুসলমানের মত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হিন্দুগণ কৃষ্ণের পূজা করিতেছে, এবং মুসলমানেরা মহম্মদকে মানিতেছে, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই মানিতেছে না। সকলেই তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা উভয় জাতি সমান, ঈশ্বরের সন্তান।" গুরু নানকের ধর্ম্মপ্রচারে এই গ্রামে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। নানক এই গ্রাম হইতে বিদায় লইয়া পক্ককারাব্বাবে গ্রামে উপনীত হইলেন। এই গ্রামে তাঁহার শ্বশুরভবন, তিনি গ্রামের প্রান্তরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তত্রস্থ ভূস্বামী অজিত নানকের এক জন পুরাতন সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি নানকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া ব্যস্তে ব্যস্তে আসিয়া নানকের পদতলে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকারে তৎপ্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানক তাঁহাকে নানা সান্ত্বনা ও উপদেশ দান করিয়া পক্ককারাব্বাবে ত্যাগ করিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে নানক সিন্ধুদেশে গমন করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, নানক সিন্ধুদেশে কখন গমন করেন নাই। সিন্ধু দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার শিখধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, তথাকার লোকদের মনে শিখগ্রন্থসাহেবের প্রতি যে প্রকার বিশ্বাস ও শিখ পুরোহিতদিগের প্রতি যেরূপ ভক্তি অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে নানক যে উক্ত প্রদেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হয় না। বাস্তবিক তথায় শিখধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নানক সিন্ধুদেশে অনেক লোককে উপদেশ দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি গৃহে গৃহে অকাল পুরুষ পরব্রহ্মের নাম প্রচার করেন; তথায় অনেক সাধু ভক্তের সহিত ধর্ম্মালাপ করেন। সেখ ফরিদ নামে যে প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুর বাণী গ্রন্থসাহেবের কলেবরভুক্ত করা হইয়াছে,

তিনি এই দেশীয় সাধু। সেখ ফরিদের বাণী সকল অত্যন্ত জীবনপ্রদ। ধর্ম্মানুরাগে পরিপূর্ণ। তিনি মুসলমান হইলেও তাঁহার বাণীসকল শিখগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, এবং কণ্ঠস্থ করিয়া সুরতানে অতিশয় ভক্তির সহিত গান করেন। সেখ ফরিদের বাণী আদি গ্রন্থে ভূষণরূপে স্থিতি করিতেছে। তাঁহার বংশের বহিরাম নামে এক জন পরম সাধুর সহিত নানকের ধর্ম্মালাপের কথা জন্মসাক্ষী গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। নানকের সঙ্গ লাভ করিয়া তিনি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন। শিখদিগের আদি গ্রন্থে আশাবাক্য আশাদি বার) নামে যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ শব্দনিচয় আছে, কথিত আছে তাহা গুরু নানক এই স্থানে বহিরামের সহিত প্রসঙ্গ উপলক্ষে উচ্চারণ করেন।

নানক সিন্ধুদেশ হইতে কর্ত্তারপুরে আগমন করিয়াছিলেন। কর্ত্তারপুরে গৃহস্থের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপদেশ দ্বারা শত শত লোকের উপকার করিতে লাগিলেন। দূরদেশ হইতে দলে দলে লোক সকল তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। যে সকল লোক নানকের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে লহিনা নামে এক জন ক্ষত্রিয়তনয় ছিলেন। লহিনার রূপলাবণ্যে এমন একটি জ্যোতি নানকের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা তিনি তাঁহাকে আপনার অন্তঃপুরের স্ত্রী পুত্র পরিবার হইতেও আত্মীয় বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্র পরমাত্মীয় বলিয়া একেবারে বুঝিয়া লইয়াছিলেন; ধীবর জেবিডি তনয়দ্বয় জেম্‌স ও জনকে দেখিবামাত্র যিশুখ্রীষ্ট যে প্রকার আপনার লোক বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন, লহিনা ক্ষত্রিয়কে দেখিবামাত্র গুরু নানক তদ্রূপ আপনার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকল অপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অন্য সকল লোক হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া লহিনা তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইলেন। ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার সকল তৎপ্রদেশের লোকেরাই বুঝিতে পারেন। লহিনাও নানকের কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী, রূপলাবণ্যের মধ্যে এমন একটী মোহিনী শক্তি অনুভব করিলেন যে নানককে দেখিবামাত্র একটি অব্যক্ত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি নানকের প্রেমে চিরবন্দী হইয়া পড়িলেন, আর গৃহ স্ত্রী পরিবার তাঁহার নিকট আকর্ষণের পদার্থ বলিয়া বোধ হইল না। লহিনা নানকেরই নিকট অবস্থিতি করিলেন; দেহ মন প্রাণ দিয়া নানকের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এই লহিনা নানক

কর্ত্তৃক শিখদিগের দ্বিতীয় গুরুর পদে অভিষিক্ত হইবেন, এবং নানকের দেহত্যাগে তিনিই শিখদিগের নেতা হইবেন।

ভগবানের স্তোত্র ও জপজী প্রচার।

এক দিন গুরুনানক কর্ত্তারপুরের গৃহে বসিয়া ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিলেন যে, সংসারের কোন জীবই নিরাকার পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেছে না, সকলেই সংসারের ভাবনা ও সংসারের সেবায় মগ্ন আছে। লিখিত আছে, শ্রীপরমেশ্বর শ্রীগুরুজীকে আপনার সমীপে লইয়া গেলেন। গুরু নানক তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শ্রীভগবান্ সমস্ত জীব জন্তুর অন্নবস্ত্রবিধান জন্য মহাব্যস্ত এবং চৌরাশি লক্ষ জীবের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিপতিত। সকলেই পরমেশ্বরের বন্দনা করিতেছে। তখন নিরাকার পরমেশ্বর আদেশ করিলেন, "নানক, তুমিও আমার নাম গান কর।" নানক উত্তর করিলেন, "পঞ্চভূতনির্ম্মিত অপবিত্র শরীরধারী আমি, কি প্রকারে আমি তোমার নাম গান করিব? সমস্ত সৃষ্টি যখন তোমার নাম গান করিতেছে, তখন আমি তোমার সম্বন্ধে গান করিতে অশক্ত। যে ব্যক্তি তোমার নাম গান করে, আমি তাঁহার মহিমা গান করিব।" নিরাকার পরমেশ্বরের ক্রমাগত আদেশে নানক তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং পরব্রহ্ম নানকের সম্মুখে তাঁহার নামরূপ অন্ন প্রদান করিলেন, তাহা নানক আহার করিলেন, এবং বার বার প্রণাম করিয়া তিনি স্বর্গীয় বল ও উৎসাহের সহিত ভগবানের নাম গানে আরও প্রবৃত্ত হইলেন। নানক বলিতে লাগিলেন, "নিরাকার পরব্রহ্ম, সকলেই তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে মহান্ পুরুষ বলিয়া তোমার প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তোমার স্তব করিতেছি। তুমি সত্য সত্যই অপার, অগম্য, অগোচর, অনন্ত। তোমার মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না। তোমার স্তুতি যে করে সে ব্যক্তি তোমার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তুমি মহান্ প্রভু, গভীর হইতে সুগভীর, তুমিই প্রকৃত গুণগ্রাহী। তোমার মহিমা কেহ বুঝিতে পারে না। যত সুন্দর বস্তু, যত মূল্যবান্

বস্তু আছে, তোমা হইতেই তাহারা সমস্ত সৌন্দর্য্য এবং মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানী ও যোগী তোমার মহিমা গাইতে গাইতে পরিশ্রান্ত হইতেছেন, তোমার গুণ গান করিয়া তিল মাত্র শেষ করিতে পারিতেছেন না। যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মঙ্গল আছে, তাহা তোমারই, এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধ পুরুষদিগের মহত্ত্ব হইয়াছে। তোমা ব্যতীত কোন বিষয়ে কাহার সিদ্ধিলাভ হয় নাই। সকল সিদ্ধির মূল তুমি।" নিরাকার ব্রহ্ম আরও বলিলেন, "হে নানক, আমি তোমার স্তুতিবাদে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তুমি তাহা আরও কর।" এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বাবা নানক 'সোদর শব্দ * উচ্চারণ করিলেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে হরি নামে মত্ততা আছে। এই নামে ভক্ত মত্ত হইয়া বার বার ইহা উচ্চারণ করেন। যতই উচ্চারণ করেন, ততই তাঁহার নামোচ্চারণে মত্ততা বৃদ্ধি হয়, এবং যাঁহার নাম উচ্চারিত হয় সেই ভগবান্‌ও নিজ নাম ভক্তমুখে শুনিয়া মত্ত হইয়া উঠেন। ভক্ত যত নামোচ্চারণ করেন, ততই ভগবান্ ও তাহা শুনিবার জন্য মত্ত হন, এবং ভক্তকে বার বার তাহা করিতে অনুরোধ করেন। স্বর্গ এই রূপই মত্ততার স্থান। এই জন্য ব্রহ্মসঙ্গীতে উক্ত হইয়াছে ;—

"স্বর্গেতে পাগলের মেলা. যেমন গুরু তেমনি চেলা, প্রেমের খেলা, কে বুঝিতে পারে।"

"তুমি প্রেমে উন্মাদিনী, পাগলের শিরোমণি," ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "নানক, আমি তোমার মুখের কীর্ত্তন যতই শুনি, ততই প্রীত হই, আমার আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি নীরব হইও না।" নানক উন্মত্ত হইয়া একটি শ্লোক † উচ্চারণ করিয়া ভগবানের অপার মহিমা ও মহত্ত্ব গান করিলেন। কথিত আছে পরব্রহ্ম এই শ্লোক শুনিয়া গুরু নানককে আপন স্তুতিবাদরূপ অন্ন ভক্ষণ করাইলেন, এবং বলিলেন, "হে ভক্ত নানক, এই অন্ন ভক্ষণ করিলে অনন্ত কালের জন্য তোমার আর ক্ষুধা তৃষ্ণা, দুঃখ পীড়া থাকিবে না। তুমি এখন

---

* সোদর কেহা সোদর কেহা ইত্যাদি—জপজী পুঁথি।

† যদি যদিবাই বা বক্তা নউ, ইত্যাদি।

এইরূপ মমতা লইয়া সংসারে ফিরিয়া যাও; তথায় যে সঙ্গতী স্থাপিত হইয়াছে তাহার তত্ত্বাবধান ও সেবা কর। যে কেহ তোমার মত কীর্ত্তন করিবে, তাহা শুনিবে বা অন্যকে শুনাইবে আমি তাহাকে মুক্তি দান করিব। তুমি আমার হইলে এবং আমি তোমার হইলাম। তোমাতে এবং আমাতে আর কোন প্রভেদ রহিল না।" বাবা নানক নিরঙ্কারী বিনীত ভাবে পরব্রহ্মকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কর্ত্তারপুরে চলিয়া গেলেন। নানকের জীবনগ্রন্থে এইরূপ ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহার প্রত্যাদেশ শ্রবণের কথা অনেক বার উল্লিখিত আছে। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে এইরূপ ঘটনা অধিকতররূপে বর্ণিত আছে। সংসারের লোকেরা এ সমস্তকে অলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সংশয়বাদিগণ এ সমস্তকে কপোলকল্পিত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিদ্রূপ করেন; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের নিকট এ সমস্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক সত্য ঘটনা বলিয়া উপলব্ধি হয়। এ সমস্ত গভীর যোগের কথা বাহিরের কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নহে। এই সকল আধ্যাত্মিক ঘটনা দ্বারাই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ যুগে যুগে আপনাদিগের নাম চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সংশয় করা অল্পবিশ্বাসের লক্ষণ।

গুরুনানক উপরিউক্ত ঘটনার পর নিজ গ্রামে আসিয়া প্রিয় শিষ্য অঙ্গদকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমরা এমনি করিয়া তাঁহার মহিমা গান করিব যে, পাপী পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলে তাহা শুনিয়া মুক্তিলাভ করিবে; গৃহপরিবারের মধ্যে কঠোর বৈরাগ্য স্রোত প্রবাহিত হইবে।" অঙ্গদ এই কথা শুনিয়া হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলেন, "হে বাবাজী, আপনার রসনা হইতে যাহা কিছু উচ্চারিত হইবে তাহাতেই জীবের কল্যাণ হইবে।" বাবা নানক কহিলেন, "জীব উদ্ধারের জন্ত একটি মন্ত্রের আবশ্যক হইয়াছে। এই মন্ত্র যাহারা পাঠ করিবে, তাহারা মুক্তিলাভ করিবে, বৎস, ইহার পর কেহ আমাকে দেখিবে, কেহ আমাকে দেখিবে না, তোমরা পরমেশ্বরের এমনি বন্দনা কর, যাহাতে জীব সকল একেবারে তাঁহাতে লীন হইয়া যায়। আমি শীঘ্র চলিয়া যাইব। এই জপজী * আমি রাখিয়া যাই-

---

* শিখ গ্রন্থের আদিপুস্তকের নাম জপজী। শিখমাত্রেই প্রতিদিন প্রাতে ইহা ভক্তির সহিত পাঠ করেন। জপজী পুথি গভীর আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ।

তেছি। আমার তিরোধানের পর যে মনুষ্য তাহা ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিবে, সে আমার সহিত মিলিত হইবে। পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত প্রাণীর মুক্তি নাই। সংসারের লোক মায়ায় মুগ্ধ, মায়াই ভগবানের সহিত তাহাদিগকে মিলিত হইতে দিতেছে না। অতএব নাম জপ বিনা প্রাণীর গতি নাই। নাম মুক্তিপথের সোপান। জীবকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবার জন্য আমার প্রতি ভগবানের আদেশ হইয়াছে।" অঙ্গদ উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা জপ করিতে করিতে বলিবেন তাহাই জপ করা হইবে।" গুরু নানক জীব উদ্ধারের জন্য পরব্রহ্মের আদেশে জপজী নামক পুথী প্রকাশ করিলেন। এই পুথীর প্রথম শ্লোকের অর্থ এইরূপ,* "১ ওঁ তাঁহার নাম সত্য, তিনি কর্ত্তা, পুরুষ, নির্ভয়, শত্রুবিহীন, কালাতীত, জন্মহীন, স্বয়ম্ভু, গুরুর প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করা যায়। আদিতে সত্য, যুগের আদিতেও সত্য, এখনও সেই সত্য এবং নানক কহেন ভবিষ্যতেও সেই সত্য থাকিবে।"

গুরু অঙ্গদ দেহ মন দিয়া গুরু নানকের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। গুরু-সেবার জন্য তিনি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শীত গ্রীষ্ম তাঁহার পথে কিছু মাত্র বিঘ্ন প্রদর্শন করিতে পারিত না। গুরু নানক রেবতী নদীতে তৃতীয় প্রহর রজনীর সময় স্নান করিতে যাইতেন। অঙ্গদ তাঁহার বস্ত্রাদি লইয়া সঙ্গে গমন করিতেন, এবং গুরুকে স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইতেন। যতক্ষণ গুরুর প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ না হইত তত ক্ষণ তিনি নদীকূলে প্রতীক্ষা করিতেন, এবং কার্য্যশেষে গুরুকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া আসিতেন। পঞ্জাব প্রদেশ শীতের জন্য বিখ্যাত, কথিত আছে তিনি এই শীতে সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। গুরু নানক তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া এক দিন বলিলেন "বৎস, তুমি আমার যেরূপ সেবা করিতেছ এজন্য তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। তোমার পুণ্যগুণে সমস্ত শিখমণ্ডলীর সদ্গতি হইবে। বাস্তবিক গুরুর অমোঘ বাক্য ফলবতী হইতেছে। যেখানে শিখধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তথায় দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, এবং শিখদিগের যে এত বিনয়, এত আধ্যাত্মিকতা, এত পরসেবায়

* ১ ওঁ সতি নামু করতা পুরখ নিরভউ নিরবৈর, অকাল মুরতি অজুনী সৈংভু গুর প্রসাদি জপু আদি সচু জুগাদিসচু হৈভি সচু নানক হোসিভি সচু ॥ ১ ॥

ভাব তাহা অঙ্গদের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও পুণ্যবলে সজ্জিত হইয়াছে। এই সময়ে গুরু নানকের নাম অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। লোক সকল বহুদূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। নানক যেখানে গমন করিতেন, সেইখানে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোক একত্র হইত। অবশেষে এরূপ হইয়া উঠিল যে ঈদৃশ লোকের জনতা নানকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। যথা তথা লোকের কৌতূহল দৃষ্টি তিনি বিষবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে এ অবস্থা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। শেষে এত দূর হইয়া উঠিল যে, দিবসে তিনি গৃহের বাহির হওয়া অসম্ভব মনে করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ গুরু গোরখনাথ নানককে দেখিবার জন্য প্রান্তরে আগমন করিলেন। লোকের কৌতূহল দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি নিশীথ সময়ে ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদকে সঙ্গে লইয়া গোরখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তথায় গোরখনাথের সঙ্গে অনেক সৎপ্রসঙ্গ হইল। গোরখ নাথ নানককে বলিলেন, "হে গুরু, তুমি অত্যন্ত বৃথা আড়ম্বর করিয়া বসিয়াছ, তুমি যেখানে গমন কর, এত লোক তোমার সঙ্গে কেন ভ্রমণ করে? তুমি বল দেখি এত লোকের মধ্যে কয় জন মনুষ্যকে তুমি মনের মত পাইয়াছ? আমি এত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু এক জন মনুষ্যও মনের মত পাইলাম না।" নানক উত্তর করিলেন, "মনের মানুষ কাহাকে বলে?" গোরখনাথ বলিলেন, "যাহার সঙ্গে অন্তরের মিল হয়, গুরু যেরূপ ঠিক তদ্রূপ শিষ্য হইবে। যে শিষ্য গুরুকে প্রকৃতরূপে জানে না, সেরূপ বৃথা শিষ্য রাখা অনেক দোষের কারণ। এই জন্য আমি একাকী থাকি, কোন শিষ্য নিকটে রাখি না।" গোরখ নাথের কথা গুলি নানকের অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি অঙ্গদকে বলিলেন, "বৎস অঙ্গদ, গুরু গোরখ নাথকে নমস্কার কর।" অঙ্গদ নমস্কার করিলে গোরখনাথ এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস, সুখী হও, তুমিও এক জন মহাপুরুষ হইবে।" নানক গোরখকে বলিলেন, "লোকের জনতা আমি কিরূপে পরিহার করিব, আপনি কিছু সদুপায় বলিতে পারেন?" গোরখ বলিলেন, "লোক-দিগকে এক বেলা মাত্র আহার দিও, তাহা হইলে তাহারা আপনাআপনি তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।"

এই কথার পর নানক গোরখ নাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যদিগকে প্রথমে নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রত্যেকে আদেশ করিলেন যে, যত শিখ তাঁহার নিকট থাকিবে সকলের জন্য কেবল এক বেলা অন্ন প্রস্তুত হইবে, অপরাহ্নে কেহ আহার পাইবেন না। শিখদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদিগকে পরিশ্রম সহকারে অন্ন আহরণ করিতে হইবে, সকলের কৃষিকার্য্য করিতে হইবে। আহারান্তে ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে সকলেই প্রান্তরে বহির্গত হও।" এই কথা শুনিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য উঠিয়া চলিয়া গেল। অল্প মাত্র শিষ্য অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে গুরুর নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু নানক পরে কহিলেন, "বৎসগণ, শস্য সকল প্রান্তরে সুপক্ক হইয়াছে, এখন তাহা কর্ত্তন করিয়া শস্যাগারে রক্ষা কর।" শিখগণ যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন তাহাতে গুরু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত শস্য শস্যাগারে সঞ্চিত হইল তখন গুরু নানক বলিলেন, "বৎসগণ, অগ্নি দ্বারা শস্যাগার দগ্ধ করিয়া দেও। আমি আসক্তির পরবশ হইয়া শস্য সকল উৎপাদন করি নাই।" শিখগণ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "হে গুরু, আমরা অশেষ দুঃখ সহকারে এই সমস্ত শস্য উৎপন্ন করিয়াছি, এখন আপনাদের হস্ত দ্বারা এই শস্যে কিরূপে অগ্নিসংলগ্ন করিব ?" এক জন শিখ গুরুর আদেশ মত শস্যাগারে অগ্নি সংলগ্ন করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া যে অল্পসংখ্যক শিখ গুরুর নিকট অবস্থিতি করিতেছিল তাহাদিগের মধ্য হইতে আবার অনেকে চলিয়া গেল। এখন শিষ্যদল নিতান্ত সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। শিখগণ গুরুর পদতলে গিয়া বার বার পতিত হইতে লাগিল। গুরু দেখিলেন, এখন যে সকল শিখ রহিয়াছে তাহাদিগকে কঠিনতর পরীক্ষায় নিপতিত করিতে হইবে। তিনি স্বহস্তে ছুরিকা লইয়া উন্মাদের ন্যায় শূকর ও কুক্কুর সকল তাহাদিগের সম্মুখে কাটিতে লাগিলেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া যে কয় জন শিখ নিকটে ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। "তপস্বী নানক উত্তম সাধু ছিলেন, এখন তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন," এই বলিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে চারিদিকে লোক আক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়

নানক একটি শব্দ দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "আমি নিজে কুকুর, আশা ও আসক্তি দুই কুকুরীর সহিত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি পাপী মৃতবৎ হইয়া আছি, আমি বিকৃত হইয়া আছি, হে ঈশ্বর, তোমার নামেতে সমস্ত সংসার তরিয়া যায়।" এই শব্দ শ্রবণ করিয়া যে অতি অল্পসংখ্যক শিখ তথা জড়ব হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল, সকলেই উৎসাহান্বিত হইয়া "গুরু গুরু" শব্দ বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

গুরু নানক শিষ্যদিগকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড কুড়াইয়া লইয়া তাহা সজোরে তাঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এরূপ ব্যাপার করিয়া তুলিলেন যে, এক জন শিষ্যও আর নিকটে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না, কেবল ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদ দুই জনে তথায় রহিলেন। এই সময়ে গুরু নানক আপন কটিদেশে কৌপীন, মস্তকে টুপি, গায়ে লম্বা জামা পরিধান করিয়া এবং যষ্টি হস্তে লইয়া উন্মাদের ন্যায় বাহির হইলেন, রাজপথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি শিখ হইলে সজোরে যষ্টির দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রায় সকল শিখ পলায়ন করিল, কেবল জন কয়েক মাত্র নিকটে রহিয়া গেল। ইহাদিগকে প্রহার করিতে আসিলে তাহারা বলিয়া উঠিল, "বাবাজী, আমাদিগকে বধ করিলেও আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিব না।" গুরু নানক বলিলেন, "তোমরা কয় জন শিখ আমার নিকট আছ?" শিখগণ বলিল, "গুরু, আপনার ভাবনা কি? আমরা অনেক লোক এখন আছি।" নানক বলিলেন, "যদি তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য হও, তবে আমার কথা শুন।" শিখগণ বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন আমরা তাহাই করিব।" নানক সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটি স্থানে কর্দমের মধ্যে একটি মৃত দেহ পড়িয়া আছে। এই শরীরে এরূপ দুর্গন্ধ হইয়াছিল যে, সে তল্লাটে লোক অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত না। নানক শিখদিগকে তথায় আনয়ন করিয়া আদেশ করিলেন, "আমার প্রকৃত শিখ ইহার মধ্যে যদি কেহ থাকে অবিলম্বে এই মৃত দেহ ভক্ষণ কর।" এই নিদারুণ কথা শুনিবা মাত্র শিখগণ পরস্পরের মুখা-

রোদন করিতে লাগিল, এবং ক্রমে একে একে সকলেই পলায়ন করিল, কেবল গুরু অঙ্গদ ও ভাই বালা তথা দাঁড়াইয়া রহিলেন। নানক তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও।" ভাই বালা এবং গুরু অঙ্গদ কহিলেন, "আমরা আপনার শিষ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" নানক তাঁহাদিগকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়া বলিলেন, "আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছ, কিন্তু আমার আদেশ পালন করিবে না? এক্ষণই এই মৃত দেহ ভক্ষণ কর।" ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদ অমনি মৃত দেহের নিকট বসিলেন। গুরু অঙ্গদ বলিলেন, "আমরা এখনই ভক্ষণ করিব, কিন্তু ইহার কোন্ অংশ প্রথমে আহার করিব?" নানক উত্তর করিলেন, "পদদ্বয় অগ্রে ভক্ষণ কর।" মৃতদেহ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। কথিত আছে, যেমন বস্ত্র উত্তোলন করিয়া গুরু অঙ্গদ তাহা ভক্ষণ করিতে যাইবেন, অমনি দেখেন বস্ত্রের মধ্যে মৃত দেহ নাই, উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য সামগ্রী রহিয়াছে। ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদ ইহা দেখিয়া গুরু নানকের চরণে বার বার অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। গুরু নানক গুরু অঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, যাহা ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার, এখন হইতে আমি যাহা তুমিও তাহা এবং তুমি যাহা আমিও তাহা। তুমি শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু হইলে, জগৎ তোমার শিষ্য হইবে, যেখানে তুমি থাকিবে আমিও তথায় অবস্থিতি করিব। তুমি সমস্ত শিখদিগের ভার গ্রহণ কর। যে তোমার নাম জপ করিবে আমি তাহাকে ধন্য করিব।" গুরু নানক এই সমস্ত কথা সমস্ত শিখমণ্ডলীমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন।

গুরু নানক ও ভাই লহিনা।

গুরু লহিনার সহিত গুরু নানক যে কয়েকটি কথা কহিলেন তাহাতে লহিনা বুঝিতে পারিলেন যে, নানক তাঁহার অন্তরের সমস্ত বৃত্তান্ত, সকল অভাব ও সকল অবস্থাই অবগত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে নানকের প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, নানক তাঁহার নিজ আত্মা অপেক্ষা অন্তরে। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন

"হে পুরুষ তোমার নাম কি?" "আমার নাম লহিনা" এই কথা অঙ্গদ উত্তর করায় নানক বলিলেন (ভাই তু লহিনা মে দৈন্য দেনা) তুমি গ্রহণ কর আমি তোমাকে দান করি। এই কথা কহিয়া গুরু বলিলেন "এখন হইতে তোমার নাম অঙ্গদ হইল। আমার অঙ্গ হইতে তোমার এখন জন্ম হইল। তুমি অদ্য গৃহে গমন কর, আবার আসিও।" লহিমা গুরুর এই আজ্ঞায় বিদায় গ্রহণ করিয়া সঙ্গীদিগের নিকট গিয়া বলিলেন "আমি আর তোমাদিগের সহিত একত্র দেবী দর্শন করিতে যাইব না, আমি গৃহে গমন করি।" এই বলিয়া লহিনা গৃহে গমন করিলেন, তাঁহার হৃদয় নানকেরই স্মরণ, ধ্যানে নিযুক্ত রহিল, গুরুকে আর ভুলিতে পারিলেন না। তিনি অচিরে পরিবার ও স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কর্ত্তারপুরে নানকের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি গুরুর চরণে প্রণাম করিলে গুরু তাঁহার মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময় হইতে লহিনা নানকের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। নানকও সমস্ত শিষ্যদিগকে এরূপ বুঝিতে দিলেন যে লহিনাই তাঁহাদিগের দ্বিতীয় গুরু হইবেন। যাহাতে লহিনার প্রতি সমস্ত মণ্ডলীর তদনুরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি হয় তিনি তাহা করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নানক লহিনার সমভিব্যাহারে রেবতীনদীতীরে উপনীত হইয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন "হে রাজার রাজা, আমি তোমার প্রজা, হস্তনির্ম্মিত জীব, তোমার অন্ত কে পায়। যে সমস্ত ভক্ত তোমাকে তাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন জানিয়া দেহ মন দিয়া সমস্ত আশ্রয় ছাড়িয়া তোমার উপর নির্ভর করেন, তোমার স্তব স্তুতি করেন, তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা রাত্রির শেষভাগে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার অনন্ত নাম জপ করেন আমি তাঁহাদের দাসানুদাস। ব্রহ্ম মুহূর্ত্তই তোমাকে স্মরণ করিবার ও তোমাতে আত্মসমর্পণ করিবার প্রশস্ত সময়। এ সময়ের প্রকৃত মহত্ত্ব কে বর্ণনা করিতে পারে? যাঁহারা প্রতিদিন এই সময়ে ভজন সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মুক্তপুরুষ। যোদ্ধৃগণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া পরে বিশ্রাম করেন,

কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বাস্তবিক ব্রহ্মমুহূর্ত্ত হইতে এক প্রহর প্রতিদিন সংসারের সহিত যে সংগ্রাম করেন তাহার বিশ্রাম নাই। যাঁহারা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ভগবানের চিন্তা করেন তাঁহাদিগের সমস্ত দিন পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হয়, তাঁহাদের অষ্টাদশ তীর্থে স্নান করার ফল হয়।" এই সকল কথা গুরু অঙ্গদ শুনিয়া নানক চরণে প্রণাম করিলেন, এবং বলিলেন, "হে মহারাজ, মনুষ্যের পক্ষে এক প্রহরের ভজন সাধনই যথেষ্ট। দিবসের প্রথমে যে হরিচরণ চিন্তায় অতিবাহিত করে সে ব্যক্তি পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি অষ্ট প্রহর শ্রীহরির পাদপদ্মচিন্তায় রত থাকে তাহাকে আমি প্রণাম করি।" এই কথা শুনিয়া নানক অঙ্গদের মনের গূঢ় বাসনা বুঝিলেন, তিনি তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অঙ্গদ বলিলেন "হে সদ্গুরু আপনি পূর্ণ গুরু, যে ব্যক্তি আপনাকে লাভ করিয়াছে সে পূর্ণ কাম হইবে না তো কে হইবে? সেরূপ ব্যক্তির পক্ষে অষ্ট প্রহর শ্রীহরির চরণপদ্মচিন্তাব্যতীত কি আর অন্য কিছু ভাল লাগে? তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভগবান্ তাঁহার অনন্তরূপ প্রকাশ করেন, তাঁহার চক্ষু তাহা দেখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া যায়।" গুরু অঙ্গদ জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সদ্গুরু, পরমেশ্বর কোথায় বাস করেন?" নানক উত্তর করিলেন "হে বৎস, এই পৃথিবী অষ্ট খণ্ড ও মনুষ্যদেহ নব খণ্ড, ঈশ্বর ইহারই মধ্যে বাস করেন। যে সাধক তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অন্বেষণ করেন, তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তুমি প্রত্যক্ষরূপে পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিবে। হে বৎস, তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে জগৎ তোমার নাম মহীয়ান্ করিবে। যাঁহারা ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারা তাঁহার অধীন হন ও পরোপকারে রত থাকেন। তুমি শব্দপাঠ, দয়া, সংযম, শীলতা সাধন কর।"

যে জপজি পুথি নানক সংসারে প্রচার করিয়াছেন তাহা তাঁহারই মুখ উচ্চারিত। গুরু অঙ্গদকে নানক বলিলেন, যে কেহ ভক্তির সহিত এই জপজি পুথির শ্লোক পাঠ করিবে, কলিযুগে সে উদ্ধার হইবে। গুরু অঙ্গদ প্রথমে এই জপজি পাঠ করিলেন, নানক তাহা ভক্তির সহিত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়া অঙ্গদকে বার বার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সোওয়া প্রহর রাত্রি থাকিতে গুরু নানক ও অঙ্গদ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি

সমাপন করিতেন। গুরু নানক সমাধিস্থ হইতেন, এবং অঙ্গদ জপজি পাঠ করিতেন। পরব্রহ্ম এই পাঠ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নানককে বলিলেন, "হে নানক, যে প্রাণী এই জপজি পুথি পাঠ করিবে, সে ভবজলধি হইতে নিস্তার পাইবে। তুমি সংসারে এই জপজি প্রচার কর।" গুরু নানক ভগবানের এই আদেশ শুনিয়া অঙ্গদকে কহিলেন, "বৎস, সংযত মনে সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই জপজি পাঠ কর। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে অবগাহন করিয়া যে ব্যক্তি জপজি পাঠ করিবে, এবং সাধু-সঙ্গে বাস এবং নামকীর্ত্তন করিবে, সর্ব্বদা ধ্যান ধারণ করিবে, সে ব্যক্তির শমনভয় আর থাকিবে না, আমার সহিত সে সতাই অবস্থিতি করিবে; আমি তাহার অধীন হইয়া তাহার সঙ্গে বাস করিব। এই জপমন্ত্র আর আর সকল মন্ত্র অপেক্ষা পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, যে ব্যক্তি এক প্রহর রাত্রি থাকিতে স্নানাদি সমাপন করিয়া ইহা উচ্চারণ করিবে, সে ব্যক্তি জীবন্মুক্তি লাভ করিবে। বৎস অঙ্গদ, তুমি সংসারে বাগুরু অর্থাৎ পরমগুরুর নাম দৃঢ় কর *। ভগবানের বাণী † যাহা পৃথিবীতে প্রকটিত হইয়াছে তাহার অধীনে সকল জীবকে আনয়ন কর। নিরাকার পরমেশ্বরের আজ্ঞা এই যে, এইরূপে সংসারকে মুক্তি দান করিবে।"

রেবতী নদীতটে অঙ্গদজি এই জপরূপ মহা উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। এই রূপে একটী নূতন সাধকমণ্ডলী প্রস্তুত হইল। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে স্নানাদি সমাপন করিয়া সেই অমৃতবেলা অর্থাৎ সুরম্য উষাকালে জপজি পাঠ, তৎপর সাধুসঙ্গে বাস, "বাগুরু বাগুরু" জপ এবং ভগবানের নাম কীর্ত্তন, এই সমস্তই শিখ সাধকদিগের প্রধান লক্ষণ। সকল বিধানেই এক দল সাধক

---

* সকল বিধানেই ভগবানের এক একটি বিশেষ গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিধাসিগণ সাধন করেন এবং সেই গুণ অনুসারে তাঁহার বিশেষ নামদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করেন। বৈষ্ণববিধান ভগবানের পাপহারী অর্থাৎ হরি নাম বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শিক বিধান তাঁহাকে বাগুরু অর্থাৎ পরমগুরু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের বিধানে যেরূপ নাম জপই মুক্তির উপায়, শ্রীনানকের বিধানে গ্রন্থপাঠ বিশেষতঃ জপজি পাঠ মুক্তিসাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

† শিকগণ বাণী শব্দে তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের বাণী বলে।

প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই সাধকদল জীবন দ্বারা সেই বিধানের উচ্চতম সত্য সকল প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীতে বিধানরাজ্যের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আর পরসময়ে শত সহস্র লোক তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই বিধানকে সংসারে জয়যুক্ত করেন। এইরূপে গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন ধর্ম্ম-রাজ্য সংসারে স্থাপিত হইল।

এক দিন গুরু নানক অঙ্গদজীকে বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার অনেক সেবা করিয়াছ, কিন্তু আমার নিকট কিছু চাহিলে না।" গুরু অঙ্গদ হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলেন, "গুরুজী, যাহা কিছু আমার প্রয়োজন ছিল সে সমস্তই আপনি পূর্ণ করিয়াছেন।" গুরু নানক ইহার পর পিতৃগৃহ তলবণ্ডী গ্রামে গমন করিলেন। তখন পিতা কালু এবং মাতা ত্রিপতা উভয়েই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, কেবল খুল্লতাত লালু জীবিত ছিলেন। নানক লালুর সহিত মিলিত হইলে তিনি অনেকক্ষণ পিতা মাতার জন্য এবং পরলোকগত বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীর জন্য দুঃখ বিলাপ করিতে লাগিলেন। লালু বলিলেন, "নানক, তুমি ব্যতীত আর আমার এখন কে আছে, তুমি আমার নিকট এই তলবণ্ডীতেই অবস্থিতি কর।" নানক উত্তর করিলেন, "আমার এখানে অবস্থান হইবে না।" লালু বলিলেন, "তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিবে।" নানক এক পক্ষকাল তলবণ্ডীতে অবস্থিতি করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

গুরু নানক এই সময়ে তাঁহার শ্বশুরালয় পক্ষ কারাক্কাবে গ্রামে গমন করিলেন। তদীয় পত্নী মাতা চৌনী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। নানকপত্নী ভাই বালাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বালা, তপস্বী নানক অনেক দিন দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিলেন; অনেক দিনের পর আমাকে আবার দর্শন দিয়াছেন। এখন দিন কতক এই দাসীর নিকটে থাকিয়া ইঁহার কিছু সেবা গ্রহণ করেন এইরূপ অনুরোধ কর। দিন কতক ইঁহার চরণ সেবা করিব, এই মনের নিতান্ত ইচ্ছা।" ভাই বালা এই কথা গুরু নানকের নিকট নিবেদন করিয়া আপনি কিছু দিনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নানক বলিলেন, "বালা, এখন আর আমাকে ছাড়িয়া কোথা যাইবে? যত দিন থাকিবে আমার নিকট থাকিবে।" বালা কহিলেন, "হে দুঃখীর বন্ধু, আপনার পরে কে আমাদের গুরু হইবেন?" নানক উত্তর করিলেন,

"আমার আত্মজ ক্ষত্রিয় তিহনেরপুত্র লেহিনা আমার পর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে, আমার ওভুজ শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাসের অন্নবস্ত্রের কখন কোন অভাব থাকিবে না।"

অঙ্গদকে গুরু পদে প্রতিষ্ঠা।

গুরু নানকের কথা ভাই বালা ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করিলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে অঙ্গদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অঙ্গদের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে গুরু অঙ্গদজী, আমি এত দিন তলবণ্ডীতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এত দিন কিরূপ ঘটনা হইল আমাকে অবগত করুন!" অঙ্গদ কহিলেন, "কাংড়ার দেবী দর্শন করিতে আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। পথে নানক নামে এক তপস্বীর যশের কথা শুনিয়া ইহাঁকে দর্শন করিতে আসিলাম; দর্শনে আমার দেহ মন শীতল হইয়া গেল। বাবা নানক জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি? তোমার বাস কোথায়? কোথায় যাইবে? কোথা হইতে আসিতেছ? এবং তোমার পিতার নামই বা কি? আমি নিজের সমস্ত পরিচয় নিবেদন করিলে গুরুজী উত্তর করিলেন 'তোমার নাম লহিনা,' 'চাহা লহিনা হায়' অর্থাৎ তোমার লইবার যাহা থাকে তাহা তুমি লইয়া যাও।" গুরু অঙ্গদ ভাই বালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভাই বালা, উক্ত কথাকয়টী শুনিবামাত্র আমার বন্ধন মুক্ত হইয়া গেল। আমি চিত্র-পুত্তলিকার মত হইয়া গেলাম। গুরু নানক আমাকে বলিলেন, 'এখন গৃহে গমন কর।' আমার চলচ্ছক্তি চলিয়া গিয়াছিল। আমি আর কোথাও যাইতে পারিয়াছিলাম না।" বালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম অঙ্গদ কেন হইল?" অঙ্গদ উত্তর করিলেন, "ভাই বালা, আমি ইহার কারণ তো কিছুই জানি না। একদিন আমি গো সেবার জন্য প্রান্তর হইতে তৃণের মোট মস্তকে করিয়া আনিতেছিলাম, আমার সমস্ত গাত্র ও বস্ত্রনিচয় কর্দ্দমে মলিন হইয়া গিয়াছিল। মাতা চৌনি আমাকে দেখিয়া নিজ পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-

লেন, 'হে তপস্বি, এই অতিথিগনের প্রতি দয়া করুন, ইহার সমস্ত বস্ত্র কিরূপ মলিন হইয়া গিয়াছে।' বাবা এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন 'হে মুলার কন্যা, এব্যক্তির মূল্য কে অবগত হইবে?' এই বলিয়া নানক আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, এ ব্যক্তির অঙ্গ ও আমার নিজ অঙ্গ ভিন্ন নহে। আজ হইতে ইহার নাম অঙ্গদ হইল।" গুরু-নানকের দুই পুত্র শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস অপেক্ষা গুরু নানকের প্রতি অঙ্গদের অধিকতর ভক্তি ও বাধ্যতা ছিল। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত জন্মসাক্ষী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত মধ্যে একটি নিম্নে প্রকাশিত হইল। এক দিন সৎসঙ্গে অনেক শিখ একত্র হইয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত তিন দিন বৃষ্টি হইতেছিল। উপস্থিত শিখদিগের আহারের জন্য গুরু নানক আপন পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাসকে পর্য্যায়ক্রমে বলিলেন "বৎস, নগরে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়া এই সমস্ত শিখদিগের সেবা কর। উভয়েই সেই বৃষ্টিতে বহির্গত হইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।" শেষে অঙ্গদের প্রতি আদেশ করিলে, অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে গ্রাম মধ্যে গমন করিয়া ভিক্ষা দ্বারা নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও আহরণ করিলেন এবং উপস্থিত শিখদিগকে তদ্দ্বারা আহার করাইলেন। সকলেই গুরুর প্রতি এবং সাধু সন্তানদিগের প্রতি অঙ্গদের ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

কোন কোন জন্মসাক্ষী গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে এই সময়ে গুরু নানকের পিতা কালু ও মাতা ত্রিপতার পরলোক গমন হইয়াছিল। কথিত আছে, পিতা ও মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া গুরু নানক কর্ত্তারপুরে সাধুমণ্ডলী মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে ইচ্ছা হইল যে, বৈকুণ্ঠধামে নিরাকার পুরুষ শ্রীপরমেশ্বরের পদকমল সমীপে একবার উপনীত হই। শ্রীঠাকুর অন্তর্যামী, প্রতি আত্মায় বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বদাই ভক্তের মান রক্ষা করেন। ভক্তের কামনা জানিয়া তিনি তখনই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শ্রীঠাকুর অনুগত সাধু ভক্তদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই নিরাকার চিন্ময় রাজ্যে বিরাজমান। নানক তথায় উপনীত হইলে পরব্রহ্ম তাঁহার আগমন বার্ত্তা তত্রস্থ সাধুদিগকে জ্ঞাপন করিলেন, এবং দূতকে আদেশ

করিলেন, আমার দাস নানক নিরাকারী আমার নিকট আসিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তুমি তাহাকে আনয়ন কর, তাহার জন্য ঐ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে তাহাকে সংস্থাপিত কর। ব্রহ্মদূত নানককে সমাদরের সহিত স্বর্গধামে নিমন্ত্রণ করিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিলে নানক উত্তর করিলেন, "আমার প্রভুজী ব্যতীত আমার মনের গূঢ় কথা আর কেহ এরূপ করিয়া বুঝিতে পারে না। আমি তাঁহাকে বলিহারি যাই।" গুরু নানক ব্রহ্মলোকে সেই নিরাকার পুরুষ সদনে গমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া জোড় হস্তে ভক্তির সহিত দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীঠাকুরজী বলিলেন, "নানক, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি।" নানক উত্তর করিলেন, "হে পরব্রহ্মজী, আপনার দর্শনে আপনার কৃপাতে আমি অত্যন্ত সুখে আছি।" শ্রীপরমেশ্বর কহিলেন, "আমার এখানে আসিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হইয়াছিল তাহা জানিয়াই আমি তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি।" নানক উত্তর করিলেন, "হে দীনবন্ধো, তুমি বিনা আমার আর কে আছে? আমি কোন্ কীটস্য কীট, আমি যাহা কিছু তাহা কেবল তোমারই কৃপায় হইয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, এখন তাহাই কর।" শ্রীপরমেশ্বরজী বলিলেন,"তুমি অঙ্গদকে ইহা বুঝাইয়া দেও যে,সে যেন সমস্ত পৃথিবীকে আমার নামের আশ্রয়ে আনয়ন করে। যে প্রাণী তোমার বচন শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং তদনুসারে কার্য্য করিবে আমি তাহার কল্যাণ করিব।" গুরু নানক স্বর্গধাম হইতে শ্রীপরব্রহ্মের প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া পৃথিবীতে আবার প্রত্যাগমন করিলেন এবং গুরু অঙ্গদকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি পাঁচটী পয়সা ও একটি নারিকেল ফল গুরু অঙ্গদের সম্মুখে রাখিয়া আপনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। গুরু অঙ্গদ ব্যস্তে-ব্যস্তে নানকের সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন করিলেন, "হে দুঃখীর বন্ধো, আপনি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, আপনি যে আমাকে প্রণাম করিলেন ইহাতে আমার কুষ্ঠ হইবে। আমি নিতান্ত অমানাহ্।" এই কথার উত্তরে এই বচন উচ্চারিত হইল, "হে অঙ্গদ, তুমি আপনার স্বরূপ জ্ঞাত হও। আমার পঞ্চতত্ত্বে তোমার শরীর হইল। আমার চিত্ত তোমার চিত্ত হইল, তোমাতে ও আমাতে একত্ব হইল।" গুরু নানক গুরু অঙ্গদকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপন

সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন, এবং সমস্ত মণ্ডলীকে তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আদেশ করিলেন। গুরু নানক আপন পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ এবং লক্ষ্মীদাসকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা স্বতন্ত্র বাস কর, নতুবা বড় অশান্তি হইবে।" গুরু অঙ্গদকে গুরু নানক বলিলেন, "বৎস, ভগবানের ইচ্ছামত আমি এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিলাম। তুমিও তাঁহার আদেশ মত সমস্ত কার্য্য করিবে।" গুরু অঙ্গদ ভক্তি ও বিনয় সহকারে অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গুরু নানক তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস, উদাসীনের ন্যায় থাকিও না, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থিতি কর।" শ্রীগুরুজী গুরু অঙ্গদকে ভগবানের নাম দান করিয়া অবগাহনরূপ ধর্ম্ম, পরোপকার, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। গুরু অঙ্গদজী গুরুজীর আদেশ মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কিয়দ্দিনের জন্য নিজ গৃহে আসিয়া বাস করিলেন। গুরু নানক কর্ত্তারপুরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানে নিত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল, শিষ্যগণ রজনীর শেষ ভাগে গাত্রোত্থান করিয়া "অশাকি বার" নামক শব্দ উচ্চারণ করিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। গুরু নানক ভক্তির সহিত শ্রবণ করিতেন। তৎপর জপজি পুথি পাঠ ও শ্রবণ হইত। আহারের সময় লঙ্গর শিখ * অন্ন প্রস্তুত করিতেন, এবং সমস্ত ভক্তগণ ভোজন করিতেন। এইরূপে সমস্ত দিন তপস্যা, জপ, সংযম, পরসেবা ও ভগবানের অর্চ্চনা হইত। গুরু নানকের মন নিরন্তর ভগবানের চরণকমলে অবস্থিতি করিত।

নানকের স্বর্গারোহণ।

কথিত আছে, আশ্বিন মাসের সপ্তমী তিথিতে শ্রীগুরু নানক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার এ পৃথিবীর দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্র আমি তোমা-

---

* শিখদিগের মধ্যে পাককার্য্য দ্বারা যাঁহারা ভক্ত সেবা করেন তাঁহাদিগকে লঙ্গর কহে।

দিগের নিকট হইতে চলিয়া যাইব। আমার জন্য তদনুরূপ আয়োজন করিয়া দেও।" সেবক এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাবা নানক ভৃত্যকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সেবক শ্রীচাঁদকে সংবাদ দিলেন। শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস দুই ভ্রাতা ব্যস্তেব্যস্তে পিতৃসমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগের মাতা শ্রীচৌণী এ কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলে গুরুর নিকট প্রণাম করিলেন। নানক পত্নী হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আগামী কল্য শ্বশুর কালুর শ্রাদ্ধ, আপনার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিবেন।" সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। নানক কহিলেন, "হে চৌণী, শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইবে, দশমী তিথিতে আমি গমন করিব।" শ্রীচৌণী নানকচরণে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। অষ্টমী দিনে নানক পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। নবমী দিনে সমস্ত পরিবার তাঁহার নিকট একত্রিত হইল। প্রতিবাসিগণ নানকের পৃথিবীপরিত্যাগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গুরু নানককে হিন্দুগণ গুরু এবং মুসলমানেরা পীররূপে দর্শন করিতেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। শিখ, সেবক, প্রতিবাসী ও দর্শক যে কোন ব্যক্তি নানকের নিকট উপস্থিত হইল, তাহাকেই তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই সময়ে কোটি চন্দ্রের ন্যায় নানকের মুখের জ্যোতি হইয়াছিল। অনবরত কীর্ত্তন, পাঠ ও পরমেশ্বরের নাম হইতে লাগিল। গুরুজী সেবককে বলিলেন, ঐ স্থানটি লেপন কর, সেবক লেপন করিয়া গুরুর আদেশ মত তদুপরি কুশ বিছাইলেন; আর আর সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। রাত্রি দেড় প্রহর থাকিতে সেবক গিয়া শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাসকে বলিলেন, "বাবাজীর যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" পুত্রদ্বয় আসিয়া দেখিলেন যে, পিতার নেত্রদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস হাতজোড় করিয়া কাতরভাবে নিবেদন করিতে লাগিলেন; ক্রন্দন করিতে করিতে এক বার কথা কহিবার জন্য ভগবানের দোহাই দিতে লাগিলেন। ভগবানের নাম শ্রবণমাত্র নানক নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "বৎস তোমাদের কি বলিবার আছে বল, ভগবান্ আমাকে আর অল্পক্ষণ মাত্র এখানে রাখি-

বেন।” পুত্রদ্বয় কহিলেন, “পিতা, আমরা তোমার পুত্র, তুমি উচ্চপদ লহিনাকে প্রদান করিলে, আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আমাদের প্রতি কি কোন দয়া করিবেন না?” নানক এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, “হে বৎসদ্বয়, শ্রবণ কর, উচ্চপদ দিবার শক্তি আর কাহার নাই, পরমেশ্বর যাহাকে তাহা প্রদান করেন সেই তাহা প্রাপ্ত হয়। জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ ও সুখ যাঁহার হস্তে তাঁহারই ইচ্ছায় মনুষ্য উচ্চপদ লাভ করে। কোন মনুষ্য কাহাকে উচ্চপদস্থ করিতে পারে না।” লক্ষীদাস এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি আপনার পুত্র হইয়া কি অন্ন বস্ত্রের অভাবে দুঃখীর ন্যায় এ সংসারে বেড়াইব?” বাবা উত্তর করিলেন, “তোমাদের ও তোমাদের বংশের জন্য অন্ন ও বস্ত্র প্রচুর থাকিবে, তুমি সে জন্য কিছু মাত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের গৃহ সদা অন্ন বস্ত্রে পূর্ণ থাকিবে, তোমরা আমার পুত্র, যে কেহ আমাকে মানিবে সেই তোমাদিগকে ভক্তি করিবে।” দুই পুত্র ও শিষ্যগণ গুরুজীর চরণে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

গুরু নানক শেষ সময় উপস্থিত জানিয়া অন্তিমকালোপযোগী সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। মৃত্তিকা লেপন করিয়া তদুপরি কুশাসন পাতিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। আদেশ মত সমস্ত আয়োজন হইলে নিজে স্নান এবং নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া পদ্মাসনে বসিলেন, আপনার নিকট অন্তঃপুরের সকলকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। শিষ্যগণ ও পরিবারস্থ সমস্ত লোক বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাবাজী সমাধিনিমগ্ন হইলেন। পরমেশ্বর তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। স্বর্গের ভক্তমণ্ডলীও নানকের পুণ্য ও সুকীর্ত্তির অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, গুরু নানক ধন্য, তাঁহাকে স্বর্গে আনিবার জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর ও দেবগণ মুনিঋষিগণসহ গমন করিয়াছেন। সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। নানা প্রকারের বাদ্য বাজিতে ও মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল। গুরু নানক অতি ভক্তিভাবে সকলকে প্রণাম করিলেন। তিনি শ্রীপরমেশ্বরের চরণে অবলুণ্ঠিত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, “আমি বলিহারী যাই, এমন মহাপাপী কীটানুকীটের উপর তোমার এত দয়া।” শ্রীঠাকুরজী উত্তর করিলেন, “হে নানক, তোমার জীবন পূর্ণ হইল। এখন হইতে যে কেহ তোমার নাম লইবে

শুনিবে ও তোমার পথে চলিবে সে মুক্তিলাভ করিবে।" পরমেশ্বরের আদেশে সংবৎ ১৫৯৬, ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসের দশমী তিথিতে এক প্রহর রাত্রি থাকিতে মহা অমৃত বেলায় যখন পরমেশ্বরের কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বানন্দ শ্রীভগবানের মধ্যে গুরু নানক লীন হইয়া গেলেন। মানবলীলা শেষ হইলে গুরু নানকের পরিবারবর্গ এবং হিন্দু শিষ্যগণ একত্র হইয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মুসলমান এবং পাঠান শিষ্যগণ একত্র হইয়া পীরস্থানে আপনাদের আচার অনুসারে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইলে হিন্দু ও মুসমানদিগের মধ্যে গুরুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। হিন্দুগণ বলিতে লাগিল, মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক তাঁহার শরীরের সমাধি হইতে আমরা কখনই দিব না, মুসলমানগণ তাহা হইতে কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহিল না। কথিত আছে, এইরূপ বিবাদের মধ্যে আচ্ছাদিত বস্ত্রের মধ্যে গুরু নানকের জীবনহীন দেহ অনুসন্ধান করাতে প্রকাশ হইল যে শরীর তথায় নাই, কেবলমাত্র বস্ত্রখানি পড়িয়া রহিয়াছে, সশরীরে নানক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া উভয় দল বিবাদ হইতে নিরস্ত হইল, এবং উভয় দলস্থ লোক নিজ নিজ ভাষায় নিজ নিজ প্রণালীতে পরমেশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল। কেহ শ্রীভগবান্, কেহ আল্লা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। কথিত আছে, তাঁহার শরীর বৈকুণ্ঠে গমন করিলে তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকে বিভাগ করিয়া লইয়া হিন্দুগণ তাহা দাহ করিল এবং মুসলমানগণ তাহা সমাধিস্থ করিল।

ভাই বালার মুখে গুরু অঙ্গদজী গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবানের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বালাকে বলিলেন, "ভাই বালা, তুমি ধন্য, কারণ তুমি প্রভুর সহিত চিরজীবন থাকিয়া ভগবানের এত লীলার সাক্ষী হইয়াছ। অদ্য হইতে গুরুর অমরবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত পাঠ করিবে, শ্রবণ করিবে বা অন্যকে শ্রবণ করাইবে, সে মুক্তি লাভ করিবে।

পরিশিষ্ট।

শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ।

সম্বৎ ১৫৬১, ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অঙ্গদের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব নাম লহিনা ছিল। পার্ব্বতীয় প্রদেশস্থ একটি সামান্য গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। কি প্রকারে তাঁহার নানকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিরূপে তাঁহার মন পরিবর্ত্তন হইল, গুরু নানকের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, নানকের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভক্তি, বিশ্বাস ও আনুগত্য ছিল এবং কিরূপে তিনি শিখদিগের দ্বিতীয় গুরুপদে আহূত হইলেন, এ সমস্ত বৃত্তান্ত নানকের জীবনবৃত্তান্ত মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। গুরু নানকের স্বর্গারোহণ হইলে অভিনব ভক্তদল এক দিকে যেরূপ শোকাকুল হইয়া পড়িলেন, অপর দিকে অমনি পরলোকগত গুরুর কথা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। গুরু চলিয়া যান নাই, তাহাদের মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষতঃ দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, অঙ্গদে ও নানকে কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার কথা ও নানকের কথা একই, ইহাই তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অঙ্গদও গুরু নানকের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি নানকের উপদেশ ব্যতীত মুক্তির পথ আর কিছু জানিতেন না। একান্ত অন্তরে গুরু নানকের ভাবের সহিত এক হইয়া তিনি সেই সমস্ত উপদেশ পালন ও প্রচার করিতেন। সুতরাং মণ্ডলী মধ্যে অনেক পরিমাণে নানকের অভাব আর অনুভূত হইত না। বিপাসা নদীতীরে খড়ুর নানক গ্রামে আসিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানেই শিখগণ দলে দলে নূতন গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ তদবধি গুরু নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ ওলক্ষ্মীদাসের অধিকৃত ছিল। এই নূতন শিখ দলের ও দ্বিতীয় গুরুর প্রতি যে শ্রীচাঁদের সদ্ভাব ছিল না তাহার আভাস পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্রীচাঁদ নিরাশ হইয়া উদাসী নামে একটি সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করা এই সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষণ।

গুরু নানকের শিক্ষা হইতে অনেক বিষয়ে উদাসীদিগের মত স্বতন্ত্র। এই সমস্ত কারণেই বোধ হয় কর্ত্তারপুর আর এই নূতন গুরু দলের আকর্ষণের স্থান ছিল না।

ভাই বালা গুরু নানকের অতি পুরাতন বিশ্বাসী দাস ও সঙ্গী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে নানকের সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন খডুর গ্রামে গুরু অঙ্গদ অবস্থিতি করিতেছেন, তখন গুরু অঙ্গদে ও নানকে কোন ভেদ নাই জানিয়া সেই শিখ তীর্থস্থানে দ্বিতীয় গুরুকে দর্শন করিতে আসিলেন। শিখদিগের মধ্যে অবতারের মত বিশেষ ভাবে প্রচলিত। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, নানকের পরবর্ত্তী যে কয় জন গুরু হইয়াছিলেন, তাঁহারা গুরু নানকের অবতার। এই জন্য ভাই বালা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গুরু অঙ্গদকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং গুরু নানককে যে প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন তদ্রূপ দ্বিতীয় গুরুর প্রতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বালা নানকের সহিত চিরসংযুক্ত ছিলেন। অঙ্গদ বালাকে পাইয়া অত্যন্ত সমাদর সহ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং গভীর ভক্তি ও প্রেমের সহিত নানকের জীবন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালার মুখে যে সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। জন্মসাক্ষী অর্থাৎ নানকের জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া তিনি এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। যে গুরুমুখী অক্ষর এখন পঞ্জাবপ্রদেশে প্রচলিত, সমস্ত শিখধর্ম্মশাস্ত্র যাহাতে লিখিত, সেই গুরুমুখী অক্ষর গুরু অঙ্গদ কর্ত্তৃক সংস্থষ্ট হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত অক্ষর হইতে এই অক্ষর সংগঠন করেন, এবং নবধর্ম্মের জন্য এই নবভাষা প্রচার করেন। গুরু অঙ্গদের বাণী গ্রন্থ সাহেব মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। সে সমস্ত শব্দ মহল্লা ২ বলিয়া পরিচিত। বিখ্যাত পঁয়ত্রিশ অক্ষরের বাণী যাহা শিখগণ ভক্তির সহিত পাঠ করেন তাহাও তাঁহার রচিত। জন্মসাক্ষী গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বালা অঙ্গদের সম্মুখে খডুর গ্রামেই দেহত্যাগ করিলেন। গুরু অঙ্গদ শিখমণ্ডলীর অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। শিখদিগের মধ্যে যে এতাধিক বিনয় ও সাধুভক্তি তাহা অনেক পরিমাণে গুরু অঙ্গদের দৃষ্টান্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই আপন নাম গোপন করিয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তিনি নিজে কিছুই নহেন,

নরাধম পাপিষ্ঠ, কেবল গুরু নানক তাঁহাকে যে কৃপা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, এই জন্য তিনি যখন যাহা বলিতেন তাহা নানকের নামে বলিতেন এবং তদ্দ্বারা প্রায় নানককেই মহীয়ান্ করিতেন। ছয় বৎসর কাল নব গুরুদলের সেবা করিয়া তিনি সম্বৎ ১৫৬৭,১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলেন। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে যথারীতি পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল রাখিয়া অমর দাসকে তৃতীয় গুরু বলিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

তৃতীয় গুরু অমর দাস।

শিখদিগের তৃতীয় গুরুর নাম অমর দাস। সম্বৎ ১৫৬৬, ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃত সহরের অন্তর্গত বাসরীনামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ভালা ক্ষত্রিয় ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। যেখানে সাধু সন্ত একত্র হইয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকিয়া অতি ভক্তি ও বিনয়ের সহিত সমস্ত প্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন। তাঁহার সংসারাসক্ত পিতা মাতা সন্তানের সংসারের প্রতি বিরাগ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, কিন্তু অমর দাস নিজ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া সাধুমণ্ডলীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতেন। একদা তিনি হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে পথে জনৈক অত্যন্ত তৃষিত ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকট জল ভিক্ষা করিলে তিনি নিকটস্থ কূপ হইতে জল আনিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ জলপানে তৃপ্তি লাভ করিয়া জলদাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছ," অমর দাস আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গুরু কে?" অমর দাস উত্তর করিলেন, "হে মিশ্রজী, আমি আজও সদ্গুরু লাভ করি নাই।" এই কথা ব্রাহ্মণ শুনিবামাত্র অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি হতভাগ্য, তৃষ্ণানিবারণজন্য প্রাণের দায়ে ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম। আমি মহাপাপী হইয়া পড়িলাম, যাহার গুরুকরণ হয় নাই এরূপ লোকের হস্তে জল পান করিলাম, আমার গতি কি হইবে?" অমর দাস এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত

ও দুঃখিত হইলেন, তিনি উত্তর করিলেন, "হে মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি অবিলম্বে গৃহে গিয়া গুরুকরণ করিব।"

পথে আসিতে আসিতে তিনি শ্রবণ করিলেন যে নিকটস্থ, খইরিয়ারের অন্তর্গত খডুর গ্রামে গুরু অঙ্গদ নামে একজন পূর্ণ গুরু উপদেশ দ্বারা শত শত লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ধৈর্য্য, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ গুরুর যে সমস্ত সদ্গুণ থাকা উচিত সে সমস্তই তাঁহার জীবনে দেখা যায়। অমর দাস খডুর গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন, এবং গুরু অঙ্গদকে দর্শনকরিবামাত্র মনের বেগে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভো, আমি আপনার নাম শ্রবণ করিয়া উদ্ধারলাভের জন্য আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। আমি সংসারের অনেক স্থান দেখিয়াছি, অসার গুরু অনেক আছে, কিন্তু শিষ্যকে উদ্ধার করিতে পারে এরূপ গুরুত আপনা ব্যতীত আর কাহাকে দেখি নাই।" বাবা অঙ্গদ অমর দাসের ভক্তি, বিনয় ও মুমুক্ষুতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং "বাগুরু" নামের উপদেশ দিয়া বলিলেন, "হে শিক্ষার্থী ভ্রাতা, তুমি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নিষ্কপটচিত্তে এই নাম জপ কর, এবং খুব প্রত্যূষে স্নানাদি সমাপন করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা কর। এই যে তোমার শরীর ইহা অস্থি ও মাংস-নির্ম্মিত পিঞ্জরসদৃশ, ইহা নিতান্ত অসার ও ক্ষণস্থায়ী। যদি ইহা দ্বারা সাধু সন্ত, ক্ষুধিত, তৃষিত, দীন দুঃখীদিগের সেবা করিতে পার, তবেই ইহা সফল হইবে, এই সমস্তই আমার একমাত্র উপদেশ জানিবে।" অমর দাস সেই দিন হইতে দেহ মন দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। সেই স্থানেই সাধু-মণ্ডলী বিশেষতঃ গুরুর সেবায় সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে, তিনি গুরুর ভাণ্ডারের কোন ভোজ্য বস্তু অথবা সাধু সেবার জন্য যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইত আপনাকে তাহার কিছুই গ্রহণ করিবার উপযুক্ত মনে করিতেন না। গুরুর সহিত কেবলমাত্র সেবা করিবার সম্বন্ধ, তাঁহার অন্ন ভোজনে কোন অধিকার নাই, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অবসর মত তিনি তৈল ও লবণ স্কন্ধে করিয়া অন্ন জলের জন্য একবার বাহির হইতেন,

এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে কিছু লাভ হইত তদ্দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই অল্প কাল ব্যতীত অষ্টপ্রহরই তিনি সাধুসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল কালেই সাধুদিগের সেবা করিয়া তাঁহারা রাত্রিতে নিদ্রাগত হইলে গুরুর স্নান ও সাধুদিগের ব্যবহারের জন্য বহু ক্রোশ দূরস্থ গোবিন্দবাল হইতে নদীর জল আনিয়া রাখিতেন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস এবং এত দূর ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল যে, তিনি গুরুর দিকে শরীরের পশ্চাৎ ভাগপ্রদর্শন মহা অপরাধ জ্ঞান করিতেন। তিনি জলের কলস মস্তকে লইয়া সেই গভীর রজনীতে পশ্চাদ্দিগে পদচারণা করিয়া নদীকূলে গমন করিতেন, এবং তাহা পুর্ণ করিয়া গুরুর গৃহে আগমন করিতেন। তাঁহার বিনয় ও দীনতা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে "আবাসহীন অমর" বলিয়া জানিত। অন্ধকারপূর্ণ রজনীতে একদা তিনি জলকুম্ভ মস্তকে লইয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে একটি গর্ত্তে পতিত হইলেন, উঠিতে অসক্ত হইয়া সেই গর্ত্তের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন। প্রাতঃকালে লোকে আসিয়া দেখে, এক ব্যক্তি গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া আছে। সেই পথ দিয়া অমর দাস প্রতিদিন যাতায়াত করিতেন, অনেকেই তাঁহাকে জানিত, তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বলিল, আবাসস্থানবিহীন হতভাগ্য অমর গর্ত্তের মধ্যে পতিত আছে। লোকে অমর দাসকে উঠাইয়া দিলে তিনি গুরু অঙ্গদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যখন গুরু অঙ্গদ এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং জানিতে পারিলেন যে লোকে তাঁহাকে আবাসস্থানহীন বলিয়াছে, তখন গুরু অঙ্গদ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি সেই দুঃখীর মূল্য বুঝিতেন, তিনি অমর দাসকে ক্রোড়ে লইয়া বলিয়া উঠিলেন, "লোক সকল শ্রবণ কর,আমার অমরকে লোকে কেন আবাসস্থান হীন বলে? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, বাস্তবিক অমর আবাসস্থানহীন নন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আবাসহীনের আবাস ও আশ্রয়হীনের আশ্রয় করিয়াছেন। যে কেহ ইঁহার অনুবর্ত্তন করিবে সে অত্যন্ত সুখ ও সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে।"সেই দিনই গুরু অঙ্গদ অমর দাসের সম্মুখে পাঁচটি পয়সা এবং একটি নারিকেল রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং শিখদিগের তৃতীয় গুরুপদে বরণ করিয়া শিখমণ্ডলী সম্মুখে ঘোষণা করিলেন

যে, আজ হইতে অমর দাস তোমাদের গুরু হইলেন; সকলে ইঁহাকে প্রণাম কর। গুরু অঙ্গদের মৃত্যুর পর হইতে শিখগণ অমরদাসকে গুরু বলিয়া মান্য করিতে লাগিলেন।

গুরু অমরদাস ধর্ম্মপ্রচারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহার উপদেশে অনেকে শিখধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় উদারচেতা আকবর দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। আকবর বাদাসাহের অত্যন্ত উদার ধর্ম্মমত ছিল, তিনি সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সাধু ভক্তদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন। কথিত আছে, সম্রাট আকবর গুরু অমরদাসের সাধুতার ও ধর্ম্মভাবের সুখ্যাতিশ্রবণে সাদরে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন ও তাঁহার নিকট এই নব ধর্ম্মের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। গুরু অমর একটি গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়া শিখধর্ম্মকে ভ্রম ও দুর্গতি হইতে রক্ষা করিয়া যান। অতি পুরাকাল হইতে ভারতবাসীদিগের এই ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল যে, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মের উচ্চ সাধন অসম্ভব। প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে গেলে সংসারপরিত্যাগপূর্ব্বক উদাসী সন্ন্যাসী হইতে হয়। গুরু নানকের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। যে সমস্ত কারণে নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ পিতার পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন ধর্ম্মের সহিত সংসারের সমন্বয় হয় না নানক পুত্রের এই বিশ্বাসটি তন্মধ্যে প্রধান। বাবা শ্রীচাঁদ উদাসী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। যে সমস্ত উদাসী গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নানকপন্থী নামে পরিচিত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন তাঁহারা বাবা শ্রীচাঁদের শিষ্য। অল্প কাল মধ্যে উদাসীদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। নানকের পুত্রদ্বয়ের প্রতি গুরু অঙ্গদের অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে গুরুর প্রতিনিধি ও অংশ বলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার কুফলও ফলিয়াছিল। উদাসী সম্প্রদায়ের সহিত শিখদিগের যে পার্থক্য তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। দুইটি ধর্ম্মই নানক হইতে উৎপন্ন,—একটি তাঁহার কায়জাত পুত্র, অপরটি আত্মজাত পুত্রদ্বারা পরিচালিত, কিন্তু দুইটীই এক, এইরূপ উভয় দলস্থ শিষ্যদিগের সংস্কার হইতে লাগিল। সুতরাং শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যে সমস্ত ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই ধর্ম্মের

মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতে লাগিল। গুরু অমরদাস এই অনিষ্ট ঘটকে দর্শন করিয়া দুইটি ধর্ম্ম যে মূলতঃ স্বতন্ত্র তাহা সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রচার করিলেন। ক্রিয়াহীন সংসারত্যাগী উদাসিগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ ও উদ্যমশীল শিখদিগের হইতে সম্পূর্ণরূপে যে অন্য প্রকার তাহা সকলকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়া সেই শৈশবাবস্থায় শিখসমাজকে একটি বিষম বিপদ হইতে ইনি রক্ষা করিলেন। গুরু অমরদাস সমাজসংস্কারের প্রতি অন্ধ ছিলেন না। এই সময়ে সতীদাহের কুপ্রথা পাঞ্জাবে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। গুরু অমরদাস এই কুপ্রথার প্রতিবাদ করেন। প্রকৃত সতী কে, তাহা আদিগ্রন্থের অন্তর্গত সুহি রাগের একটি শব্দদ্বারা তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন। কেবল শরীরকে ভস্ম করিলে প্রকৃত সতী হয় না, কিন্তু আন্তরিক সন্তাপে যাঁহার রিপু দগ্ধ হইয়া যায় তাঁহাকেই প্রকৃত সতী বলিয়া তিনি নির্ব্বাচন করেন। তিনি যেমন সতী-দাহের প্রতিবাদ করেন, তেমনি বিধবাবিবাহের ব্যবস্থাও দান করেন।

ক্ষমা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল। তাঁহার সমস্ত জীবনে কেহ কখন তাঁহার ক্রোধ দেখেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই মৃদু ও সুমিষ্ট-ভাষী ছিলেন এবং সর্ব্বত্র পরম সাধু বলিয়া আদৃত হইতেন। তাঁহার সময়ে মুসলমানগণ শিখদিগের পরম শত্রু ছিল। তাহারা গুরু অমরদাস ও তদীয় শিষ্যদিগকে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতন করিত। অমরদাস এক দিনের জন্যও প্রতিহিংসা করিতেন না, তিনি শত্রুদিগের কল্যাণপ্রার্থনা সর্ব্বদাই করিতেন। কথিত আছে, শিখগণ কলস স্কন্ধে করিয়া যখন জল আনয়ন করিতেন, তখন মুসলমানগণ লোষ্ট্র ও প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া দিত। শিখগণ নিরুপায় হইয়া গুরুর নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া প্রতি-রোধ ও প্রতিহিংসার অনুমতি ভিক্ষা করিতে আসিলে গুরু উত্তর প্রদান করিতেন, এবার হইতে তোমরা চর্ম্ম পাত্রে জল আনয়ন কর, তাহা হইলে মুসলমানগণ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। গুরুর উপদেশানুসারে শিষ্যগণ জল আনিবার জন্য চর্ম্মময় পাত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুসলমানগণ তীর নিক্ষেপ করিয়া সে পাত্র ছিন্ন করিয়া দিল। শিষ্যগণ এ বিষয় গুরুকে অবগত করায় গুরু আদেশ করিলেন, তোমরা এবার হইতে পিতলের কুম্ভ দ্বারা জল আনয়ন কর তাহা হইলে লোষ্ট্র বা তীর কিছুরই দ্বারা তাহা ভগ্ন বা ছিদ্র

হইবে না। শিখগণ গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন, মুসলমানগণ শিখদিগকে নানাপ্রকার নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। যখন নির্যাতন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন শিখগণ গুরুর নিকট আসিয়া কি প্রকারে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিবেন, তাহার উপায় জিজ্ঞাসার জন্য উপনীত হইলেন। তাঁহারা সবলকায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন, প্রতিহিংসার ভাবও মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল, গুরু তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "যতই কেন উহারা তোমাদের প্রতি অত্যাচার করুক না, তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবে এবং সহিষ্ণু হইয়া সকল অত্যাচার বহন করিবে।" শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন আমরা এরূপ নির্যাতন সহ্য করিব।" গুরু উত্তর করিলেন, "আজীবন যদি তোমাদের প্রতি উহারা দারুণ অত্যাচার করে, আজীবন তোমরা সহ্য ও ক্ষমা করিয়া যাইবে। কখন প্রতিহিংসা করিবে না,কেন না সন্তদিগের এইরূপই কার্য্য। স্মরণ রাখিও যে সন্তোষের ন্যায় আর তপস্যা নাই, দয়া অপেক্ষা আর কোন ধর্ম্ম নাই, এবং ক্ষমার ন্যায় আর কোন শাস্ত্র নাই।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া শিষ্যগণ একে একে চলিয়া গেলেন। গুরু অমরদাস অধিক বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, যে সমস্ত গভীর ও আধ্যাত্মিক কথা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল প্রত্যাদেশপ্রভাবে। গ্রন্থ সাহেবের অন্তর্গত তাঁহার বিরচিত যে সকল শব্দ এবং শ্লোক আছে তাহা মহল্লা তৃতীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। 'আনন্দবাণী শব্দ' যাহা শিখ গ্রন্থের অন্তর্গত,শিখগণ কণ্ঠস্থ করিয়া যাহা নিত্য উচ্চারণ করেন, তাহা তাঁহারই রচিত। গোবিন্দবালনামক স্থানে যে একটি প্রসিদ্ধ কূপ আছে তাহা গুরু অমরদাসের নামে আখ্যাত, ইহা শিখদিগের একটী তীর্থ স্থান। তাহাদিগের বিশ্বাস এইরূপ যে আনন্দবাণীর চৌরাশি শ্লোক পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি এই কূপে অবগাহন করে সে চৌরাশী লক্ষ বার জন্ম গ্রহণ হইতে মুক্তি লাভ করে। গুরু অমরদাসের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। যখন তিনি দেখিলেন স্বর্গারোহণের সময় নিকটবর্ত্তী, স্বাভাবিক সন্তানস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ জামাতা রামদাসের সম্মুখে পাঁচটি পয়সা ও একটী নারিকেল রাখিয়া তাঁহাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে গুরু অমরদাসের বংশেই গুরুপদ আবদ্ধ হইয়া রহিল। গুরু নানক যে আপন পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া ভিন্ন বংশীয় লোককে কেবল ধার্ম্মিক ও ভক্ত বলিয়া শিষ্যদিগের নেতা

নিযুক্ত করিয়া গেলেনি, সে প্রথা এই সময় হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সম্বৎ ১৬৩১, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ গুরু রামদাসের হস্তে শিষ্যদিগের নেতৃত্বের ভার দিয়া অমরদাস মানবলীলা সংবরণ করেন।

চতুর্থ গুরু রামদাস।

শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস অমর দাসের জামাতা ছিলেন। তিনি গুরুচকনামক গ্রামবাসী ও সোডি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহার পিতা ধনবান্ ছিলেন না। দ্বারে দ্বারে মস্তকে করিয়া সামান্য পণ্যদ্রব্য বহন করত তাহা বিক্রয় দ্বারা রামদাস জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিন তিনি অমরদাসের গৃহের দ্বারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। গুরু অমর এই সময়ে অপনার পুরোহিতকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "হে মিশ্রজী, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহার বিবাহ আর না দিয়া রাখা ভাল নয়, তুমি ত্বরা তাঁহার জন্য সুপাত্র অন্বেষণ কর, বাগ্দানানুষ্ঠান ত্বরায় সম্পন্ন হউক।" যখন গুরু অমর দাস পুরোহিতের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকটে আসিয়া এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দ্বারের নিকট যে একটি সুন্দর যুবা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেছে, আমার ইচ্ছা হইতেছে উহাকেই কন্যা দান করা হয়। অপর পাত্র কোথাও অনুসন্ধান করা হইবে না, ঐ পাত্রকেই কন্যা অর্পণ করা হউক।" গুরু অমরদাস পত্নীর কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে আমার কন্যারতো আর পাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যখন আমার পত্নী ঐ যুবাকে কন্যা দান করিবেন মনে করিয়াছেন, তখন ধর্ম্মতঃ তাঁহাকেই দান করা হইয়াছে, কারণ সঙ্কল্প অনতিক্রমণীয়। আমার পত্নীর সংকল্প ও আমার সংকল্প একই। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া গুরু অমরদাস সেই যুবাকে তাহার জাতি ও বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সোডি ক্ষত্রিয়পুত্র।" এই কথা শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন, "হে ভগবান্ তুমি ধন্য, আমি এই অজ্ঞাতকুলশীল যুবাকে জামাতা করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু তোমার আশ্চর্য্য মহিমা এই, তুমি আমাকে লজ্জা ও অপমান হইতে রক্ষা করিলে। এ ব্যক্তি জাতিতে সোডি

ক্ষত্রিয় আমাদের করণীয় বর, ইহাতে আমি একটি বিপদ্ হইতে রক্ষা পাই-লাম। যদি এ যুবক কোন নীচ জাতির হইত, তবে আমার আত্মীয় কুটম্বগণ আমার অত্যন্ত অখ্যাতি করিত।” তৎক্ষণাৎ সেই যুবার সহিত বাক্দানানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। অল্প দিন পরে বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে রামদাস গুরু-চক নামক গ্রামে আপন গৃহে নব বধুকে লইয়া গেলেন। কিছু দিন পর রাম দাস পত্নী সহ শ্বশুরগৃহে উপনীত হইলেন। শ্বশুরকে প্রকৃতগুরু জানিয়া সস্ত্রীক কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে,একদিন গুরু অমর দাস স্নান করিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা নিকটে আসিয়া করুণ বচনে পিতার দয়া উদ্দীপন করিয়া পিতার নিকট আপন পতির জন্য পরবর্ত্তী গুরুপদ ভিক্ষা করিলেন। গুরু অমরদাস প্রতিজ্ঞা করিলেন, “আমি তোমাকেই শিখ-দিগের চতুর্থ গুরু পদে প্রতিষ্ঠা করিব।” কন্যা এই কথা শুনিবা মাত্র হাত জোড় করিয়া উত্তর করিলেন, “হে সত্য গুরু, গুরুর গুরুর সিংহাসন আমাকে নহে, আমার স্বামীকে দান করুন।” এই কথা শুনিয়া গুরু অমর দাস সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া রামদাসের সম্মুখে পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল রাখিয়া আপনি অগ্রে প্রণাম করিলেন এবং এই কথা ঘোষণা করিলেন যে “অদ্য হইতে আমি রামদাসকে তোমাদের চতুর্থ গুরুপদে বরণ করিলাম। যিনি আমার শিষ্য হইবেন তিনি ইহাকে গুরু বলিয়া মানিবেন।” গুরু অমর দাস রামদাসকে সকল প্রকারের উপদেশ প্রদান করিলেন, গুরু অমর দাসের পরলোকগমনের পর রামদাস গুরুচক গ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তথায় শিখগণ কথা কীর্ত্তন সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

গুরু রামদাস এক জন সাধু পুরুষ; তিনি অত্যন্ত বিনীত ও সুকোমলস্বভাব ছিলেন। গুরু নানকের প্রদর্শিত প্রথানুসারে তিনি অষ্ট প্রহর সাধন ভজন, ভগবানের নাম গুণ গান করিতেন এবং শিখ সমা-জের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিনয়সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। গুরু রামদাসের অত্যন্ত দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল। শ্রীচাঁদ শিখদিগের নেতৃত্ব হইতে পিতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ক্ষুব্ধচিত্ত অন্তরে শিখগুরুদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। একদিন শ্রীচাঁদ গুরু

রামদাসকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নূতন গুরু রামদাস, তুমি এত দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়াছ কেন?" গুরু নানকের প্রতি রামদাসের এমনি ভক্তি ছিল যে, নানকের পুত্রদিগকে দেখিলে অথবা নানকের নাম স্মরণ করিলে ভক্তিতে তাঁহার নেত্র দিয়া অনবরত প্রেমাশ্রু পতিত হইত। তিনি নানকের দেহ-জাত পুত্রকে দেখিয়া যে কি প্রকার ভাব অনুভব করিতেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হে সত্য প্রভু, আপনার সুকোমল চরণের ধূলি ঝাড়িয়া কৃতার্থ হইবার জন্য আমি এত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু পরিধান করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীচাঁদের চৈতন্য হইল, তিনি উত্তর করিলেন, "হে ভাই, তোমরা এইরূপ প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়াই গুরুর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছ। আর আমি অহঙ্কারের জন্য সেই পিতার পুত্র হইয়াও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম।" গুরু রামদাস সাধুতার জন্য আকবর সম্রাটের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। যে রামচক গ্রামে তিনি বাস করিতেন আকবর সম্রাটের নিকট হইতে তিনি তাহা দানরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই ভূমির উপর একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া তন্মধ্যভাগে একটি মন্দির ও কুটীর নির্ম্মাণ করেন। এই স্থান প্রথমে গুরু রামদাসের নামে, "রামদাসপুর" বলিয়া আখ্যাত ছিল। পরে ইহার নাম সুপ্রসিদ্ধ অমৃত সহর হইল। যে পুষ্করিণী গুরু রামদাস খনন করেন, তাহা এখন অমৃতসরোবর বলিয়া বিখ্যাত, এবং তদুপরি যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা গুরু রামদাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সে সময়ে এই স্থানের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং শিখ ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি সহকারে তাহার যে কিরূপ সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে তাহা এখন ঠিক নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, তৎসময়ের অমৃতসরোবর ও হরিমন্দির এখনকার অমৃত সরোবর ও হরিমন্দির হইতে অত্যন্ত স্বতন্ত্র। গুরু রামদাস সাত বৎসর মাত্র শিখদিগের নেতা ছিলেন। শিখগণ রামদাসকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। তাঁহার অধিক রচনা শিখগ্রন্থে সম্বদ্ধ নাই। এই সময় হইতে শিখ গুরুপদ বংশ-পরম্পরায় চলিতে লাগিল। গুরু রামদাস আপন পুত্র অর্জ্জুনকে পঞ্চম গুরু-পদে নিযুক্ত করিয়া সম্বৎ ১৬৩৮,১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

পঞ্চম গুরু অর্জুন।

গুরু অর্জুন বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে পিতার অত্যন্ত প্রিয় ও সমস্ত শিখমণ্ডলীর নিতান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। শিখ গুরুদিগের মধ্যে গুরু অর্জুন আধ্যাত্মিক ভাবের জন্য নিতান্ত বিখ্যাত। খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রলেখকদিগের মধ্যে সাধু জন যেরূপ উচ্চতম আধ্যাত্মিক ভাব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, শিখদিগের পঞ্চম গুরু শিখগ্রন্থসম্বন্ধে তদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। যদি পঞ্চম গুরু অর্জুনের বাণী সকল গ্রন্থ সাহেবে লিপিবদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে তাহার এরূপ সৌন্দর্য্য ও উচ্চতা কখনই হইত না। কেবল আধ্যাত্মিকতার জন্য নহে, গুরু নানক ও পরবর্ত্তী গুরুদিগের শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য তিনি যেমন বুঝিতেন এমন আর কেহ নহে। সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য যে শিখ-ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা তাহা তিনি নিজ জীবনে প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি শিখসাম্রাজ্যের প্রথম সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি মণ্ডলীর উৎকর্ষ সাধন জন্য নানা উপায়ে অর্থ সমাগম করেন। তিনি তুর্কিস্থানে শিষ্য প্রেরণ করিয়া অশ্বের ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; সমস্ত শিখমণ্ডলীকে ধর্ম্মার্থে বার্ষিক দানে বাধ্য করেন; সমস্ত দেশে লোক প্রেরণ দ্বারা এই দান সংগ্রহ করিতেন। তিনি তরণতারণ নামক স্থানে বাস করিতেন। গুরু রামদাস অমৃত সহরে অমৃতসরোবর ও হরিমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গুরু অর্জুন ইহাকে শিখদিগের মহাতীর্থরূপে স্থাপনা করেন। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, গুরু অর্জুন এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। যে সমস্ত অর্থ সংগৃহীত হইত তৎসমুদায়ই এই নবধর্ম্মমণ্ডলীর উৎকর্ষসাধনার্থ ব্যয়িত হইত। গুরু অর্জুনের নেতৃত্বে শিখগণ ধর্ম্মে ও নীতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই নব ধর্ম্মের প্রভাব চারিদিকে এরূপ বিস্তৃত হইল যে শত শত লোক আসিয়া ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। গুরু নানকের উপদেশ মনুষ্যজীবনের সকল অবস্থার

কিরূপ উপযোগী তাহা গুরু অর্জ্জুন যেমন বুঝিতেন এমন আর কেহ নহে। তিনি একটি বিশেষ কার্য্য দ্বারা শিখসমাজকে এবং সমস্ত পৃথিবীকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে, গুরুদিগের উপদেশ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এই সমস্ত একত্র সংগ্রহ না করিলে তাহাদিগের স্থায়িত্বের কোন আশা নাই। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন, "অসংখ্য ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে কিন্তু একটি সর্ষপ কণার ন্যায় তাঁহাদের পরিশ্রমের মূল্য নাই।" এই কথার দ্বারা তিনি সেই সময়ের উপযোগী নববিধির প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিলেন। তিনি গুরুদিগের বাণী একত্র করিয়া শিখসমাজের নীতি ও ধর্ম্মব্যবস্থারূপে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হিন্দুজাতির মনে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় যে গুরুর ভাব দ্বারা পরিচালিত না হইয়া তাঁহার কথা প্রচার করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না, তাঁহার ভাব ও উপদেশ নিজ মনে ধারণ করিতে কেহ সক্ষম হন না এবং তাঁহার ন্যায় জীবন যাপন করিতে কখনই সমর্থ হন না। হিন্দুগণ এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের রচনা গুরুর নামে প্রকাশ করেন। শিখদিগের মনে এ বিশ্বাস চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগের রচিত শব্দ ও শ্লোক সকল নানকের নামে প্রচার করিতেন। গুরু অর্জ্জুন দেখিলেন যে, ভূরি ভূরি শ্লোক, শব্দ ও উপদেশ নানকের নামে প্রকাশিত রহিয়াছে। নানক ও তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুদিগের রচনা অপরাপর রচনা হইতে স্বতন্ত্র করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তিনি অনেক যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অন্যান্য রচনা হইতে সে সকল স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন, কিন্তু গুরুদিগের সকলেরই রচনা নানকের নামে প্রকাশিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন গুরুর লেখা পৃথক্ করিবার জন্য প্রথম গুরু নানকের রচনা গুলিকে মহল্লা এক, দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদের শব্দ মহল্লা দুই, তৃতীয় গুরু অমর দাসের উপদেশ গুলি মহল্লা তিন, চতুর্থ গুরু রামদাসের শব্দ মহল্লা চারি এবং নিজের রচনা গুলিকে মহল্লা * পাঁচ বলিয়া আখ্যাত করিলেন। অর্জ্জুনের পরবর্ত্তী তিন জন গুরুর কোন উপদেশই গ্রন্থ সাহেবে বা অন্য কোথাও প্রচলিত নাই।

---

* মহল্লা শব্দে পল্লী অর্থাৎ বিভাগ বুঝায়।

নবম গুরু তেগবাহাদুর ও গোবিন্দ সিংহের পিতার লেখা বহুল পরিমাণে আদিগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, সে গুলি মহল্লা নবম বলিয়া আখ্যাত। এই কয়জন গুরুর উপদেশ ব্যতীত উনিশ জন ভক্তের * বাণী গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত। এই সমস্ত ভক্ত তৎকালে এদেশে সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তখন মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। এই সাধুদিগের উপদেশ গ্রন্থ সাহেবের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গুরু অর্জ্জুন অপূর্ব্ব উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। "সেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম সম্প্রদায় যাহার মধ্যে সকল সম্প্রদায়," গুরু নানকের যে এই অপূর্ব্ব শিক্ষা তাহা তিনি কার্য্যে প্রদর্শন করিয়া শিখসমাজকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত ভক্তের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব; কিন্তু অনেকেই অতি নীচ অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ চর্ম্মকার, কেহ রজক, কেহ কসাই, কেহ ডোম এবং কেহ মুসলমান বংশোদ্ভব ছিলেন। এই কার্য্য দ্বারা গুরু অর্জ্জুন ধর্ম্মেতে জাতিভেদ নাই কেবল যে তাহাই দেখাইলেন তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক যে জাতীয় লোক হউন তিনি গুরুপদবাচ্য ইহা শিক্ষা দিলেন। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে চিরকালই ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করেন, সেখ ফরিদের বাণী গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সে সঙ্কীর্ণ ভাবের একেবারে প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল প্রকারের উচ্চ অধিকার হইতে নারীগণ বিচ্যুত হিন্দুদিগের ইহা চিরসংস্কার, মিরাবাইয়ের অপূর্ব্ব উপদেশ গুলি শিখগ্রন্থমধ্যে সংকলিত করিয়া নারীজাতিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং হিন্দুজাতির চিরন্তন কুসংস্কারের মস্তকে খড়্গাঘাত করিয়াছেন। গুরু অর্জ্জুন অসামান্য মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, গুরুমুখি অক্ষরের সৃষ্টি তিনি করিয়া সেই অক্ষরে সমস্ত উপদেশ লিখাইয়াছিলেন। সমস্ত গ্রন্থ পদ্যে রচিত, তাহার ছন্দ বহু প্রকার; কিন্তু শিখগণ এই সমস্ত রচনা রাগ রাগিণী † যোগে গান করিয়া

---

* যথা কবির, ত্রিলোচন, বেহণী, রাওদাস, নামদেব, ধন্না, শেখ ফরিদ, জয়দেব, ভিকণ সেন, পিপা, সুধানা, রামানন্দ, পূর্ণানন্দ, সুরদাস, মিরাবাই, বলবন্ত, সত্তা ও সুন্দর দাস।

† এই সমস্ত রাগে শব্দগুলি সংযুক্ত যথা;—শ্রীরাগ, মাজু, গৌড়ী, আশা, গুজরি, দেব গান্ধার, বিহাগ, ওয়াদহংস, সুরট, ধনেশ্বরী, জইত্রী, টোড়ি, ররাবি তেলঙ্গ, সোহি, বলবান, সিন্ধু, রামকেলি, নটনারায়ণ, মালিগউরা মারু, টখারী, কেদারা, ভৈরব, বসন্ত, সারঙ্গ, মল্লার, কানেড়া, কল্যাণ, প্রভাতি, ও জয়জয়ন্তি।

থাকেন। গুরু অর্জ্জুনের আদেশে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে সুবিখ্যাত ভাই গুরুদাস সমস্ত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। ভাই গুরুদাস এক জন অসামান্য লোক ছিলেন। "ভাই গুরু দাসের বার" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি তাঁহার উৎকৃষ্ট মেধাশক্তি, অপূর্ব্ব বিশ্বাস, গভীর আধ্যাত্মিক ভাব ও সুমধুর ভক্তি ভাবের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কথিত আছে, যখন তিনি আদি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত অভিমান ছিল এবং অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি আপনার রচনাকেও অমরত্ব প্রদান করিবার আশায় তাহাদিগকে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিবার জন্য অর্জ্জুনের নিকট আবেদন করেন। অর্জ্জুন তাঁহার গূঢ় অভিমান বুঝিতে পারিয়া সে সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। এই ঘটনায় তাঁহার মনের এমনি পরিবর্ত্তন হয় যে, তিনি নিজ অহঙ্কারের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে বিনীতদিগের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। গুরু অর্জ্জুন এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবশেষে তাঁহার রচনানিচয়কে গ্রন্থের মধ্যে ভক্তদিগের বাণীর সহিত সন্নিবেশিত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তখন ভাই গুরুদাসের মনে আর সে অভিলাষ ছিল না, তিনি উত্তর করিলেন যে, "তাঁহার মত পাপিষ্ঠ কীটানুকীটের রচনা সেই পবিত্র গ্রন্থে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।" তখন গুরু অর্জ্জুন ভাই গুরুদাসের বাণীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিষ্যমণ্ডলীকে উহা ভক্তির সহিত পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

অর্জ্জুনের একটি কন্যা ও হরগোবিন্দ নামে এক পুত্র ছিল। কথিত আছে, চন্দু সাহ নামে দিল্লির সম্রাটের লাহোররাজ্যবিভাগস্থ আয় ব্যয়ের আমীরের (অধ্যক্ষের) পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার সম্বন্ধ হয়, কিন্তু কোন কারণে সে সম্বন্ধ ভঙ্গ হওয়ায় চন্দুসাহ অর্জ্জুনের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট অর্জ্জুনের অনেক নিন্দা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্রাটের বিদ্বেষ উৎপাদন করেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, গুরু অর্জ্জুন সম্রাটের জনৈক শত্রুর পক্ষসমর্থন করেন; এই কারণেই সম্রাট কর্ত্তৃক তিনি কারারুদ্ধ হন এবং অশেষ কষ্ট পাইয়া কারাগারে তাঁহার জীবন শেষ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রেবতী নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমজ্জন দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ।

যখন গুরু অর্জ্জুন পরলোক গমন করেন, তখন হরগোবিন্দ নামা তাঁহার একমাত্র পুত্রের বয়স এগার বৎসরমাত্র ছিল। প্রথিচাঁদ নামে গুরু অর্জ্জুনের এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ গুরু হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি অনেক প্রকার ছল কৌশল ও প্রতারণা দ্বারা গুরু অর্জ্জুনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু গুরু তাঁহাকে গুরুপদের অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া আপন পুত্র হরগোবিন্দের সম্মুখে যথা রীতি পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল রাখিয়া তাঁহাকে শিখগুরুপদে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথিচাঁদ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়া হরগোবিন্দকে পদচ্যুত করিয়া নিজে গুরু হইবার বিশেষ চেষ্টা করেন। চন্দুসাহ তখন দিল্লির বাদসাহার মন্ত্রী ছিলেন, তিনি গুরু অর্জ্জুনের পুরাতন শত্রু। প্রথিচাঁদের সহায়তায় হরগোবিন্দের প্রতি সম্রাটের মনে কতকগুলি মিথ্যা সংস্কার ও বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া দেন। সম্রাট হরগোবিন্দকে দিল্লির কারাগারে আবদ্ধ করেন। চল্লিশ দিন তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিয়া সম্রাট আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং কেবল যে তাঁহাকে মুক্তিদান করিলেন তাহা নহে, চন্দুসাহকে সমস্ত অমঙ্গলের কারণ জানিয়া তাঁহাকে গুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

গুরু হরগোবিন্দ পূর্ব্বতন গুরু নানক, অঙ্গদ, অমরদাস প্রভৃতির ন্যায় ক্ষমাশীল ছিলেন না। তাঁহার স্বভাবেও তাঁহাদিগের স্বভাবসুলভ সাধুতা লক্ষিত হইত না। শিখগণ "ত্যাগ ও রাজ" এ দুইটিকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত মনে করেন। ত্যাগ অর্থ বৈরাগ্য ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ এবং রাজ অর্থে রাজ্য চালাইবার উপযোগী বীর্য্য, পরাক্রম, কৌশল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক মত প্রতারণা ও মিথ্যা। গুরুনানক সংসার ও ধর্ম্মকে একত্র সমন্বয় করিয়া নিজে পরিবার মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। গুরু অর্জ্জুন নিজে ব্যবসায় ও সংসারের কার্য্য করিয়া সে তাহাকে শিখধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়াছেন। গুরু হরগোবিন্দের নেতৃত্বসময় হইতে শিখ ধর্ম্মের উচ্চ নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল, তিনি ধর্ম্মের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রবর্ত্তিত করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ এই ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া শিখদিগকে যোদ্ধরূপে পরিণত

করেন; এবং নানকের ভক্তমণ্ডলীকে "খালসা" অর্থাৎ সাম্রাজ্যরূপে সংগঠিত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বাদসাহের কুভাব তিরোহিত করিবার জন্য তিনি ছলনার অসরল পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। হরগোবিন্দের পিতা গুরু অর্জ্জুনের প্রতি চন্দুসাহ যেরূপ অত্যাচার করিয়া তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিলেন, হরগোবিন্দের মনে সে সমস্ত কথা জাগরূক ছিল। তিনি নিজে চন্দুসাহকে হস্তগত করিয়া নিজের প্রতি ও পিতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে তাঁহাকে অমৃত সহরে লইয়া আসিলেন এবং প্রতি দিন তাঁহার পদদ্বয়ে রজ্জু বাঁধিয়া তাঁহাকে লাহোর ও অমৃত সহরের বাজার দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইবার আদেশ করিলেন। শিখগণ বৈরনির্য্যাতনের ভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন; তাঁহারা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গুরুর আজ্ঞা পালন করিলেন। চন্দুসাহ এই অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। গুরু হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই লোকের সহিত বিবাদ বিসংবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি অচিরেই শিখদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ করিয়া যুদ্ধসম্বন্ধে তাহাদিগের নেতা হইলেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য সময়ে সময়ে সম্রাটের এবং রাজপ্রতিনিধিদিগের সেনা সহ এরূপ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতেন যে তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে জয় লাভ করিতেন।

অহিংসা পরমধর্ম্ম জানিয়া নানক নিরামিষভোক্তা ছিলেন। গুরু অর্জ্জুন সাধুতা ও শান্ত ভাব দ্বারা আপন খ্যাতি প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু হরগোবিন্দ নিজে সর্ব্বদাই মৃগয়াতে নিযুক্ত থাকিতেন এবং মৃগয়ালব্ধ মাংস আহরণ করিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার নেতৃত্বে শিখমণ্ডলী মধ্যে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পলাতক, বাদী, রাজ্য হইতে তাড়িত প্রভৃতি অত্যন্ত দুশ্চরিত্রদিগকে তিনি নিজ মণ্ডলীভুক্ত করিতেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইহারাই তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহায়তা করিত এবং নিয়তকাল তাহাদের মনে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের সহস্র দোষ থাকিলেও যুদ্ধক্ষেত্রে মরিলে তাহারা স্বর্গ লাভ করিবে। তাঁহার অশ্বশালায় আটশত অশ্ব ছিল। তিন শত অশ্বারোহী ও ষাট জন কুঠারধারী সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিত। হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীর সম্রাটের অনুচর ছিলেন। সম্রাটের সহিত তিনি কাশ্মির পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বাধীন ভাবের

জন্য ইনি শীঘ্র সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন এবং গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দীরূপে আবদ্ধ হইলেন।

শিখদিগের বিশ্বাস এই গুরুর প্রতি অটল ছিল, তাহারা দলে দলে গোয়ালিয়ারে গমন করিয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া দুর্গের প্রাচীরে ভক্তির সহিত প্রণাম করিত। শিখদিগের এতাধিক ভক্তি দেখিয়া সম্রাট হরগোবিন্দকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সম্রাটের মৃত্যু হইলেও হরগোবিন্দ সম্রাটের সেনাদলে চাকরী করিতেন। তিনি পাঞ্জাবপ্রদেশে এক বার পাঁচশত সেনা লইয়া সম্রাটের সাত সহস্র সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া অমৃত সহরের নিকট দিল্লির সেনাকে পরাস্ত করেন। অল্প দিন পরে পুনর্ব্বার তিনি সম্রাটের সেনার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হন, কিন্তু এবার পরাস্ত হইয়া শতদ্রু নদীর দক্ষিণ প্রান্তে পলায়ন করেন। যুদ্ধবিগ্রহই হরগোবিন্দের প্রিয়কার্য্য ছিল, একদা যুদ্ধস্থানে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার প্রতি অস্ত্র চালনা করে, অস্ত্র নিষ্ফল হইলে গুরু এই বলিয়া শত্রুর প্রতি অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করেন যে, "ও প্রকারে নহে এই প্রকারে অস্ত্র চালনা করিতে হয়।" অনেকে এই ঘটনার এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন যে, ক্রোধপরবশ হইয়া হরগোবিন্দ এ কার্য্য করেন নাই; গুরুর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া, তিনি কেবল শিক্ষা দিবার জন্য, এইরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক প্রকারের অপবাদ প্রচারিত আছে; অথচ যতই তাঁহার যুদ্ধে জয়লাভ হইল ততই তাঁহার শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। হরগোবিন্দ অধিক পরিমাণে মুসলমান ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জীবন এরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি শিখমণ্ডলীকে অনেক প্রকারে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পৌত্তলিকতায় মুসলমানদিগের ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। একদা তাঁহার জনৈক শিখ একজন হিন্দু সর্দ্দারের দেবালয়স্থ দেবতার নাসিকা ছেদন করেন। সর্দ্দার গুরুর নিকট অভিযোগ করিলে গুরু শিখকে ডাকিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। শিখ স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বলিলেন যে, "যদি দেবতা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে আমি আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিব।" সর্দ্দার এ কথার উত্তরে বলিলেন "রে মূর্খ, দেবতা কিরূপে কথা কহিবে?" শিখ উত্তর করিলেন, "মূর্খ কে, আমি না তুমি, যদি

দেবতা আপন মস্তক রক্ষায় অসমর্থ তবে সে দেবতা তোমার কি উপকার করিবে ?"

গুরু হরগোবিন্দ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শতদ্রুকূলস্থ খিরিদপুরনামক গ্রামে শান্তিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রতি শিখগণ এমনি অনুরক্ত ছিলেন যে, অনৈক রাজপুত এবং একজন জাঠ শিখ তাঁহার জলন্ত চিতার উপর প্রাণ-ত্যাগ করিলে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যেন মোহমন্ত্র হইয়া শত শত শিখকে ঐরূপ কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিল ; কিন্তু তাঁহাদিগের সপ্তম গুরু হররায় তাহাদিগকে নিরস্ত করায় সকলে নিবৃত্ত হইল।

সপ্তম গুরু হররায়।

গুরু হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র ছিল ; তাঁহাদিগের নাম গুরুদিত, তেগবাহাদুর, সুরতসিংহ,অম্বরাই এবং অটলরায় *। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গুরু হইবার জন্য প্রতিজনই আশা করিতেন। এই জন্য তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকিতেন। কেবল তেগ বাহাদুর এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে এ প্রকার ভাব সত্ত্বে অপর সকলকে রাখিয়া একজনকে গুরুপদে বরণ করিলে অসদ্ভাব ও অশান্তি বৃদ্ধি হইবে ইহা তিনি বুঝিলেন। এ সম্বন্ধে কি করিবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এক দিন তাঁহার পৌত্র গুরুদিত্তের পুত্র হররায় ক্রীড়া করিতে করিতে গুরুর ক্রোড়ে আসিয়া বসিলেন। গুরু পৌত্রের প্রতি উপযুক্তরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হররায় ক্রীড়া করিতে করিতে পিতামহের মস্তক হইতে পাগড়ী উঠাইয়া লইয়া আপন মস্তকে তাহা স্থাপন করিলেন। গুরু হরগোবিন্দ ইহা

---

* শিখগণ বাবা অটলকে অত্যন্ত ভক্তি করেন। অমৃত সহরের নিকট বাবা অটলের স্থান বলিয়া একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, এই স্থানে একটি অতি উচ্চ মন্দির আছে। শিখদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস যে, অটলের দ্বারে যে ব্যক্তি যে মানস লইয়া আসে তাহা নিশ্চয় পূর্ণ হয়।

দেখিয়া মনে করিলেন যে ভগবান্ এখন সমস্ত গোলমাল ও অশান্তির মীমাংসা করিয়া দিলেন। আমি এই পৌত্র হররায়কেই গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিব, তাহা হইলে পুত্রদিগের মধ্যে সকল বিবাদের মীমাংসা হইবে। এই ভাবিয়া যথারীতি পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল আনিয়া হররায়কে গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সমস্ত শিখমণ্ডলী এই ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

হররায় প্রায় ষোলবৎসর শিখদিগের নেতা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বের অধিকাংশ সময় শান্তিতে অতিবাহিত হয় এবং তিনি শিখমণ্ডলীর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। ১৬৫৮ সালে তাঁহাকে জনৈক শত্রুর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাস্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরায়কে জামিনস্বরূপ অর্পণ করিতে হইয়াছিল। সম্রাট তাঁহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনতিবিলম্বে হররায়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে খিরিতপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অষ্টম গুরু হরকৃষ্ণ।

হররায়ের মৃত্যুকালে রামরায় ও হরকৃষ্ণ তাঁহার দুই পুত্র ছিল। হররায় দাসী-গর্ভজাত, তাঁহার বয়স তখন পোনের বৎসর ছিল, এবং হরকৃষ্ণ ছয় বৎসর বয়স্ক; ইনি প্রকৃতরূপে আপনবৈধ পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দাসী ও তৎকন্যা প্রভৃতিকে নিকৃষ্ট পত্নী বলিয়া গ্রহণবিধি প্রচলিত। গুরু হররায় এই সকল প্রথার দ্বারা পরিচালিত হইয়া দাসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামরায় ও হরকৃষ্ণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ হইতে লাগিল। দিল্লির সম্রাটের নিকট এই বিবাদ মীমাংসার জন্য অর্পিত হইল। দুই ভ্রাতারই দিল্লি রাজধানীতে এজন্য যাইতে হইয়াছিল; কিন্তু পথে আসিতে আসিতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরকৃষ্ণের প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই মাত্র বলিয়া যান, বিপাসানদীতীরে গণ্ডবান প্রদেশে বকালো নগরে তাঁহার পিতার অনেক আত্মীয় বাস করেন, এই গ্রাম হইতে নবম গুরু নিযুক্ত হইবেন।

নবম গুরু তেগবাহাদুর।

হরকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশমতে বক্কালো নগরে শিখগণ তাঁহাদের নবম গুরুর অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন। গুরু হরগোবিন্দের এক পুত্র তেগ বাহাদুর নামে এইস্থানে অবস্থিতি করিতেন। বৈরাগ্য সহকারে তিনি এসংসার সম্বন্ধের কার্য্যসকলকে অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন, কেবল ধর্ম্ম ও ভগবানকে নিত্য ও সত্য পদার্থ জানিতেন। তিনি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া গঙ্গানদী তীরে পাটনা নগরে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। পরে পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিতি করেন। রামরায় তাঁহাকে গুরু পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজে গুরু হইবার জন্য অনেক প্রকারের অসদ্ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিখগণ তেগবাহাদুরের বৈরাগ্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকেই গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যখন তাঁহার নিকট প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন, তখন তেগ বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, "হে ভগবন্‌, আমি নিতান্ত পাপী ও অযোগ্য, আমি গুরু হইবার উপযুক্ত নহি।" শিখগণ ও তেগবাহাদুরের মাতা পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুর ইচ্ছার বিরোধী হইতে অনেক নিষেধ করায় অগত্যা তিনি সিংহাসনস্থ হইতে সম্মত হইলেন।

গুরু তেগবাহাদুর শতদ্রু নদীর কূলে মাখবাল নামক গ্রামের আনন্দপুর নামকরণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর বৈরাগ্য পূর্ণ ছিল, এবং তিনি যে সমস্ত শব্দ গ্রন্থসাহেবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এমন সংসারের অনিত্যতা ও বৈরাগ্যপ্রতিপাদক যে শিখদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে তাহা পাঠ করিলে মন আপনাপনি বৈরাগী হইয়া উঠে। সে সমস্ত শব্দ নওয়া মহল্লা কি মেল বলিয়া বিখ্যাত এবং অতি সুন্দর ও উচ্চ ভাবে পূর্ণ। গুরু তেগবাহাদুর দিল্লির সম্রাট আরঙ্গজীবের অত্যন্ত বিরাগভাজন হন, কিন্তু জয়পুরের রাজা বীরসিংহ তাঁহার বিশেষ ভক্ত হইলেন। তাঁহার উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হন। গুরু সপরিবারে এই তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন এবং বঙ্গদেশ পর্য্যটন করিয়া

আসামস্থ কামরূপ পর্য্যন্ত গমন করেন। কথিত আছে, কামরূপের রাজা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ব্রহ্মপুত্রনদের কূলে বর্ত্তমান ধুবড়ীনামক স্থানে তিনি যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে অদ্যাবধি একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। শিখগণ তীর্থ স্থান জানিয়া দলে দলে এখনও তথায় গমন করিয়া থাকেন। গয়াতীর্থ করিয়া এই সময়ে কিছু দিন গুরু তেগ বাহাদুর পাটনা নগরে বাস করেন, এই স্থানে তাঁহার পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। গুরু তথায় পাঁচ ছয় বৎসর অবস্থিতি করিয়া অবশেষে আনন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। শিখগণ বলিয়া থাকেন যে, গুরু তেগবাহাদুর বৈরাগীর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, এবং সাধন ভজনে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি সশিষ্য বনে অবস্থিতি করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং তদীয় পিতা হরগোবিন্দের তরবারি ধারণ করিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন।

তেগ বাহাদুর অচিরাৎ আরঙ্গজীব সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। আরঙ্গজীব সম্রাট অনুদারতার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত পৃথিবী ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হইবে, লোকদিগকে মুসলমান করিবার জন্য তিনি যেরূপ অত্যাচার করিতেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। শিখদিগকে নূতন ধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়া এবং নবম গুরু তেগ বাহাদুরের খ্যাতি শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দিল্লি নগরে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া মুসলমান করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারে কঠিন নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। যখন গুরু তেগবাহাদুর দিল্লি আগমন করেন, তখন তাঁহার সন্তান গুরু গোবিন্দসিংহকে হরগোবিন্দের তরবারি অর্পণ করিয়া তাঁহাকে দশম গুরুপদে অভিষিক্ত করেন, এবং বাদসাহা কর্ত্তৃক যে অপমান ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে, সে জন্য প্রতিশোধ লইবার আবশ্যকতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। তেগবাহাদুরের মৃত্যুসম্বন্ধে দুই প্রকারের বিবরণ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, যখন তিনি দিল্লির কারাগারে আবদ্ধ হন তখন তাঁহার সঙ্গে তিন জন শিখ শিষ্য আসিয়াছিলেন, দুই জন নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া শিখধর্ম্ম অস্বীকার করত কারাগার

হইতে মুক্তি লাভ করেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি গুরুকে বলিলেন, "আপনাকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না, যদি শত্রুর হস্তে নিহত হইতে হয়, আমি অগ্রে জীবন অর্পণ করিব, আমি থাকিতে আপনার শরীরের একটি রোমও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।" গুরু এই শিষ্যের সহিত কারাগারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন দেখিলেন মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন শিষ্যকে আদেশ করিলেন তুমি তরবারি দ্বারা আমার মস্তক ছেদন কর। গুরুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করা অনুগত শিষ্য মহাপাপ জানিয়া, এ প্রকার নিদারুণ কার্য্য তাঁহার দ্বারা কখনই হইতে পারে না, গুরুকে ইহা বার বার নিবেদন করিতে লাগিলেন। গুরু উত্তর করিলেন, "আমি তোমার গুরু—আমার আদেশ যতই তোমার অপ্রিয় হউক না কেন তাহা তোমার করিতেই হইবে।" শিষ্য বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, অবশেষে গুরুর আদেশ পালন অপরিহার্য্য জ্ঞানে তাঁহার কঠোর অনুজ্ঞা পালন করিলেন। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কারাগারে তাঁহার অবস্থা যখন এরূপ হইয়া উঠিল যে, তাঁহার মৃত্যু নিঃসংশয়, সেই সময় সম্রাট্ তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিলেন, এবং অপমান করিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কোন আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনার উপদেশের সত্যতা প্রমাণ কর।" তেগবাহাদুর বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের আরাধনা করাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। তিনি একটি মোহমন্ত্র লিখিয়া গলদেশে বাঁধিয়া রাখিবেন, তাঁহার শিরশ্ছেদন হইলে সে মন্ত্র হইতে আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হইবে।" এই বলিয়া এক খানি কাগজে তিনি কতক গুলি কথা লিখিয়া গলদেশে তাহা বাঁধিয়া রাখিলেন, এবং গ্রীবা নিচু করিয়া তরবারির আঘাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। যেমন তরবারি দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন হইল, তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত লোকে গলদেশের লিখিত পত্র খানি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত "শির্ দিয়া দিন না দিয়া" অর্থাৎ মস্তক অর্পণ করিলাম, কিন্তু নিগূঢ় ধর্ম্ম দিলাম না। খ্রীষ্টাব্দ ১৬৭৫ সনে গুরু তেগবাহাদুরের মৃত্যু হইল। বাহিরে তাঁহার সেই লেখাতে কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইল না বটে, কিন্তু "ধর্ম্মের জন্য নিহত ব্যক্তিদিগের রক্তবিন্দু বিশ্বাসিমণ্ডলীর বীজস্বরূপ" এই যে পুরাতন বাক্য এতদ্দ্বারা তাহা পূর্ণ হইল। গুরুর মৃত্যু সংবাদে নূতন বিশ্বাসীদিগের উৎসাহ অগ্নি

নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং শত শত লোক আসিয়া এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, এবং ঈশ্বরের জন্য নির্য্যাতন, তাড়না ও মৃত্যু শ্রেয়স্কর জানিয়া তাহা আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতে লাগিল।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ।

সংবৎ ১৭১৮ সালের পৌষ মাসে গুরু গোবিন্দ সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা তেগবাহাদুরের হত্যার সময় গোবিন্দ সিংহ পঞ্চ দশ বৎসর বয়সের নবীন যুবামাত্র। কিন্তু তাঁহার পিতার প্রতি ঘোর অত্যাচারের নিমিত্ত সমস্ত শিকজাতির এবং তাঁহার নিজের ঘোর দুরবস্থা হওয়ায় তিনি মুসলমান নামের প্রতি ভীষণ বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একে তিনি নিজে বাল্যাবস্থামাত্র অতিক্রম করিয়াছেন, তদুপরি নানা বিভাগে বিভক্ত শিখজাতি তাঁহার বিরোধী হইয়া রহিয়াছে, এ অবস্থায় হঠাৎ কিছু না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য জানিয়া তিনি কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর শিখের দ্বারা পিতার খণ্ডিত দেহাংশ গুলি দিল্লি হইতে আনাইয়া যথাবিধি সংকার পূর্ব্বক নির্জ্জনবাসে প্রস্থান করিলেন। বিশ বৎসর কাল এই ভাবে কেবল শিখজাতির উন্নতির ঐতিহাসিকতত্ত্ব অভ্যাস করায় ক্রমে গুরু নানকের সম্প্রদায় লোকদিগের বিশেষ সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল একমাত্র রামরায়ের অনুযায়ী কয়েক জন লোক ভিন্ন সমস্ত শিখ তাঁহাকেই আপনাদিগের নেতা বলিয়া স্বীকার করিল। সেই সময় হইতেই তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও উচ্চতম নিয়তি তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

বয়স, জ্ঞান ও পদমর্য্যাদা লাভ করিয়াও গুরুগোবিন্দের প্রাণের জ্বালা নিবারিত হয় নাই, তিনি সর্ব্বদাই সে ঘটনা স্মরণ করিয়া নিজ জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। কিন্তু শিখজাতি সামাজিক বিসংবাদে পুরাতন বস্ত্রের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া রহিয়াছে, এ বিবাদে ধর্ম্মজীবন উন্নত হওয়া অসম্ভব, বরং ক্রমেই অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে, এ অবস্থায় প্রবল জাতির সহিত সংঘর্ষণ বাতুলতা মাত্র, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে নিজ জাতিকে উন্নত করিবার জন্য

তিনি অধ্যবসায় বিনয় ও একাগ্রতার সাধনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার ফল অনুগামিগণও সম্ভোগে বঞ্চিত হইল না।

বহুকাল নির্জ্জন শাস্ত্রাধ্যয়নে তিনি শিখধর্ম্মের সহিত বেদ উপনিষদ পুরাণ কোরাণ এবং বিবিধ জাতীয় ইতিহাস ও শাসনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া এই মন্তব্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও অবনতির সহিতই জাতীয় উত্থান পতনের মূল সম্পর্ক রহিয়াছে, এবং ধারাবাহিক ধর্ম্মবিধান সকল যে জগতের উন্নতি ও শিক্ষার জন্য আগমন করিয়াছে, ইহা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়া আপনার জাতিকে ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ সময় কিছু কিছু সংস্কারের বিশেষ আবশ্যক, অথচ এক জন বিশ্বাসী ক্ষমতাবান্ নেতাকে না পাইলে কাহার কথায় লোকে সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে? সুতরাং তিনি আপনার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু ও নেতাদিগের ভাবের আবির্ভাব অনুভব করিলেন। জ্বলন্ত প্রদীপ যেমন নির্ব্বাপিত প্রদীপকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, গুরু নানকের আত্মার জ্যোতি সেইরূপ তাঁহার আত্মাকে জ্যোতিষ্মান্ করিল, এবং তিনিও অকুতোভয়ে তাহা লোক-সমাজে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু গোরক্ষ নাথ, স্বামী রামানন্দ ও হজরত মোহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কি ভাবে আপন আপন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে আপন জাতিকে সেই সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব ও জাতীয় উন্নতিকল্পে স্বার্থনাশ, বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মজীবনের জ্বলন্ত জ্যোতি দর্শন করিয়া সুপ্তোত্থিত শিখজাতি চমৎকৃত হইতে লাগিল। অনেক লোক তাঁহার প্রতি অযথা সম্মান প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, যদিও আমার আত্মা ঈশ্বরের সহিত যোগে সম্মিলিত আছে সত্য, তথাচ আমি সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এক জন ভিন্ন আর কিছুই নহি, আমি সেই অনন্ত ঈশ্বরের দাস, এবং তাঁহার অনন্ত লীলার এক জন দর্শক মাত্র, যদি কেহ আমাকে ঈশ্বরভাবে পূজা করে তবে নিশ্চয় সে ব্যক্তি নরকানলে দগ্ধ হইবে।

হিন্দু বা মুসলমানের কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিত্রাণ নিহিত নাই,

কোরাণ বা পুরাণ পাঠ করিলেই যে মুক্তিলাভ করা যায় এমত নহে, পুত্ত-লিকার উপাসক এবং মৃত ব্যক্তির আরাধনাকারীরা ঈশ্বরকৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে। অনুষ্ঠান বা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে না, সরল ও বিনম্র হৃদয়ই তাঁহার মন্দির। এইরূপ ধর্ম্ম মত সকল শিক্ষা দিয়া আপনার জাতিকে পুনর্গঠিত করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে আবার তিনি এক পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া ঘোর তপস্যার সহিত বিশ্বজননীর পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। কাশীধাম হইতে এক জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া সেই স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াদিলেন। হোমের জন্য এক কুণ্ড প্রস্তুত হইলে শিখ সর্দ্দারগণকে যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রণ করা হইল, চারি দিকে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে থাকিতে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে এক খানি শাণিত কুঠার দেখা যাইতে লাগিল। সকলের আশ্চর্য্যভাবের মধ্যে যাজ্ঞিক সেই কুঠার উত্তোলন পূর্ব্বক গুরুগোবিন্দকে অর্পণ করিলেন। গুরু গোবিন্দের সহিত তাঁহার সমস্ত অনুগামিগণ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এক ঘোর পরীক্ষা আসিয়া সকলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পুরোহিত বলিলেন, দেবী জানাইতেছেন, গোবিন্দ সিংহ হয় নিজে অথবা আপনার ন্যায় অন্য কোন প্রিয় ব্যক্তিকে বলিদান না করিলে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। গোবিন্দ সিংহ আপনার কোন একটি পুত্রকে আনিয়া বলিদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জননী একটিকেও প্রদান করিলেন না। তৎক্ষণাৎ পঞ্চবিংশতি জন প্রধান শিখ অগ্রসর হইয়া আসিয়া গুরুর কার্য্যে নিজ নিজ জীবন অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল, তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বলিদান করিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করা হইল।

এইরূপে বিশ্বাসে ও উৎসাহে শিকজাতিকে প্রজ্বলিত দর্শন করিয়া গুরু গোবিন্দ তাহাদিগের কর্ত্তব্য শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কতকগুলি মত শিখাইলেন। তাহাদিগের প্রথম মূল মত হইল "কীর্ত্তিনাশ" "কুল নাশ" "ধর্ম্মনাশ" "কর্ম্মনাশ" তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমরা এইচারি বস্তুকে বিনাশ করিয়া "খালসা" (খোলসা) হইলে, ইহাই তোমাদের জাতীয় নাম হইল। হে খালসাগণ শ্রবণ কর, সত্য এবং

সরলতার সহিত ঈশ্বরের উপাসনা কর, কোন আকারবিশিষ্ট বস্তু সর্ব্ব শক্তিমান্ হইতে পারে না, খালসামণ্ডলী বিশ্বাসচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করিবে। সকলে এক হইয়া যাও, কেহ কাহাকেও উচ্চ নীচ মনে করিও না। জাতিবিস্মৃত হও, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই একপাত্রে ভোজন কর এবং আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ বলিয়া যাঁহার অভিমান আছে তিনি উপবীত পরিত্যাগ করুন, খালসা না হইলে কেহ পরিত্রাণ পাইবে না। তোমাদিগকে অবশ্যই আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য করিলে এ জগৎ তোমাদিগেরই হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

এইরূপে জাতিভেদ উচ্ছেদের বিধিতে উচ্চ জাতীয়েরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু নিম্নজাতীয়েরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গুরুর আদেশ প্রতিপালনার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিল। তাহাদিগকে অমৃতসরের পবিত্র সরোবরে স্নান ও উক্ত মন্দিরে উপাসনা করিবারও অধিকার প্রদত্ত হইল। ইহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তাঁহার সম্প্রদায় চঞ্চলচিত্তলোকশূন্য হইল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় যাহারা নিম্নে ছিল তাহারা উচ্চে উঠিবে, আমি চটক পক্ষী দ্বারা বাজপক্ষীকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া একটি পাত্রে জল ঢালিয়া তাহাতে শর্করা মিশ্রিত করিয়া তদুপরি হোমকুণ্ডোত্থিত পবিত্র কুঠার খানিকে সঞ্চালন পূর্ব্বক পাঁচ জন বিশ্বাসী ধর্ম্মগত প্রাণ শিখের উপর সিঞ্চন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সিংহ উপাধি প্রদান করিলেন, এবং আপনি তাঁহাদিগের নিকট উক্ত সরবত প্রার্থনা করিয়া পান করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট "পাহল" অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া "খালসা সিং" হইলাম এবং তোমাদিগকে জানাইতেছি যে ভবিষ্যতে যেখানে পাঁচজন শিখ একত্র হইবে সেখানেই আমার আবির্ভাব হইবে; এবং কোন ব্যক্তিকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইলে পাঁচজন শিখ একত্র হইয়া তাহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিবে। হেইল গুরু এই শব্দই তোমাদিগের পবিত্র বীজ মন্ত্র হইবে। এবং এমন কতকগুলি চিহ্ন ও রীতি নীতির উপদেশ দান করিলেন যাহাতে তাহারা চিরদিন যোদ্ধার ন্যায় জীবন যাপন করিতে পারে। এইরূপে ধর্ম্মভাবের উত্তেজনার ভিতর দিয়া গুরু গোবিন্দ

সিংহ পঞ্জাবের কয়েকটি বিদ্বেষী সম্প্রদায় ভিন্ন শিক জাতির রাজা হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সমস্ত লোককে অতি সহজ বিশ্বাসী যোদ্ধার বেশে ভূষিত করিয়া প্রবল বাদশাহ আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইলেন। কেবল আপনার জাতিকে সজ্জিত করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, মোগলদিগের চির বিরোধী পাঠানদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যমুনা হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তদ্ভিন্ন অরণ্য ও পর্ব্বতাদির মধ্যে কয়েকটি গোপনীয় দুর্গ প্রস্তুত করিয়া ক্রমে ক্রমে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে থাকিলেন; এবং যে সকল হিন্দু ও পাহাড়ীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে অস্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদের সহিত কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহের এই প্রকার ক্রমোত্থান দর্শন করিয়া দিল্লির সিংহাসন কম্পিত হইতে লাগিল, বাদশাহ চিন্তিত হইলেন। অপর দিকে পাঞ্জাব ও পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র রাজা সকল সত্বরে বাদশাহের নিকট বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে বাদশাহের আদেশে লাহোর ও সিরহিন্দের শাসনকর্ত্তারা সসৈন্যে আনন্দপুরে গোবিন্দ সিংহকে আক্রমণ করায় শিখ সৈন্যগণ ভয়ে গুরুকে ত্যাগ করিয়া চারি দিকে পলায়ন করিল, কিন্তু ইহাতে তিনি নিরাশ না হইয়া সর্ব্বাগ্রে জননী, পত্নী ও দুইটি শিশু পুত্রকে সিরহিন্দে প্রেরণ করিলেন, তাহারা পথে মুসলমান হস্তে পতিত হওয়ায় নিষ্ঠুরেরা শিশুদ্বয়কে হত্যা করিল। সে সময় কেবল চল্লিশ জন বিশ্বাসী অনুচর মাত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি ঐ কয়েক জনকে লইয়া রাত্রিকালে চুমকোর দুর্গে পলায়ন করিলেন। সেখানেও মুসলমানেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া এক জন দূতকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া জানাইল, যদি তিনি আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক মুসলমান হন তাহা হইলে রক্ষা পাইবেন। গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত সিংহ তৎক্ষণাৎ খড়্গাঘাতে দূতকে নীরব করিলেন, এবং আপনিও দ্বিতীয় ভ্রাতা সহ শত্রুদিগের খড়্গাঘাতে পতিত হইলেন, অবশিষ্ট অনুচর-গণও প্রায় নিঃশোষিত হইয়া আসিল। অবশিষ্টদিগের সহিত রজনীর গভীর অন্ধকারে তিনি পলায়ন করিলেন। দুই জন অনুগৃহীত পাঠান কৃত-জ্ঞতা সহকারে তাঁহাকে জোলপুরে তাঁহার জনৈক কোরাণসহপাঠী ফকীরের

কুটীরে পঁহুছাইয়া দিল। তিনি ফকীরের অন্ন আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, শিখেরা ঘোর বিপদের সময় মুসলমানের অন্ন ভোজন করিলে তাঁহাদের ধর্ম্ম হানি হইবে না। তৎপরে ফকীরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ভুটিণ্ডার প্রান্তরে প্রস্থান করিলেন। মুক্তসরনামক সরোবরতীরে তাঁহার কয়েক জন অনুচর আসিয়া মিলিত হইল। মুসলমানেরাও তাঁহার অনুসরণে বিরত হইল। এই ভাবে দমদমা নামক স্থানে পঁহুছিয়া তিনি "বিচিত্র নাটক" নামে একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। আরঙ্গজেব দূত প্রেরণ করিয়া ইঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করায় তিনি ঘৃণার সহিত বাদসাহের পত্রের উত্তরদানকালে বাদশাহের নিষ্ঠুর ও অন্যায় কার্য্য গুলির উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন যে, আমি পুত্রাদি সমস্ত সহায়-হীন হইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি, আমি সেই একমাত্র বাদশাহের বাদশাহ ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করি না। এই পত্রোত্তর পাইয়াও বাদশাহ পুনর্ব্বার আহ্বান করেন, সে সময় গুরু দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন এবং বাদশাহ আরংজেবও ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

আরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর সাহ সিংহাসনে উপবেশনের পূর্ব্বেই গোবিন্দ সিংহকে সম্মানের সহিত আপনার সেনাপতিত্বে নিয়োগ করিয়া বিদ্রোহী মহারাষ্ট্রদিগের দমনার্থ গোদাবরীতটের ভারার্পণ করিলেন। দলে দলে শিখেরা তথায় গমন পূর্ব্বক গুরুর শরণাপন্ন হইল। ঐ প্রদেশের অধি-বাসী বান্দা নামক এক জন বিরাগী বীরপ্রকৃতি শিখকে গুরু আপনার সহ-কারী মনোনীত করিয়া লইলেন। এক জন আফগান তাঁহার জনৈক প্রধান কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হওয়া এক দিন গুরুকে অপমান করায় তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করেন। আফগানের পুত্রদ্বয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে এক রাত্রে গুপ্তভাবে গুরুর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই যুবকদ্বয় আমাপেক্ষা বড় যে, ইহাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হইল, কেহ যেন ইহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করে। শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার অবর্ত্ত-মানে কে আমাদিগকে ধর্ম্ম ও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালন করিবে? তাহার উত্তরে বলেন, দশম গুরুর কার্য্য শেষ হইল আর কেহ গুরু হইবে না, গ্রন্থই এখন

তোমাদের গুরুস্থানীয়, তোমরা গ্রন্থ গুলিকে বিশেষ সমাদর করিবে এবং যেখানে পাঁচ জন শিখ একত্র হইবে সেই খানেই আমার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিবে, এখন হইতে খালসামণ্ডলী সেই অমর ভগবানের হস্তেই রক্ষিত হইল, তিনিই ইহাকে পরিচালন করিবেন। এইরূপ উপদেশ দান করিতে করিতে শিখজাতির দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীনদীতীরে নদীর নামক স্থানে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। গুরু নানক যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ সেই ধর্ম্মকে মূল ভিত্তি করিয়া তদুপরি শিখজাতিরূপ মহা পরাক্রান্ত এক বীর জাতিকে গঠন করিয়া ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ শক্তিকে প্রমাণিত করিয়া গেলেন।

সমাপ্ত।